পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

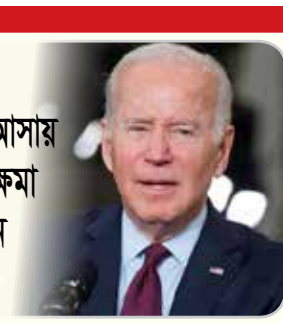

New York Vol. 30, Issue 1499, Saturday, 12 November, 2022 FREE www.parichoy.com

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসায় বিশ্বনেতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন জো বাইডেন

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসায় বিশ্বনেতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন জো বাইডেন-৫ম পাতায়
- আওয়ামী লীগ সরকার দেশের একটা অর্থও অপচয় করে না : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-৫ম পাতায়
- ইউরোপে অবৈধভাবে ঢুকলেই ফেরত-৫ম পাতায়
- জাপানের টয়োটার চেয়ে গাড়িপ্রতি আট গুণ বেশি মুনাফা আমেরিকার টেসলার-৬ষ্ঠ পাতায়
- মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিনেট দখলে লড়াই সমানে সমান-৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিমদের ব্যাপক সাফল্য-৭ম পাতায়
- ২০২৪ এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা বাইডেনের-৭ম পাতায়
- হাইকোর্টের ‘শ্যুট ডাউন’ এবং বাংলাদেশের অর্থ পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলে কিছু কাজ পাওয়া, বাকিটা ‘হাওয়া’-৮ম পাতায়
- মাত্রাছাড়া বায়ুদূষণে অস্বাস্থ্যকর ঢাকা-৮ম পাতায়
- এইট পাস, মেট্রিক ফেল দিয়ে দেশ চললে উন্নয়ন হয় না - বিএনপি নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -৯ম পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

রিপাবলিকান দলে ট্রাম্প-ডি’স্যান্তিস বিরোধ চরমে

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান সংকটের নেপথ্যে দুর্নীতি

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান সংকটের নেপথ্যে দুর্নীতি

ড. মইনুল ইসলাম : ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের অঙ্গীকার করেছিল। এরপর ২০১৯ সালে যুবলীগের প্রভাবশালী 'ক্যাসিনো গডফাদার' সম্রাট ও তার শাগরেদদের গ্রেফতারের মাধ্যমে এ 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওই গ্রেফতার অভিযানে ভাটার টান জোরদার হয়। বলতে গেলে এরপর থেকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম একেবারেই 'বাৎ কা বাতে' পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের স্মরণে আছে, ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত পরপর পাঁচ বছর বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতি গবেষণা সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের বিশ্ব র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা অর্জন করেছিল। ওই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথম বছর ক্ষমতাসীন ছিল আওয়ামী লীগ, পরের চার বছর ক্ষমতাসীন ছিল বিএনপি-

জামায়াত জোট। এরপর সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের শাসনামলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমন নীতি বাস্তবায়নের কারণে বাংলাদেশ ওই 'ন্যক্কারজনক চ্যাম্পিয়নশিপ' থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে 'নখদন্তহীন বাঘে' পরিণত করে ফেলা হয়। ফলে আবার দেশে দুর্নীতির তাণ্ডব পুরোদমে চালু হয়ে যায়। ২০১৪ সাল থেকে গত আট বছরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা অর্জন করে চলেছে। বিশ্ব র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ১৫টি দেশের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপে অবৈধভাবে ঢুকলেই ফেরত

মিজানুর রহমান : ইউরোপে অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ্য করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন ঢাকা সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার ইলভা জোহানসন। ঢাকা সফরের সমাপনী সংবাদ সম্মেলনে তিনি খোলাসা করে বলেন, বৈধ অভিবাসনকে উৎসাহিত করতে অবৈধ বা অনিয়মিত অভিবাসীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। যারা নতুন করে ইউরোপে অবৈধভাবে প্রবেশের চিন্তা করছেন তাদের তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার তাগিদও দেন তিনি। ২৭ রাষ্ট্রের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার বলেন, যারা অনিয়মিতভাবে ইউরোপে গেছেন বা যাওয়ার চিন্তা করছেন তাদের মনে রাখা উচিত যে, তাদের অবশ্যই নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। এটা এ জন্য যেন সেই বার্তা সবাইকে দেয়া যায় যে অবৈধভাবে ইউরোপীয় দেশগুলিতে যাওয়া এবং টিকে থাকা সম্ভব নয়। সাংবাদিকদের একটি টিমের সঙ্গে শুক্রবার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসায় বিশ্বনেতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন জো বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক : ঐতিহাসিক ২০১৬ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসায় বিশ্বনেতাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একইসঙ্গে তার প্রশাসন জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বিশ্বের সঙ্গে পুনর্মিলন হতে কাজ করছে। ১১ নভেম্বরশুক্রবার মিসরের শারম ইল-শেখ রিসোর্ট শহরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে রাখা বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন।

বাইডেন বলেন, আমরা খুব দ্রুতই প্যারিস চুক্তিতে যুক্ত হচ্ছি। আমরা বেশিরভাগ জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলন আয়োজন করেছি এবং পুনর্প্রতিষ্ঠা করেছি। প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যে ২০১৬ সালের প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বাইডেন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং প্যারিস চুক্তিতে আবার যোগদানের চেষ্টা শুরু করেন।

প্যারিস চুক্তি হচ্ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ার গতিতে রোধ করতে বিশ্বের কার্বন নিঃসরণ কমানোর পন্থা খোঁজার একটি জোট। বাইডেন স্বীকার করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিষয়টি এগিয়ে নিতে তার প্রশাসন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। বাইডেন বলেন, আমার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকে প্রশাসন জলবায়ু সংকটকে চিহ্নিত করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিরাপত্তাও বাড়ানো হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমরা যে ভালো জলবায়ু নীতি দিচ্ছি তা অর্থনৈতিক নীতির জন্যও ভালো। জলবায়ু নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ আমাদের ও পুরো বিশ্বের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে। সূত্র : আনাদুলু এজেন্সি।

শেষ হলো যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৪ সপ্তাহের যৌথ প্রশিক্ষণ

ঢাকা: ভারত-প্রশান্ত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও সক্ষমতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের নৌবাহিনীর মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি বছর দ্বিতীয়বারের মতো গত ১৭ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত মার্কিন নেভাল স্পেশাল ওয়ারফেয়ার (এনএসডব্লিউ) ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড সালভেজের (এসডব্লিউএডিএস) মধ্যে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এসডব্লিউএডিএস এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর এনএসডব্লিউ প্রশিক্ষকবৃন্দ চার সপ্তাহের কঠোর অনুশীলনে অংশ নেন। এতে অংশগ্রহণকারীরা টহল ও সঙ্কট মোকাবেলার কৌশলগুলোর সঙ্গে নিজেদেরকে পরিচিত করতে পেরেছে। এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের একটা অর্থও অপচয় করে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: আওয়ামী লীগ সরকার এ দেশের একটা অর্থও অপচয় করে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, প্রতিটি অর্থ ব্যয় করে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থে-কল্যাণে এবং তাদের ভালো-মন্দ দেখে। বিএনপির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রিজার্ভের টাকা কেউ চিবিয়ে খায়নি, গিলেও খায়নি আর নিয়েও যায়নি। তবে হ্যাঁ, বিএনপি বলবে। তারা নিজেরা চুরি করে অর্থ-সম্পদ বানিয়েছে। কারণ তাদের তো কিছুই ছিল না।

১২ নভেম্বর শনিবার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিরোধী দল থেকে প্রায়ই রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় এ নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশে একটা অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে। তাদের আমি বলতে চাই, বিএনপির যখন ক্ষমতায় ছিল তখন রিজার্ভ ছিল মাত্র ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত এটা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৫ বিলিয়নের মতো। সেই জায়গা থেকে আমরা এই রিজার্ভ প্রায় ৪৮ বিলিয়নের কাছাকাছি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হই।

শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে যোগাযোগ-যাতায়াত-আমদানি সবকিছু পায় বন্ধ ছিল।

যখন এই যোগাযোগটা খুলে গেছে, তখন আমাদের আমদানি করা, বিশেষ করে সারা বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস ও ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক যে মন্দা দেখা দিয়েছে, তার আঘাতটা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। সংবাদমাধ্যমসহ অনেকেই বলেছিল এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেশজুড়ে রিপাবলিকানদের 'লাল ঢেউ' বয়ে যাবে। তবে তেমনটি হয়নি।-প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

কোনো পূর্ব শর্ত ছাড়াই মস্কো শান্তি আলোচনার জন্য কিয়েভের সাথে বসতে প্রস্তুত। - রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ

দেশের উন্নয়নে রিজার্ভের টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এ টাকা বাইরে যায়নি। ঘরের টাকা ঘরেই আছে।- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিএনপির সময় বাংলাদেশকে বলা হতো 'ব্রিডিং গ্রাউন্ড অব টেরোরিজম'। সেখান থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে এখন বলা হচ্ছে 'নেক্সট এশিয়ান টাইগার'।-যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

জাপানের টয়োটার চেয়ে গাড়িপ্রতি আট গুণ বেশি মুনাফা আমেরিকার টেসলার

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বড় ধরনের মুনাফা পেয়েছে মার্কিন বিদ্যুচ্চালিত গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা। নিক্কেই এশিয়ার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে টয়োটা মোটরসের তুলনায় গাড়িপ্রতি আট গুণ বেশি মুনাফা করেছে টেসলা। যদিও গাড়ি বিক্রির সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে টয়োটা।

টেসলা জানিয়েছে, গত প্রান্তিকে নিট মুনাফা হয়েছে ৩২৯ কোটি ডলার। একই সময়ে টয়োটার মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৩১৫ কোটি ডলারে। টয়োটার এ অবস্থার জন্য বিশেষ কিছু কারণকে দায়ী করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানটি কাঁচামাল ও বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান দামের কারণে চাপে পড়েছে। ফলে টয়োটার পরিচালন মুনাফায় পতন দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাকসের জাপানি বিশ্লেষক কোটা ইউজাওয়া বলেন, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে টয়োটার যে মুনাফা কমেছে তা কোম্পানির প্রকৃত আয়ে তেমন প্রভাব ফেলবে না।

পরিচালন মুনাফার হিসাব করলে টয়োটার ছিল ৪০৮ কোটি ডলার, যেখানে টেসলার ছিল ৩৬৯ কোটি ডলার। টেসলা বিশ্বের শীর্ষ মুনাফায় থাকা প্রতিষ্ঠানের একটি। তবে জুলাই-সেপ্টেম্বরে সংস্থাটির নিট মুনাফা মার্সিডিজ বেঞ্জের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। যদিও তা বিএমডব্লিউ ও ফক্সওয়াগনের চেয়ে বেশি। তৃতীয় প্রান্তিকে টেসলার নিট মুনাফার মার্জিন ছিল ১৫ শতাংশ। তৃতীয় প্রান্তিকে টয়োটা গ্রুপ ২৬ লাখ ২০ হাজার ইউনিট গাড়ি বিক্রি করেছে, যা টেসলার তুলনায় ৭ দশমিক ৬ গুণ বেশি। এ সময়ে টেসলার বিক্রীত গাড়ির সংখ্যা ৩ লাখ ৪৪ হাজার ইউনিট। কিন্তু গাড়িপ্রতি নিট মুনাফার বিষয় যখন আসে তখন দেখা যায় টয়োটার ক্ষেত্রে তা মাত্র ১ হাজার ২০০ ডলার। যেখানে টেসলার গাড়িপ্রতি নিট মুনাফা ৯ হাজার ৫৭০ ডলার। টেসলা বিশ্বাস করে, প্রতিটি গাড়ি বিক্রির নিট মুনাফা হিসাব করে এ খাতে শীর্ষে থাকা যাবে। এক্ষেত্রে সংস্থাটি মার্সিডিজ বেঞ্জের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে।

২০২১ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে টেসলার গাড়িপ্রতি মুনাফার পরিমাণ দ্রুতগতিতে বেড়েছিল। সে সময় বিনিয়োগকারীদেরও আস্থা অর্জন করে সংস্থাটি। ফলে এখন ইভি নির্মাতার বাজার মূলধন টয়োটার চেয়ে তিন গুণ বেশি। দুটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে তা মূলত কৌশলের ভিন্নতার কারণে। টয়োটা ক্রেতাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির সম্ভার নিয়ে হাজির হয়। এর মধ্যে রয়েছে গ্যাসচালিত, হাইব্রিড. বিদ্যুচ্চালিত ও ফুয়েল সেলের গাড়ি। রয়েছে বিভিন্ন সাইজ ও দামের ভিন্নতাও। অন্যদিকে টেসলার একমাত্র মনোযোগ বিদ্যুচ্চালিত গাড়িতে। টেসলার বিক্রি হওয়া গাড়িগুলোর ৯০ শতাংশই মডেল ওয়াই ও মডেল থ্রি। উচ্চমূল্যের এ গাড়িও দুই বছরের ব্যবধানে বিক্রি দ্বিগুণ হয়েছে। সংস্থাটির সবচেয়ে কম দামি গাড়ি মডেল থ্রির দামও শুরু হয় ৪০ হাজার ডলার থেকে। টেসলার ব্র্যান্ড ইমেজও এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানটির কৌশল হলো, বাজার পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন প্রয়োজন পড়লে গ্রাহক পর্যায়ে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া। একই সঙ্গে গ্রাহকের জন্য স্বচালিত সফটওয়্যারের মতো সুবিধা গাড়িতে যুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এ বিষয়গুলো প্রতিদ্বন্দ্বী গাড়ি নির্মাতাগুলোর চেয়ে টেসলাকে স্বতন্ত্র করে তোলে।

চীনে তৈরি গাড়ি যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করবে টেসলা!

পরিচয় ডেস্ক:চীনে তৈরি গাড়ি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রফতানি করার বিষয়টি বিবেচনা করছে টেসলা। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে এটি হবে মার্কিন বিদ্যুচ্চালিত গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির বিপরীতমুখী একটি পদক্ষেপ। পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে রয়টার্স।

সাংহাইয়ের কারখানায় স্বল্প ব্যয়ের সুবিধা কাজে লাগাতে চাইছে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলোন মাস্কের গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি চীনে ধীর চাহিদার বিষয়টিও এ পরিকল্পনাকে প্ররোচিত করছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সূত্র দুটি রয়টার্সকে জানিয়েছে, টেসলা চীনভিত্তিক সরবরাহকারীদের তৈরি যন্ত্রাংশ উত্তর আমেরিকার স্থানীয় বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা খতিয়ে দেখছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরের মধ্যেই চীনে তৈরি মডেল ওয়াই ও মডেল থ্রি গাড়ি যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি কানাডাতেও গাড়িগুলো রফতানি করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।

বিষয়টি নিয়ে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে কোন সাড়া দেয়নি টেসলা। তবে সংবাদ প্রকাশের পর একটি টুইটার পোস্টে সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী ইলোন মাস্ক খবরটিকে কেবল মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও তিনি বিস্তারিত তথ্য দেননি।

ভোট গণনায় দেরির কারণে ঝুলে আছে সিনেট ও হাউসের ভাগ্য, ধৈর্য্য ধরতে বলছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় দুই রাজ্যে এখনও মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হয়নি। এই দুই রাজ্যের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ। এমন অবস্থায় নির্বাচনে কারচুপি এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ উঠেছে রিপাবলিকানদের তরফ থেকে। যদিও নির্বাচন কর্মকর্তারা সকল পক্ষকে ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি নির্বাচন নিয়ে এসব ষড়যন্ত্র তত্ত্বও উড়িয়ে দিচ্ছেন তারা। এ খবর দিয়েছে সিএনএন।

খবরে জানানো হয়েছে, সিনেট কিংবা হাউস কোথাও এখনও কোনো দল নিশ্চিত জয় পায়নি। রিপাবলিকান দল হাউসের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পথে অনেকখানি এগিয়ে আছে। এখন পর্যন্ত ২১১ আসনে জয় পেয়েছে রিপাবলিকান দল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিতের জন্য তাদের এখনও ৭ আসনে জয় প্রয়োজন। অপরদিকে ডেমোক্রেটদের জয় পাওয়া আসনসংখ্যা ১৯২।

সিনেটেও এক আসনে এগিয়ে আছে রিপাবলিকানরা। তবে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পেতে রিপাবলিকানদের ডেমোক্রেটদের থেকে দুই আসনে বেশি জয় পেতে হবে। অপরদিকে ডেমোক্রেটদের শুধু রিপাবলিকানদের সমান আসন পেলেই চলবে। কারণ ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসের 'কাস্টিং ভোট' এর কারণে একটি অতিরিক্ত আসন পাবে ডেমোক্রেটরা।

সর্বশেষ সিনেটে ৪৮ আসন পেয়েছে ডেমোক্রেটরা এবং ৪৯ আসন পেয়েছে রিপাবলিকানরা। অর্থাৎ, সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে বাকি তিন রাজ্যের দুটিতে জয় পেতে হবে উভয় দলকে। এরমধ্যে জর্জিয়ার ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো দলের প্রার্থীই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাননি। তাই সেখানে আগামী ৬ই ডিসেম্বর রানঅফ বা দ্বিতীয় দফা নির্বাচন হবে। বাকি থাকা দুই রাজ্য নেভাডা এবং অ্যারিজোনার ভোট গ্রহণ এখনও চলছে। এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে চলেছেন রাজনীতিবিদরা। রিপাবলিকান দলের নেতারা অভিযোগ তুলছেন, নির্বাচনে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের কারণেই এই দেরি হচ্ছে। যদিও নির্বাচন কর্মকর্তারা সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

সিএনএন বলছে, এখনও অ্যারিজোনার ৫ লাখ ৪০ হাজার ভোট এবং নেভাডার ৯৫ হাজার ভোট গণনা বাকি আছে। এর উপরে শুধু সিনেট নয়, হাউসের নিয়ন্ত্রণের হিসেবও নির্ভর করছে। এসব আসন ছাড়া রিপাবলিকানরা হাউসের নিয়ন্ত্রণ পাচ্ছে না। নির্বাচনের আগে তারা যে 'রেড ওয়েভ' বা বড় জয়ের আশা করছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা হাউসের নিয়ন্ত্রণ পেলেও এ জন্য তাদের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এপ্রুভাল রেটিং খুবই বিপজ্জনক পর্যায়ে নেমে গেছে। রিপাবলিকানরা আশা করেছিল, প্রেসিডেন্টের কারণে ডেমোক্রেটরা কম ভোট পাবে। কিন্তু সেরকমটা দেখা যায়নি। রিপাবলিকানরা এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত দুই দলের ব্যবধান খুব বেশি থাকবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অপরদিকে সিনেটে রিপাবলিকানরা এক আসনে এগিয়ে থাকলেও দুই দলেরই এখন আরও দুটি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিনেট দখলে লড়াই সমানে সমান

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিনেটের নিয়ন্ত্রণের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। সিএনএন জানিয়েছে, অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মার্ক কেলি। সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের দখলে এখন ৪৯টি আসন। ওই রাজ্যে প্রত্যাশিত জয়ে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার আরো কাছাকাছি চলে গেল জো বাইডেনের দল।

সিনেটে দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। রিপাবলিকানদের দখলে ৪৯টি আসন, ডেমোক্র্যাটদেরও ৪৯টি। ১০০ আসনের সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পেতে যেকোনো দলের ৫১ আসন লাগবে। অবশিষ্ট আসনের মধ্যে দুটিতে জয় পেলেই ক্ষমতাসীনরা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে। বিবিসি জানিয়েছে, জর্জিয়ায় সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পেতে কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় আগামী ৬ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে। নেভেদা ও জর্জিয়ার ফল বাকি রয়েছে। ওই দুই রাজ্যের ফল যার ঘরে ঢুকবে, তারা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পাবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সিনেটের নিয়ন্ত্রণে বাইডেনদের দখলেই যাচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ রিপাবলিকানদের হাতে রয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের মধ্যে ডেমোক্র্যাটরা জয় পেয়েছে ২০৩টি আসনে এবং রিপাবলিকানরা ২১১টিতে। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২১৮টি আসন। সূত্র: সিএনএন

বালিতে বৈঠকে বসবেন সি-বাইডেন, মূল অ্যাজেন্ডা 'তাইওয়ান'

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং আগামী সপ্তাহে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন। এ বৈঠকে মূল অ্যাজেন্ডা হিসেবে 'তাইওয়ান ইস্যু' থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। জো বাইডেন ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো চীনা প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন বলেও বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এমন এক সময়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যখন বিশ্বের দুই পরাশক্তি দেশের মধ্যে সম্পর্ক বেশ উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

আগামী ১৪ নভেম্বর সোমবার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি-২০ সম্মেলন *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাইডেনের ভাই-বোনসহ ২০০ মার্কিনির বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের প্রেক্ষিতে রুশ কর্মকর্তাদের ওপর দেয়া ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞার জবাবে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মস্কো। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যে ২০০ মার্কিন নাগরিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তারা রাশিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন না। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছে বাইডেনের দুই ভাই জেমস ব্রায়ান বাইডেন ও ফ্রান্সিস ইউলিয়াম বাইডেনের

নাম। এছাড়া বোন রাজনৈতিক কৌশলবিদ ভ্যালেরি বাইডেন ওয়েনসের নামও রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে হোয়াইট হাউজ প্রেস সচিব কারিন জ্যঁ পিয়েরেকেও। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কারিন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর মস্কোর বিরুদ্ধে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

রিপাবলিকান দলে ট্রাম্প-ডি'স্যান্তিস বিরোধ চরমে

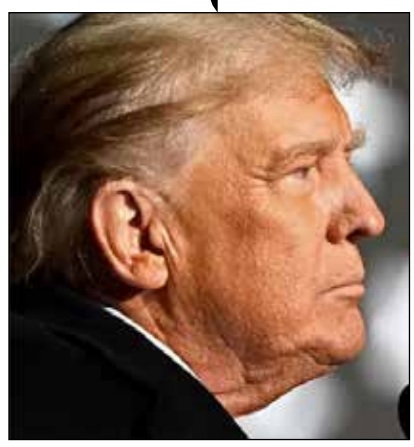

পরিচয় ডেস্ক : সদ্য সমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ও ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডি'স্যান্তিসের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেই বিরোধ এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। রিপাবলিকান ট্রাম্প তার এক সময়ের অনুগত ডি'স্যান্তিসকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন গত ৩রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে। কোনো রাখঢাক রাখেননি তিনি। সরাসরি আক্রমণ করেছেন ডি'স্যান্তিসকে। বলেছেন, ডি'স্যান্তিস যেন ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী না হন। যদি তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন, তবে তার এমন সব গোপন কথা আছে, যা ডি'স্যান্তিসের স্ত্রীও জানেন না। সেসব কথা ট্রাম্প ফাঁস করে দেবেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একে রাজনৈতিক হুমকি, ব্লাকমেইল করা বলেই অভিহিত করছেন। উপরন্তু রিপাবলিকান দলের উদীয়মান এই তারকা গভর্নরকে ট্রাম্প গড়পরতার একজন রাজনীতিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ডি'স্যান্তিসের বয়স এখন ৪৪ বছর। ৮ নভেম্বর মঙ্গলবার কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ফ্লোরিডার গভর্নর হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বর্তমান সময়ে রিপাবলিকান দলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা, উদীয়মান ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চাইছেন বলে চাউর হয়ে গেছে। এটাকে ট্রাম্প দেখছেন তার বিরুদ্ধে পরিষ্কার এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে। কারণ, তিনি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বলে আভাস দিয়েছেন। আগামী ১৫ই নভেম্বর তিনি বড় ঘোষণা দেবেন। সেখানে হয়ত আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে ঘোষণা দিতে পারেন। ফলে ডি'স্যান্তিসকে হুমকি হিসেবে দেখছেন ট্রাম্প। তাই তাকে সতর্ক করেছেন। সতর্ক তো নয়, রীতিমতো একে হুমকি বলা যায়।

এক বিবৃতিতে ডি'স্যান্তিসের রাজনৈতিক ওজন বা গুরুত্বকে ডিসমিস করে দিয়েছেন ট্রাম্প। বলেছেন, ২০১৭ সালে প্রথম যখন ডি'স্যান্তিস নির্বাচন করেন তখন তিনি ট্রাম্পের কাছে গিয়ে হাতেপায়ে পড়েছিলেন। ট্রাম্প বলেন, রন ডি'স্যান্তিরে এপ্রুভাল বা অনুমোদনের হার অনেক নিম্ন। তার নির্বাচনের রেকর্ড খারাপ। এমনকি তার কোনো অর্থ নেই। তাই তিনি আমাকে বলেছিলেন- যদি আমি তাকে অনুমোদন দিই, তবেই তিনি বিজয়ী হতে পারেন। আমি তার প্রচারণা ঠিক করে দিয়েছি। তাতেই তিনি বিশেষত্ব পেয়েছেন।

রন ডি'স্যান্তিসকে তিনি ব্যঙ্গ করে প্রচারণার মধ্যে অভিহিত করেছেন 'রন ডিস্যাংশিমোনিয়াস' নামে। কিন্তু ডি'স্যান্তিস ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে যেতে অস্বীকৃতির মাধ্যমে গেম খেলছেন। তাই ট্রাম্প তাকে সতর্ক করেন- যদি তিনি নির্বাচন করেন তাহলে শেষ হয়ে যাবেন। ওদিকে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তৃতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম। এ জন্য তিনি চাইছেন রিপাবলিকান দল থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীর দৌড়ে টিকে থাকতে। কিন্তু তাতে হতাশা সৃষ্টি করেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। রিপাবলিকানরা ধারণা করেছিল প্রতিনিধি পরিষদে তারা ব্যাপক বা ভূমিধস সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হবে। কিন্তু তা ঘটেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে প্রায় সমানে সমান। ফলে নির্বাচনের প্রায় চারদিন কেটে গেলেও উচ্চকক্ষ সিনেটে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এটা এখনও নিশ্চিত নয়। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার আগামী নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দেবেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী সপ্তাহে তিনি এ সংক্রান্ত ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। তার দীর্ঘ দিনের উপদেষ্টা জেসন মিলার ১১ নভেম্বর শুক্রবার এ কথা বলেন।

আগামী ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার এ বিষয়ে বড়ো ধরনের ঘোষণা আসছে বলেও তিনি জানান। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণাকালে ট্রাম্প আবারো প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেয়ার আভাস দিয়েছিলেন।

ট্রাম্পের সাবেক সহকারী স্টিভ ব্যাননকে মিলার তার জনপ্রিয় পডকাস্ট 'ওয়ার রুম' এ বলেন, ট্রাম্প মঙ্গলবার ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন যে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। তিনি বলেন, এটি পেশাদার ও বড়ো ধরনের ঘোষণা।

মিলার বলেন, ট্রাম্প তাকে বলেছেন এ বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিত আমি লড়ছি। যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের বয়স দাঁড়াবে ৭৮ বছর। পরে নির্বাচনে নামলে এটি হবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যে তার তৃতীয় লড়াই। তিনি ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে হেরে যান।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের পক্ষে বেশ জোয়ার তৈরি হবে বলে সংবাদ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মহল ধারণা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। সূত্র : বাসস

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিমদের ব্যাপক সাফল্য

পরিচয় ডেস্ক:মেহমেত চেঙ্গিস ওজ হতে পারতেন মার্কিন সিনেটে প্রথম মুসলিম। রিপাবলিকান পার্টি তাকে মনোনয়ন দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বড় দল এই প্রথম কোনো মুসলিমকে সিনেটে নির্বাচনের টিকিট দিয়েছিল। কিন্তু পেনসিলভানিয়ার নির্বাচনে তিনি ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জন ফেটারম্যানের কাছে হেরে গেছেন। তুর্কি বংশোদ্ভূত সাবেক এই চিকিৎসক হেরে গেলেও সার্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিমরা বেশ ভালো করেছে। এবারের নির্বাচনে ১৪৫ জন মুসলিম আমেরিকান স্থানীয়, রাজ্য ও ফেডারেল পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের কেউ জয়ী হয়েছেন এবং কেউওপ্রথম্ব তগমা নিয়ে বিজয়ের হাসি হেসেছেন।

ফেডারেল পর্যায়ে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভে তিন মুসলিম আমেরিকানই আবার নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন আন্দ্রে কারসন, ইলহান ওমর ও রাশিদা তালিব।

মার্কিন কংগ্রেসে প্রথম মুসরিম হিসেবে নির্বাচিত কেইথ ইলিসন মিনেসোটার অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে তার বর্তমান আসনটি ধরে রেখেছেন।

রাজ্য পর্যায়ে ২৯ জন মুসলিম প্রার্থীর অনেকেই প্রথম মুসলিম হিসেবে রাজ্যের আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। অনেকে তাদের আসন ধরে রেখেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ডেলওয়ার রাজ্যের রিপ্রেজেনটেটিভ মাদিনাহ উইলসন-অ্যান্টন, কলোরাডো রাজ্যে রিপ্রেজেনটেটিভ ইমান যদেহ, কলোরাডো রাজ্য সিনেটর সৌদ আনোয়ার।

জর্জিয়ায় এত দিন সিনেটর শেখ রহমান ছিলেন একমাত্র স্টেট সিনেটর। এবার এখান থেকে তার সাথে যোগ দিয়েছেন আরো দুই নারী।

নাবিলা ইসলাম ডিস্ট্রিক্ট ৭ থেকে স্টেট সিনেটর এবং রুয়া রোম্মান ডিস্ট্রিক্ট ৯৭ থেকে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ নির্বাচিত হয়েছেন। রোম্মান ফিলিস্তিনি, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন জর্ডানে। তিনি জর্জিয়ার কোনো সরকারি পদে প্রথম ফিলিস্তিনি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতীয়-আমেরিকান মুসলিম নাবিলা সৈয়দ ইলিনয়েস থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বর্তমান রিপাবলিকান প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি হচ্ছেন ইলিনয়সের জেনারেল অ্যাসেম্বিলিতে সবচেয়ে কম বয়সের সদস্য। তিনি এবং ফিলিস্তিনি-আমেরিকান আবদেল নাসের রাশিদ হবেন ইলিনয়স স্টেট লেজিসলেচারে প্রথম মুসলিম।

টেক্সাসের রাজ্য আইনসভায় প্রথম মুসলিম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সুলেমান লালানি এবং সালমান ভোজানি। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

জর্জিয়ায় ট্রাম্পঘনিষ্ঠ রিপাবলিকান এমপিকে হারালেন ফিলিস্তিনি তরুণী

আটলান্টা: সদ্যসমাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইতিহাস গড়লেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ফিলিস্তিনি তরুণী রুয়া রোমান (২৯)। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ৯৭ নম্বর জেলা থেকে ২০২০ সালের নির্বচনে বিজয়ী রিপাবলিকান নেতা জন চেংকে তিনি বিপুল ভোটে হারিয়ে জর্জিয়া জেনারেল অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে ইসলাম-বিদ্বেষী ও কট্টরপন্থী ওই রিপাবলিকান হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্যকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছেন। ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এ তরুণী মোট ৫৮ শতাংশ ভোট পেয়ে রিপাবলিকান এমপি জন চেংকে পরাজিত করে নজির সৃষ্টি করেছেন। রুয়া রোমান জর্জিয়া থেকে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী এবং ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এমপি। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইতিহাস গড়লেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ফিলিস্তিনি তরুণী রুয়া রোমান (২৯)।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ৯৭ নম্বর জেলা থেকে ২০২০ সালের নির্বচনে বিজয়ী রিপাবলিকান নেতা জন চেংকে তিনি বিপুল ভোটে হারিয়ে জর্জিয়া জেনারেল অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। খবর আরব নিউজের।

নির্বাচনে ইসলাম-বিদ্বেষী ও কট্টরপন্থী ওই রিপাবলিকান হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্যকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছেন।

ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এ তরুণী মোট ৫৮ শতাংশ ভোট পেয়ে রিপাবলিকান এমপি জন চেংকে পরাজিত করে নজির সৃষ্টি করেছেন। রুয়া রোমান জর্জিয়া থেকে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী এবং ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এমপি। খবর আরব নিউজের।

২০২৪ এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা বাইডেনের

পরিচয় ডেস্ক : জো বাইডেন বলেছেন, এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেশজুড়ে রিপাবলিকানদের 'ঢেউ' বয়ে যাবে বলে অনেকে বলেছিলেন। বাস্তবে তেমনটা হয়নি। তবে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল করতে পারেনি। এই নির্বাচনের ফল যা-ই হোক, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা আছে আমার।

তিনি বলেন, আগামী বছরের শুরুর দিকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া নিয়ে এখনই কোনো তাড়া নেই। বুধবার (৯ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এসব কথা বলেন। খবর এএফপির।

এদিকে, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে আগামী সপ্তাহে ঘোষণা দিতে পারেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের প্রতিপক্ষ ছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি এই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলেন। নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান।

২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হন। আগামী ২০ নভেম্বর বাইডেনের বয়স হবে ৮০ বছর।

হাইকোর্টের 'শ্যুট ডাউন' এবং বাংলাদেশের অর্থ পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য

ঢাকা : বাংলাদেশের বেসিক ব্যাংকে লুটপাট ও অর্থ পাচারকারীদের এক মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট বলেছেন, যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে তাদের 'শ্যুট ডাউন্ব করা উচিত। আদালত দুদকের ব্যাপারেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আইনজীবী এবং অর্থনীতিবিদেরা বলছেন,চউচ্চ আদালতের এই কথায় অসহায়ত্ব এবং হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। দেশের টাকা লুটপাট হচ্ছে। পাচার হচ্ছে। কিন্তু আইনের ফাঁক এবং রাজনৈতিক কারণে তাদের ধরা যাচেছ না। দেশের অর্থনৈতিক এই খারাপ অবস্থার মধ্যেও এই পরিস্থিতি চলছে, যা দুঃখজনক।"

আদালত যা বলে: বেসিক ব্যাংকের চার হাজার কোটি টাকা পাচার ও লুট সংক্রান্ত একটি মামলার আসামি ও শান্তিনগর শাখার তৎকালীন ম্যানেজার মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ মঙ্গলবার ওই মন্তব্য করেন।

আদালত বলে, "অর্থপাচারকারীরা জাতির শত্রু। কেন এসব মামলার ট্রায়াল হবে না? "দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উদ্দেশ্যে আদালত বলেন,চকেন চার্জশিট দিচ্ছেন না? যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে তাদের 'শ্যুট ডাউন্ব করা উচিত।

আদালত মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর বিরুদ্ধে করা তিন মামলায় তাকে জামিন দেননি। তার বিরুদ্ধে সব মামলার তদন্ত কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেন আদালত।

বেসিক ব্যাংকের চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় মোট ৫৬টি মামলা হয়েছে। মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর বিরুদ্ধে মোট ১৯টি মামলা আছে। এরমধ্যে ১৫টি মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন। পাঁচ বছরেও মামলাগুলোর তদন্ত শেষ না হওয়ায় আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি জানাতে দুদককে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বেসিক ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় ২০১৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পল্টন থানার করা মামলার মোট আসামি ছয়জন।

ব্যাংকিং খাতে লুটপাট: সরকারি অর্থের অনিয়মের অর্ধেকই হচ্ছে ব্যাংকিং খাত ঘিরে। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সিএজি) ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত অডিট রিপোর্টে ৫৯ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়।

এর মধ্যে ৩১ হাজার কোটি টাকাই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের। অর্থাৎ আর্থিক অনিয়মের ৫২. ১৮ শতাংশ হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে। পাশাপাশি গত নয় বছরে ব্যাংকিং খাতে অনিয়মের পরিমাণ বেড়েছে ১৬ গুণ।

এর আগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট ২৪ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে ব্যাংকিং খাতের অনিয়মের পরিমাণ ১০ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা।

বেসিক ব্যাংক ছাড়াও ২০১১ সালে হলমার্কসহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা (হোটেল শেরাটন) শাখা থেকে ঋণের নামে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। ২০১৮ সালে জনতা ব্যাংক থেকে ঋণের নামে এননটেক্স গ্রুপ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। আর সর্বশেষ পিকে হালদার চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

ব্যাংকের টাকা মূলত ঋণের নামেই লুটপাট হয়। খেলাপি ঋণের সর্বশেষ যে পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া গেছে তাতে তা সোয়া লাখ কোটি টাকা ছড়িয়ে গেছে। গত ডিসেম্বরে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ছিলো এক লাখ তিন হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ হিসেবে জুন মাসে তার পরিমাণ হয়েছে এক লাখ ২৫ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা।

২০২২ সালের জুন মাস শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখ ৯৮ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা। মোট বিতরণ করা ঋণের ৮. ৯৬ শতাংশ খেলাপি। যা এ যাবতকালের সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ।

তারপরও বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাই মাসে ঋণ খেলাপিদের জন্য বড় ধরনের ছাড় দেয়। ঋণের শতকরা আড়াই থেকে চার শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে খেলাপি ঋণ নিয়মিত করার সুযোগ দেয়া হয়। এর আগে এটা ছিলো শতকরা ১০ শতাংশ।

অর্থ পাচার: বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) জানিয়েছে গত অর্থ বছরে(২০২১-২২) শতকরা ২০ থেকে ২০০ ভাগ অতিরিক্ত আমদানি মূল্য দেখিয়ে অর্থ পাচারের ঘটনা তারা শনাক্ত করেছেন। এই ধরনের সন্দেহজনক *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলে কিছু কাজ পাওয়া, বাকিটা 'হাওয়া'

ঢাকা: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় চলতি বাজেটে এক হাজার ৫০১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য। জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে এই ফান্ড গঠন করা হয়।

কিন্তু এই ফান্ডের টাকা কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়? কতটা প্রকৃত কাজে লাগে?

গত ১৪ অক্টোবর জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টাকা ঢালাওভাবে খরচ না করার সুপারিশ করে অনুমিত হিসাব সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি। পাশাপাশি এলাকার গুরুত্বভেদে আনুপাতিক হারে প্রকল্প নেয়ার সুপারিশও করে কমিটি।

বৈঠকে জীববৈচিত্র রক্ষা, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হয়।

এর আগে ২০১৮ সালেও প্রশ্ন তোলে সংসদীয় কমিটি। তারা জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প তেমন কোনো কাজে আসছে না বলে অভিযোগ করে।

এদিকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের টাকায় পর্যটন কেন্দ্র, পার্ক, এমনকি পুকুরের পাশে বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণেরও 'অভিযোগ' আছে। আছে ইকোপার্কের নামে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পার্ক নির্মাণেরও অভিযোগ।আবার উপকুলীয় সবুজ বেষ্টনি প্রকল্পে যে গাছ লাগানো হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

প্রকল্প কী কাজে আসে : সাতক্ষীরার জলবায়ু পরিষদের আহ্বায়ক আশিক-ই-ইলাহী বলেন, "শ্যামনগর উপজেলার কাশিমারি ইউনিয়নের ঘোলা এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা। লবণপানি সেখানে। সেখানকার একটি পুকুর, যেখানে সবাই গোসল করেন, থালাবাসন পরিষ্কার করেন, সেই পুকুরকে জলবায়ু ট্রাস্টের ফান্ডের টাকায় ঘিরে দিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা কি হয়? আবার ওই এলাকায় বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকজন নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ করেন। সেটা দেখিয়ে আবার একটি প্রজেক্ট পাস করা হয়েছে। এভাবে অপ্রয়োজনীয় প্রজেক্টের মাধ্যমে টাকার নয়ছয় করা হচ্ছে। আমরা একটি জরিপ করে এরকম আরো অনেক ঘটনা পেয়েছি।"

তিনি অভিযোগ করেন, "ট্রাস্ট ফান্ডের প্রজেক্টের টাকার ৫০ ভাগ আগেই ঢাকায় খরচ হয়ে যায়। বাকি অর্ধেক যা আসে তা দিয়েও তেমন উপকারী কাজ হয় না, কারণ, মানুষের কী প্রয়োজন তা বিবেচনা করা হয় না।"

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ এবং এর গুণগত মান নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, জলবায়ু তহবিল বরাদ্দে গুণগত মানের বদলে রাজনৈতিক প্রভাব বেশি কাজ করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, "স্থানীয় জলবায়ু বিপন্নতা ও বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতার কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা আরো বেশি ঝুঁকিতে পড়ছে।"

গবেষণার শিরোনাম ছিল 'জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন'। তাতে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের ১০৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এর মধ্যে মহানগরে তিনটি, পৌরসভায় ৯১টি ও জেলা পরিষদে ১৪টি প্রকল্পে বাজেট প্রায় ৩৫৪ কোটি টাকা। বিপন্নতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তহবিল বরাদ্দ হচ্ছে না। রাজনৈতিক প্রভাব বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে। যেখানে ঝুঁকি বেশি, সেখানে বরাদ্দ কম, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কারণে 'পছন্দমতো প্রকল্প নিয়ে বরাদ্দ বেশি করায় ক্ষতিগ্রস্তরা বঞ্চিত হচ্ছে। এতে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এসব প্রকল্পে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। জনগণের সম্মতি ছাড়া নিজেদের মতো করে প্রকল্প নিলে তার সুফল পাওয়া যাবে না।

গবেষণা জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্পর্কে জানেন না; প্রকল্প এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি এবং তথ্যবোর্ডে অপর্যাপ্ত তথ্য।

৫০ ভাগ অর্থই পকেটে যায় : পরিবেশ বিজ্ঞানী ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আতিক রহমান বলেন, "এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তারপরও বরাদ্দ অর্থের অর্ধেকের বেশি কাজ হয় না। এর ২০ ভাগ হয় অপচয়, ২০ ভাগ যায় যারা প্রকল্প পাস করেন তাদের পকেটে, ১০-১৫ ভাগ চলে যায় ঠিকাদারসহ অন্যান্যদের পকেটে।"

তিনি বলেন, "আরো সমস্যা আছে। প্রকল্প গ্রহণে অভিজ্ঞ লোকের অভাব। প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা না করা। আর প্রকল্প অনুমোদনকারীদের প্রভাবের কারণে সঠিক প্রকল্প নেয়া যায় না। এরকম অনেক প্রয়োজনীয় প্রকল্প এখন কাজে আসছে না। তারপরও আগের চেয়ে কাজ ভালো হচ্ছে। বাংলাদেশে অন্তত ছয়জন বিজ্ঞানী আছেন যারা বিষয়টি বোঝেন।"

কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এবার যারা কপ সম্মেলনে মিশর গেছেন, তাদের পর্যাপ্ত দক্ষতা নেই বলেও মনে করেন ড. আতিক রহমান।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণে এক হাজার ৫০১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে এই খাতে বাজেটের পরিমাণ ছিল এক হাজার ২২৪ কোটি টাকা। ২০১০ সালের পর থেকে এই খাতে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ কম-বেশি এরকমই।

এর বাইরে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি থেকে ৪৩টি প্রকল্পে ১৬ কোটি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মাত্রাছাড়া বায়ুদূষণে অস্বাস্থ্যকর ঢাকা

ঢাকা : বায়ূদূষণে এখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। সর্বশেষ এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। দূষণে শীর্ষে ভারতের রাজধানী দিল্লি এবং তৃতীয় স্থানে আছে চীনের রাজধানী বেইজিং।

রোববার (০৬.১১.২২) সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স-এ(একিউআই) ১৮৬টি দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার এই অবস্থান দেখা যায়।সকাল ৮টা ২৬ মিনিটে বাতাসের মান পরীক্ষা করে এই ইনডেক্স প্রকাশ করা হয়।

ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স অর্থাৎ একিউআই স্কোর হলো ১৮৬। স্কোর ১০১ থেকে ২০০ হলে 'অস্বাস্থ্যকর ধরা হয়। ভারতের দিল্লি ও চীনের বেইজিং-এর একিউআই যথাক্রমে ২২৬ ও ১৭০। বাংলাদেশসহ দিল্লি ও বেইজিং অস্বাস্থ্যকর শহরের শীর্ষে রয়েছে। এই তিন দেশের যা স্কোর তা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোর 'খারাপ এবং ৩০১ থেকে ৪০০ এর স্কোর 'ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে।

ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে বায়ূদূষণে ভুগছে। এর বাতাসের গুণ মান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নতি হয়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ জার্নালে 'পলিউশন অ্যান্ড হেলথ: আ প্রোগ্রেস আপডেট্ব শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় বিভিন্ন প্রকার দূষণজনিত কারণে বাংলাদেশে ২০১৯ সালে দুই লাখ ১৫ হাজার ৮২৪ জনের মৃত্যু হয়। এরমধ্যে শুধু বায়ু দূষণের কারণেই সর্বাধিক এক লাখ ৭৩ হাজার ৫১৫ জনের মৃত্যু হয়। বছর প্রধানত নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে আনুমানিক ৭০ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকার বায়ূ দূষণের তিনটি প্রধান উৎস হল- ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলো।

ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণ হচ্ছে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও নির্মাণ কাজের মাধ্যমে। গবেষণা বলছে, বায়ূ দূষণের জন্য নির্মাণখাত ৩০ শতাংশ দায়ী।

এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বায়ূ দূষণ হচ্ছে ইটভাটা ও শিল্পকারখানার মাধ্যমে। যার হার ২৯ শতাংশ। বায়ূ দূষণের তৃতীয় সর্বোচ্চ কারণ হলো যানবাহনের কালো ধোঁয়া, যার শতকরা হার ১৫ শতাংশ।

ঢাকার স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০২১ সালে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ১০টি স্থানের বায়ুমান নিয়ে গবেষণা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদ বলেন,চ ঢাকায় উন্নয়নমূলক কাজই বায়ুদূষণের প্রধান কারণ। আমরা বায়ু মান পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি বাতাসে ডাস্ট পার্টিক্যাল সবচেয়ে বেশি। এটা শীতকালে বেশি হয়। বর্ষাকালে কমে কারণ তখন বৃষ্টি হয়।"

তিনি জানান,চ ঢাকা শহরে নতুন নতুন বাড়িঘর নির্মাণ ছাড়াও সড়ক এবং অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে উন্মুক্ত অবস্থায়। যা ধুলিকণা ব্যাপকভাবে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। আর গাছপালা কম। আমাদের এইসব স্থাপনার কাজ উন্নত বিশ্বের মতো ঢেকে করতে হবে। আর প্রচুর গাছপালা লাগালে ধুলিকণা উড়তে পাববেনা।"

চিকিৎসকরা বলছেন, বায়ুদূষণের কারণে সর্দি, কাশি, জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস হয়। এগুলো স্বল্পস্থায়ী রোগ। যাদের অ্যাজমা আছে, তাদের সমস্যা বাড়ে। বায়ুদূষণের কারণে ফুসফুসে ক্যানসার, হৃদরোগ, লিভার ও কিডনিতে জটিলতা বাড়তে পারে।

অন্তঃসত্ত্বা বায়ুদূষণের শিকার হলে গর্ভের সন্তানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এর ফলে বাচ্চা আকারে ছোট হতে পারে, ওজন কম হতে পারে, মানসিক ও স্নায়ুগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অটিস্টিক বাচ্চা জন্ম হওয়ার একটি কারণ বায়ুদূষণ। আর শিশুদের ওপর বায়ুদূষণের প্রভাব সচয়েচেয়ে বেশি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান বলেন,চ বায়ুদূষণ আমাদের শরীর এবং লাইফ স্টাইলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অন্তঃসত্ত্বা ও শিশুদের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। মায়ের গর্ভের সন্তান ক্ষতির শিকার হতে পারে।"

তার কথা,চ ঢাকার বাতাসে হেভি মেটালও আছে। আর আছে নানা ধরনের বস্তু কণা, ফাইবার ও ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান। এর কারণে ক্যানসার ছাড়াও লিভার ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি মস্তিস্কেরও ক্ষতি হয়।"

এইট পাস, মেট্রিক ফেল দিয়ে দেশ চললে উন্নয়ন হয় না -বিএনপি নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: বিএনপি নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এইট পাস দিয়ে, মেট্রিক ফেল দিয়ে দেশ চললে উন্নয়ন হয় না। তিনি বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসার আগে সরকারে ছিল বিএনপি। ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ ছিল বিএনপির সময়। আমরা ৪৮ বিলিয়ন পর্যন্ত নিয়েছিলাম। কভিড টিকা কিনেছি, বিনিয়োগ করেছি, বিমান কিনেছি, পায়রা বন্দর নিজস্ব অর্থায়নে করেছি। এভাবে রিজার্ভ থেকে খরচ হয়েছে। ঘরের টাকা ঘরে থাকছে। দেশের জনগণের উন্নয়নে এই টাকা ব্যবহার করছি। আমাদের এই অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারবে না।'

১১ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগের মহাসমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাদের নেতাই বিভিন্ন মামলার আসামি, তাদের মুখে আওয়ামী লীগের সমালোচনা শোভা পায় না। আমাদের অনেক সমালোচনা করছে অনেকে। তারা নাকি উন্নয়ন চোখে দেখে না। এই যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এগুলো কে করেছে?

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, বিএনপির অনেক নেতা মানিলন্ডারিং, লুটপাট, দুর্নীতির কথা বলে। তারেক জিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। মানিলন্ডারিং মামলায় সে সাত বছরের সাজাপ্রাপ্ত। অস্ত্র মামলার আসামি। তাদের মুখে এই সমালোচনা মানায় না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশ গড়ার কাজে হাত দেন, তখন এক টাকাও রিজার্ভ ছিল না। কিন্তু তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান। ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশকে আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাই। বাংলাদেশকে এখন কেউ অবহেলার চোখে দেখে না।

রিজার্ভ নিয়ে বিএনপি নেতাদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে রিজার্ভের টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এ টাকা বাইরে যায়নি। ঘরের টাকা ঘরেই আছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা ক্ষমতায় আসার আগে সরকারে ছিল বিএনপি। ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ ছিল বিএনপির সময়। আমরা ৪৮ বিলিয়ন পর্যন্ত নিয়েছিলাম। রিজার্ভ থেকে অর্থ নিয়ে কোভিড টিকা কিনেছি, বিনিয়োগ করেছি, বিমান কিনেছি, পায়রা বন্দর নিজস্ব অর্থায়নে করেছি। এভাবে রিজার্ভ থেকে খরচ হয়েছে। ঘরের টাকা ঘরে থাকছে। দেশের জনগণের উন্নয়নে এই টাকা ব্যবহার করছি। আমাদের এই অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারবে না।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, বিএনপি কখনো কল্পনাও করতে পারেনি বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হবে। আজকে অনলাইনে কেনাকাটা হচ্ছে, ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে। আমরা ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিয়েছি। পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংক যখন দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল আমরা চ্যালেঞ্জ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

৬০ হাজার নেতাকর্মী নিয়ে যুবলীগের সমাবেশে বহিষ্কৃত সম্রাট!

ঢাকা: যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে যোগ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট। ১১ নভেম্বর শুক্রবার তিনি সকালে সমাবেশস্থলে আসেন। পরে জুমার নামাজের পর সমাবেশে প্রবেশ করেন।

১১ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে গোয়েন্দা পুলিশের এক কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'সম্রাট জুমার নামাজের পর প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে আসার আগেই মন্দির গেট দিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি যুবলীগ দক্ষিণের নেতাকর্মীদের সঙ্গে অবস্থান করেন।'

দক্ষিণ যুবলীগের এক নেতা বলেন, 'সম্রাট সকাল ৯টার দিকে মন্দির গেট দিয়ে প্রবেশ করেন। এ ছাড়া সমাবেশে প্রবেশ করার যে কয়টি গেট রাখা হয়েছে, তার মধ্যে শুধু মন্দির গেটে সম্রাটের ছবি সংবলিত ব্যানার ফেস্টুন লাগানো হয়েছে।'

মন্দির গেটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা সম্রাট *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মানহানির দুই মামলায় খালেদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ বাড়ালো

ঢাকা: মানহানির দুই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ বাড়িয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারিক আদালতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নড়াইল ও ঢাকার এই দুই মামলায় তিনি জামিনে থাকবেন। আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি আমিনুল ইসলামের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে নড়াইলে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে এ মামলাটি করেন। একই অভিযোগে ২০১৬ সালের ৫ জানুয়ারি ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে আরও একটি মামলা করেন এ বি সিদ্দিকী নামে এক ব্যক্তি। দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম খালেদা জিয়া সরকারের নির্বাহী আদেশে আড়াই বছর ধরে সাময়িক মুক্ত অবস্থায় রয়েছেন। সূত্র : সাম্প্রতিক দেশকাল

বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণই সরকার গঠন করবে, প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন ডিসি: অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণই তাদের সরকার নির্বাচন করবে বলে আশা করে যুক্তরাষ্ট্র। গত সোমবার ৬ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র নিড প্রাইস এ কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সাংবাদিক বলেন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন ভোটাধিকারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাবেশে কয়েক মিলিয়ন লোকসমাগম হয়েছে।

সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামে বিএনপি বাড়াবাড়ি করলে বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াকে আবারও কারাগারে পাঠাবেন বলে সতর্ক করেছেন। ৭৭ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার বাড়িতে আছেন। সেখানে যোগাযোগের সুযোগ সীমিত।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখতেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন ওই সাংবাদিক।

তিনি প্রশ্ন করেন, যুক্তরাষ্ট্র কি অনতিবিলম্বে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানাবে? এ বিষয়ে মুখপাত্রের বক্তব্য কী?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র সরাসরি খালেদা জিয়া প্রসঙ্গে কিছু বলেননি।

তিনি বলেন, 'আপনারা জানেন, আমরা বিশ্বজুড়ে আমাদের সম্পর্কের এবং পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে স্থান দিয়েছি। বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে সরকারগুলোর সঙ্গে আমরা নিয়মিতভাবেই এসব ইস্যু তুলে ধরি। আমি যেমন এই কক্ষ থেকে (ব্রিফিং রুম) অনেকবার বলেছি। আমরা প্রকাশ্যে এবং আড়ালে আমাদের সম্পৃক্ততার সময় এ বিষয়গুলো তুলে ধরি।'

মার্কিন মুখপাত্র বলেন, 'এগুলোর অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশজুড়ে সব বাংলাদেশির জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা, আইনের শাসন সমুন্নত রাখা এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষার আহ্বান জানাই।'

মুখপাত্র নিড প্রাইস বলেন, 'বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে আমরা নাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আশা করি। আমরা চাই, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণই যেন তাদের সরকার বাছাইয়ের সুযোগ পান।এটিই আমাদের আশা এবং আমরা অব্যাহতভাবে একে সমর্থন করব।'

তিনি আরো বলেন, 'শান্তিপূর্ণ সমবেত হওয়া ও উদ্বেগ জানানো এবং কোনো ধরনের দমন-পীড়ন ও বাধা ছাড়াই বিরোধী দলগুলোর প্রচারণার চালানোর নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানাই।' সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব

পরীর সংসারে মিম-আগুন

ঢাকা : শরীফুল রাজের সাথে ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর ১০১ টাকা দেনমোহরে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন পরীমণি। এ বছর ১০ আগস্ট ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার জীবন উপভোগ করছিলেন তিনি। কিন্তু এ বিয়ের সুখ বেশিদিন টিকবে কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা।

গত বুধবার (৯ নভেম্বর) দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে পরীমণি তার ফেসবুক পেজে একটি লেখা পোস্ট করেন। তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পরিচালক রায়হান রাফি, বিদ্যা সিনহা মিম, আর নিজের স্বামী শরিফুল রাজের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরীমণি।

ওই পোস্টে পরীমণি রায়হান রাফিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'সিনেমার সাথে সাথে দালালিটাও ভালো করেন দেখি।' এদিকে গত (বৃহস্পতিবার ১০ নভেম্বর) ছিল বিদ্যা সিনহা মিমের জন্মদিন। জন্মদিনে শুভেচ্ছা না জানিয়ে বিদ্যা সিনহাকে উদ্দেশ্য করে পরীমণি লিখেন, নিজের জামাইকে নিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। আর শরীফুল রাজকে নিয়ে লিখেছেন, 'এটা এত দূর গড়াতে দেয়া উচিত হয়নি তোমার।' পরীমণির এমন স্ট্যাটাসের পরপরই স্বামীর সাথে ফেসবুকে রোমান্টিক একটি ছবি পোস্ট করেন মিম।

নিজের জন্মদিন ঘিরে সেই পোস্টটির ক্যাপশনে মিম লেখেন, '১০ নভেম্বর আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন। আমার জন্মদিনের পাশাপাশি এই দিনেই আমি আমার জীবনের ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত হই।' সেই সাথে একটি প্রবাদ দিয়ে স্ট্যাটাসটি শেষ করেছেন মিম। যার ভাবার্থ দাঁড়ায়, 'তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা অসীম।' পরীমণির এমন স্ট্যাটাস নিয়ে যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নানা গুঞ্জন ও গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়, এরপরই এই নায়িকার নাম উল্লেখ না করে এক দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়ে বিষয়টিকে 'মনগড়া মিথ্যা বানোয়াট' বলেছেন মিম।

এরপর বিকেলে স্বামীর সাথে অবকাশ যাপনের আরেকটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন মিম। যেখানে হিসেবে জানিয়েছেন, চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু। শুক্রবার (১১ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার পর মিম ও রাজের ইস্যুতে আবারও নিজের ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন পরীমণি। রাতে দেয়া পরীমণির হুবহু ফেসবুক স্ট্যাটাস:

'আসেন তাহলে কিছু বিষয় ক্লিয়ার করি। এই যে মিম বললা আমি জেলাসি করলাম তোমার সাথে! এটা দশ জন আননোন লোকে বলতেই পারে কিন্তু তুমি কি করে এটা বলো? যেখানে পরাণ রিলিজের পর সব খানে আমি বলে আসছি রাজের সাথে তুমি জুটি হয়ে কাজ করো।

তোমাদের জুটি দেখতে ভালো লাগে। এটা তোমরাও চাও। তোমার মা ও সেদিন আমাদের লিভিং রুমে আমার সাথে এই নিয়ে কতো কথা বললাম। এই তো সেদিন ইনফিনিটি সিজন ২ এর জন্যে তোমাকে নক দিলাম আমি। কি করে ভুলে গেলি রে ভাই। ৫ দিন আগেও আবু রায়হান জুয়েল ভাই কে বললাম রাজ আর মিম কে জুটি করে নেক্সট কাজটা করে ফেলেন ভাই। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই মিম, রাজের সাথে তোর এই অতি মাখামাখিটা আমার সংসার, আমার বাচ্চা,আমার লাইফ সব কিছুতে ঝামেলা করে দিচ্ছে। এই যে দামালের তিন মাসের হল রাইটস নিলা রাজ তুমি, তোমরা সবাই এই হলো কাল এখন আমার জীবনের।

এখন তোমাদের ব্যবসায়িক ছুতোয় আলাপ চলে রাত দিন। বিশ্বাস করো তোমাদের এই মাঝ রাত্তিরের ফোন আলাপ আমার সত্যিই প্রবলেম করে। আমি একা সারারাত বাচ্চাটাকে সামলাই। এসব বন্ধ করো। আর এই যে জাজমেন্টাল যারা রয়েছেন তাদের একটু দেখা উচিত আমি সত্যিই কতোটা জেলাস ছিলাম। নেন কমেন্ট বক্সে দিলাম একটু নমুনা।' সাম্প্রতিক দেশকাল

এবার 'ডোলমা খাং' চূড়ায় বাংলাদেশি নারী

কাঠমুন্ডু: হিমালয়ের ৬ হাজার ৩৩২ মিটার উঁচু ডোলমা খাং পর্বতচূড়া জয় করেছেন পর্বতারোহী শায়লা বিথী। তিনি প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে দুর্গম এ পর্বতচূড়ায় পা রাখেন। তিনি গত ০৫ নভেম্বর শনিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটে পর্বতচূড়ায় পৌঁছান। গত ৬ নভেম্বর রোববার পর্বত থেকে সফলভাবে নেমে এসে শায়লা বিথী নেপাল থেকে এমন তথ্য জানিয়েছেন।

এবারের অভিযানের শিরোনাম ছিলড় 'দ্য ডোলমা খাং চ্যালেঞ্জ : ফিচার শায়লা বিথী অ্যান্ড জেডএম অ্যাকুয়াবোম্ব'।

গত ২৯ অক্টোবর অভিযানের উদ্দেশে ঢাকা থেকে বিমান যোগে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর উদ্দেশে যাত্রা করেন। ৩১ অক্টোবর কাঠমান্ডু থেকে ডোলমা খাংয়ের এর উদ্দেশে রওনা হন শায়লা বিথী। সেদিন চেট চেট নামে একটি এলাকা থেকে ট্রেকিং শুরু হয়। শায়লা বিথীর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় একজন শেরপা। তিন ঘণ্টার ট্রেকিংয়ের পর তারা সিমিগাঁও নামে একটি গ্রামে পৌঁছান।

পরদিন সকালে আবারও শুরু করেন ট্রেকিং। এর পরের চারদিনে চুষা, চোডার গ্রাম হয়ে পৌঁছে যান বেদিং নামে একটি গ্রামে। সেখানেই ডোলমা খাং পর্বতের বেজক্যাম্প অবস্থিত। পরদিন হাইক্যাম্প হয়ে ৫ নভেম্বর সকাল ৮টা ২০ মিনিটে ডোলমা খাং চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ান শায়লা বিথী। সেখানে কিছু সময় অবস্থান করে শুরু হয় নামার পালা। সেদিন তিনি ডংখাং নামে একটি গ্রামে ফেরেন। আজ রোববার তিনি সিমিগাঁও ফেরেন। এখান থেকে তিনি সোমবার বা আগামী মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে ফিরবেন।

শায়লা বিথী বলেন, ডোলমা খাং পর্বতটির চূড়ার দিকের অংশ খুবই দুর্গম। এ পর্বতে এখন পর্যন্ত খুব বেশি অভিযান পরিচালনা হয়নি। সে কারণে আমাদের জন্য শীর্ষে আরোহন করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। অনেকখানি খাড়া পর্বত বেয়ে উঠতে হয়েছে। চূড়ার আগে খুবই সরু একটা রিজ লাইন পাড়ি দিতে হয়েছে। এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। একটুখানি এদিক সেদিক হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

শায়লা বিথী বলেন, 'ডোলমা খাং শীর্ষে আরোহন করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। দেশের পতাকা শীর্ষে তুলে ধরতে পারার মধ্যে অন্যরকম একটা ভাললাগা কাজ করে। পর্বতচূড়ায় আমি যুদ্ধ বিরোধী বার্তা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করে নিয়ে যাই ও ছবি তুলি। এ ছবিগুলো যুদ্ধবিরোধী প্রচারে ব্যবহার করব।'

শায়লা বিথী জানান, কাঠমান্ডু ফিরতে আরও এক-দুইদিন লেগে যাবে। এরপর সেখান থেকে দেশে ফিরবেন তিনি।

শায়লা বিথীর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে নয়টি পর্বতাভিযান, ট্রেকিং ও ট্রেনিং। তিনি গত বছরের অক্টোবরে হিমালয়ের ৬ হাজার ১৮৯ মিটার উঁচু আইল্যান্ড পর্বতচূড়া জয় করেন।

শায়লা বিথী ২০১৬ সালে ভারতের নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টিনিয়ারিং থেকে পর্বতারোহণের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে ২০১৮ সালের মে মাসে তিব্বতের লাকপারি (৭ হাজার ৪৫ মিটার) পর্বতচূড়া জয় করেন। ২০১৯ সালের মে মাসে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে হিমালয়ের দুর্গম তাশিলাপচা (৫ হাজার ৭৫৫ মিটার) গিরিপথ পার হন। প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে ২০২১ সালের নভেম্বরে হিমালয়ের বিখ্যাত থ্রি-পাস অতিক্রম করেন।

এ ছাড়াও শায়লা বিথী ২০১৫ সালে নেপালের মাউন্ট কেয়াজুরির বেসক্যাম্প (১৫ হাজার ৫শ ফুট উচ্চতা) ট্রেকিং করেন। ২০১৬ সালের অক্টোবরে সফলভাবে নেপালের মেরা পর্বতের চূড়ায় (৬ হাজার ৪৭৪ মিটার) ওঠেন।

২০১৭ সালের এপ্রিলে নেপালের থ্রংলা পাস (৫ হাজার ৪১৬ মিটার) অতিক্রম করেন। ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রথম বাংলাদেশি দলের অংশ হয়ে মানাসলু সার্কিট (৫ হাজার ১০৬ মিটার) সম্পন্ন করেন।

ঢাকা-কুয়াকাটা রুটে বাস চলাচল বন্ধ থ াকার প্রভাব পড়েছে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও পর্যটকশূন্য এই সৈকত।

স্থানীয়রা জানান, প্রতি শুক্র ও শনিবার কুয়াকাটায় ঘুরতে অন্তত ১৫ হাজার পর্যটক আসেন। পদ্মা সেতু চালুতে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় কুয়াকাটার পর্যটন ব্যবসায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোতালেব শরীফ বলেন, 'কুয়াকাটায় দেড়শটি হোটেল-মোটেল আছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ৮০ শতাংশ রুম বুকিং থাকে। কিন্তু দুই দিন বাস ধর্মঘট ডাকার কারণে ৮০ শতাংশ রুমের বুকিং বাতিল হয়ে গেছে। যারা এসেছিলেন, তারাও চলে গেছেন।'

এর আগে শরীফ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

শতবর্ষী ১৮ গাড়ি নিয়ে বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন ইউরোপের পর্যটক দল

যশোর : শত বছরের পুরোনো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামিদামি ১৮টি গাড়ি নিয়ে বাংলাদেশ ভ্রমণ শেষে ভারত গেছেন ইউরোপের একদল পর্যটক।

শুক্রবার (১১ নভেম্বর) বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ইউরোপের এই পর্যটক দলটি ভারতে প্রবেশ করেছেন বলে জানান আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ।

বেনাপোল পোর্ট থানার ওসি কামাল হোসেন ভূইয়া বলেন, বেনাপোলে পৌঁছালে পর্যটক দলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শার্শার উপকমিশনার (ভূমি) ফারজানা ইসলাম, কাস্টমস হাউসের ডেপুটি কমিশনার তানভীর রহমান, আইসিপি ক্যাম্পের সুবেদার নজরুল ইসলাম।

শতবর্ষী ১৮ গাড়ি নিয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মুছে দেওয়া হলো ময়মনসিংহ নগরীতে তসলিমা নাসরিনের শেষ স্মৃতিচিহ্নও

ময়মনসিংহ: যে বাড়িতে বসে লিখেছেন প্রথম কবিতা, কবিতার বই, যে বাড়ির উঠোনজুড়ে কেটেছে সোনালী শৈশব- কৈশোর, সম্প্রতি বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের স্মৃতি জাগানিয়া ময়মনসিংহ নগরীর আমলাপাড়ার টি এন রায় রোডের সেই 'অবকাশ' নামের বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) সরেজমিনে দেখা গেছে, বাড়িটি ভেঙে এখন ওই স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে বহুতল ভবন। টাঙানো হয়েছে ডেভেলপার কোম্পানির বিশাল আকারের বিজ্ঞাপনী সাইনবোর্ড।

ইতোমধ্যে প্রায় পুরো বাড়িটিই ভাঙার কাজ শেষ করেছেন শ্রমিকরা। তারা জানান, স্থানীয় নয়ন নামে এক ব্যক্তি লিখিত *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

KT KHAN'S TUTORIAL

Enroll for 1 FREE WEEK of IN-PERSON CLASSES!*

Brand New Locations in NYC!

Jackson Heights:
37-26 74st. 2nd floor
Jackson Heights, NY 11372
Across Patel Bros.

Ozone Park:
86-01 101 Ave.
Ozone Park, NY 11416

Jamaica
178-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432

Manhattan
14 West 23rd St. 2nd floor
New York, NY 11416
Above Starbucks

GRAND OPENING SALE!

*This promotion can be claimed at any of our locations.

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

আইএমএফের ঋণের জন্য যেসব সংস্কার করবে বাংলাদেশ সরকার

সংস্কার শর্তে বাংলাদেশকে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ ঋণ দিতে রাজি আইএমএফ

ঢাকা: বাজেট সহায়তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাড়ে ৪ বিলিয়ন বা ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটির ঢাকা সফররত মিশন বুধবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ও আইএমএফ কর্মকর্তারা ঋণের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। মিশনটি বাংলাদেশের ঋণের বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আইএমএফের নির্বাহী পর্ষদে ঋণ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

গত ১৫ দিনে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাটি তাদের নানা সংস্কারের শর্ত নিয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের সঙ্গে ৩০টি বৈঠক করেছে। এসব বৈঠকে সরকার তাদের শর্ত মেনে নেওয়ায় ঋণ দিতে সম্মত হয় সংস্থাটি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইএমএফের সংস্কারের শর্তগুলো এমনিতেই বাস্তবায়ন দরকার ছিল। এসব সংস্কার হলে দেশ উপকৃত হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় আশা করছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে ঋণের প্রথম কিস্তি ছাড় হবে। এ ঋণ বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ সুরক্ষায় সহায়তা করবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ সরকার এবং আইএমএফ।

বিবৃতিতে বলা হয়, আইএমএফের এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (ইসিএফ) এবং এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি (ইএফএফ) থেকে ৩২০ কোটি ডলার এবং জলবায়ুবিষয়ক রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি (আরএসএফ) থেকে ১৩০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার বিষয়ে কর্মকর্তা পর্যায়ে তাঁরা একমত হয়েছেন। এ ঋণের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষকে সুরক্ষা দিয়ে শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সবুজ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ৪২ মাস ধরে এ ঋণ দেওয়া হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আইএমএফের ঋণের রেয়াতকাল থাকবে ৫ বছর এবং এর পর ১০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সুদের হার হতে পারে গড়ে ২ দশমিক ২ শতাংশ।

আইএমএফের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সরকারের এসব পদক্ষেপ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে; অর্থনীতিতে ঝুঁকির মাত্রা কমাবে এবং অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নয়ন ও জলবায়ু ব্যয় মেটানোর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ঢাকা সফর শেষে আইএমএফ মিশনের বিবৃতি দেওয়ার পাশাপাশি ০৯ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গত জুলাই মাসে আইএমএফের কাছে ঋণ চেয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। এই প্রক্রিয়ার এ পর্যন্ত শেষ ধাপে দুই সপ্তাহ ধরে ঢাকা সফরে রয়েছে আইএমএফ মিশন। গত ২৬ অক্টোবর ঢাকা সফরে আসেন এ মিশনের সদস্যরা। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের সঙ্গে একাধিকবার মোট ৩০টি বৈঠক করেন তাঁরা। ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংস্থার এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের কর্মকর্তা রাহুল আনন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে মিশনপ্রধান বলেন, বাংলাদেশ সরকারকে নীতিসহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা ঋণ দিতে সম্মত। আইএমএফ এমন এক সময় ঋণ দিচ্ছে যখন বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। এ নির্বাচন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আইএমএফ উদ্বিগ্ন কিনা- একজন সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে আইএমএফ মিশনপ্রধান বলেন, এ দেশের রাজনীতি নিয়ে আইএমএফের কোনো উদ্বেগ নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে আইএমএফের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব রয়েছে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রিজার্ভ কতটুকু উদ্বেগের- এমন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেননি রাহুল আনন্দ। তিনি বলেন, সাড়ে তিন মাসের আমদানি দায় মেটানোর মতো রিজার্ভ বাংলাদেশের হাতে রয়েছে। কতটুকু উদ্বেগের, তা নির্ভর করছে সার্বিক পরিস্থিতির ওপর। বৈদেশিক উৎস থেকে কতটুকু সহায়তা পাওয়া যাবে, তাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও বাংলাদেশের জিডিপি অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ এখনও স্বস্তিদায়ক সীমার মধ্যে রয়েছে। তবে তাঁরা মনে করেন, রিজার্ভ বাড়ানো প্রয়োজন। বিশ্ব অর্থনীতির সংকট কবে নাগাদ কাটবে, কেউ জানে না। রিজার্ভ বাড়াতে আমদানি-বিকল্প পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি বাড়ানো ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে জোর দেওয়া উচিত।

কোন কারণে রিজার্ভ কমলো- এমন প্রশ্নের জবাবে আইএমএফের মিশনপ্রধান বলেন,

আইএমএফের ঋণের জন্য যেসব সংস্কার করবে বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএএফ) কাছ থেকে সাড়ে চার বিলিয়ন বা ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ নিতে বাংলাদেশ সরকার আইএমএফের মিশনের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু বিষয়ে সংস্কার করতে চেয়েছে। সফররত আইএমএফ মিশনের বিবৃতিতে এর উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় বলা হয়েছে। তবে বিবৃতিতে আইএমএফের 'শর্ত' হিসেবে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়, সরকারের এসব পদক্ষেপ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে, অর্থনীতিতে ঝুঁকির মাত্রা কমাবে এবং অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক, উন্নয়ন এবং জলবায়ু ব্যয় মেটানোর মাধ্যমে অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

আইএমএফের সঙ্গে ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রধান পাঁচটি বিষয়ে সংস্কারে সম্মত হয়েছে সরকার। এগুলো হলো- বাড়তি আর্থিক সংস্থানের জায়গা তৈরি করা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রানীতি কাঠামোর আধুনিকায়ন, আর্থিক খাত শক্তিশালীকরণ, প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করা এবং জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তোলা।

এতে বলা হয়েছে, বাড়তি আর্থিক সংস্থানের জন্য উচ্চ রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণ করা হবে, যা প্রবৃদ্ধি-সহায়ক খরচ বাড়াতে সহায়ক হবে। অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের ওপর প্রভাব মোকাবিলায় উচ্চ সামাজিক ব্যয় করা হবে এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অধিকতর লক্ষ্যনির্দিষ্ট হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতির দিকেই দৃষ্টি দিয়ে বাস্তবায়িত হবে। মুদ্রার বিনিময় হার অধিকতর উন্মুক্ত করলে বহিস্থ: অভিঘাত মোকাবিলায় সহায়ক হবে মনে করছে আইএমএফ। এছাড়া আর্থিক খাতের দুর্বলতা কমাতে তদারকি, সুশাসন এবং রেগুলেটরি কাঠামো জোরদার করা হবে। ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য সহায়ক পরিবেশের উন্নতি করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বড় ধরণের বিনিয়োগ এবং বাড়তি অর্থায়ন যোগাড় করা হবে।

যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবেই আইএমএফের ঋণ পেতে যাচ্ছি বললেন অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল

ঢাকা: অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, 'আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই আইএমএফের ঋণ পেতে যাচ্ছি। আইএমএফ মিশন আমাদের চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে। সে অনুযায়ী আমরা চার বছর মেয়াদি ঋণ কর্মসূচি নিতে যাচ্ছি।' আজ বুধবার সফররত আইএমএফ মিশনের সঙ্গে সমাপনী বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন।

আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'সারা বিশ্বের অর্থনীতিই এখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। উন্নত থেকে উন্নয়নশীল সকল দেশে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রায় সব দেশের মুদ্রার মান ডলারের বিপরীতে কমে গিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এ উত্তাপের আঁচ বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও কিছুটা লেগেছে। এ অস্থিরতা যাতে কোন ধরনের সংকটে ঘনীভূত না হয় তা নিশ্চিত করতেই আগাম সতর্কতা হিসেবে আইএমএফের ঋণের জন্য অনুরোধ করে সরকার।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের পরিশোধের সামর্থ্য আছে বলেই আইএমএফ ঋণ দিচ্ছে বললেন কাদের

ঢাকা: বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আছে বলেই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়ে আরও একবার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। ওবায়দুল কাদের বলেন, চলমান বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। এডিবি সুস্পষ্টভাবে বলেছে, 'শ্রীলংকার মতো হবে না বাংলাদেশ।'

তিনি বলেন, করোনা মহামারির অভিঘাতের মধ্যেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী এক চরম অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে যে অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গুজবে কমছে আমানত ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স

জয়নাল আবেদীন : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আলমগীর হোসেন অনেক বছর ধরে থাকেন দুবাইয়ে। প্রতি মাসেই দেশে স্বজনদের কাছে অর্থ (রেমিট্যান্স) পাঠান। দেশের ব্যাংকেও জমা রাখেন। কিন্তু গত কয়েক মাস তিনি অর্থ পাঠাচ্ছেন না। তার ভাষ্য, ব্যাংকের আমানতের বিষয় নিয়ে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। টাকা উঠানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন।

দুবাই থেকে ফোনে আলমগীর হোসেন প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, 'ফেসবুকসহ নানা মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কথা শুনে আসলে বুঝতে পারছি না, টাকা পাঠালে পরিবারের লোকজন তা ব্যাংক থেকে ওঠাতে পারবে কি না।' তিনি জানতে চান, 'আসলেই দেশের ব্যাংকগুলোর পরিস্থিতি কী? জমানো টাকা তিনি তুলতে পারবেন তো?'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের একটি জনপ্রিয় গ্রুপ ডু সামথিং এক্সেপশনাল (ডিএসই)। মাহমুদ সুমন নামে একজন সেখানে লিখেছেন, 'সামনের ডিসেম্বরের পর থেকে আশা করা যাচ্ছে ডলারের রেট আরও বেড়ে যাবে। বিষয় হলো আমি কি জমানো টাকা ডলারে কনভার্ট করে নিজের কাছে রাখতে পারব? এ রকম কোনো পদ্ধতি আছে কি? জানা খুব প্রয়োজন।'

উত্তরে জামিল আহমেদ আহাদ নামে একজন লিখেছেন, 'টাকাগুলোকে শীঘ্রই স্বর্ণে পরিণত করুন। কারণ দিন দিন টাকার ভ্যালু কমতেছে। কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে জানুন, এজন্য আবু তুহা আদনানের লেকচার দেখতে পারেন।' সিয়াম মাহমুদ তন্ময় নামে আরেকজন পরামর্শ দিচ্ছেন, 'টাকা তুলে জমি কেনেন আর গোল্ড কেনেন।' হান ইয়েং নামে আরেক পরামর্শক বলছেন, 'গতকাল একটা পোস্টের কমেন্টে এই কথা বলে গারদদের রোষানলে পড়েছিলাম। অর্থনীতিবিদরা আরও বছর তিনেক আগ থেকেই সাবধান করেছেন বাংলাদেশি ব্যাংকে টাকা না রাখার জন্য। আপনার টাকা রাঘববোয়ালদের পেটে ঢুকে যাবে ভাই, আপনি এর কোনো বিচার পাবেন না। আপনার উচিত এই টাকা এক মাসের মধ্যেই সবগুলো কোনো কারণ দেখিয়ে তুলে ফেলেন। না হলে এগুলো হারাবেন।'

এই পোস্টে এমন প্রায় ৯০০ জনের মন্তব্য, যাদের অধিকাংশই জানতে চাচ্ছেন কোন ব্যাংকের কী অবস্থা। বেশিরভাগ পোস্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা আতঙ্কিত। এমন আরও অসংখ্য পোস্ট চোখে পড়ছে ফেসবুকে। এতে অনেক প্রবাসীর পাশাপাশি সন্দেহ ঢুকে গেছে দেশের আমানতকারীদের মনেও।

শুধু ফেসবুক নয়, টুইটার, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশের ব্যাংকারদের ফোন করে জিজ্ঞেস করছেন দেশে টাকা পাঠাবেন কি না। আবার দেশে থাকেন এমন অনেকেও জানতে চাচ্ছেন, ব্যাংকে এখন টাকা রাখা কতটা নিরাপদ। ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাবে না তো! ব্যাংকে সঞ্চয় করা কষ্টের টাকা প্রয়োজনের সময় ফেরত পাব তো?

এদিকে গত কয়েক মাসে দেশে রেমিট্যান্স আসা কমেছে। সর্বশেষ অক্টোবর মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১.৫২৫ বিলিয়ন ডলার। আগের মাসেই তা ছিল ১.৫৩৯ বিলিয়ন ডলার। আগস্টে ছিল ২.০৩৬ বিলিয়ন ডলার।

তবে ব্যাংকসহ আর্থিক খাত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমানত নিয়ে যা ছড়িয়েছে তা একেবারেই গুজব। দেশের আর্থিক পরিস্থিতি সেরকম খারাপ নয়। দেশের বাজারে ডলারের সংকট থাকলেও আমানত ফেরত দিতে না পারার তথ্য পুরোপুরি মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ব্যাংকাররা।

এমনটা যখন আলোচনা হচ্ছে ঠিক সেদিনের পরিসংখ্যান হচ্ছে, ব্যাংক খাতে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ এক লাখ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। ব্যাংকগুলো প্রতিমাসে যে পরিমাণ আমানত সংগ্রহ তার সব টাকাই বিতরণ হয় না। যে টাকা বিনিয়োগ হয় না, তাকেই অতিরিক্ত তারল্য বলা হয়।

শুধু তাই নয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে ৫৪৭ কোটি ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৫৩ হাজার ৫৯ কোটি টাকা। এর ফলে বাজার থেকে ৫৩ হাজার ৫৯ কোটি টাকা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারাবাহিক কাজের মধ্যে একটা। যখন প্রয়োজন হয় ডলার বিক্রি করে। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী বাজার থেকে কিনে নেয় এই মার্কিন মুদ্রা।

এ ছাড়া বেসরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধিও বেড়েছে ব্যাংক খাতের। নতুন অর্থবছরের সব মাসেই ১৩ শতাংশের ওপরেই ছিল প্রবৃদ্ধি। তথ্যমতে, সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৯৩ শতাংশ বেশি। এর আগের মাস আগস্টে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.০৭%।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র জিএম আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'আমরাও শুনেছি বাজারে একটি গুজব রটিয়েছে দুষ্টচক্র। বাংলাদেশের ব্যাংক খাত এখন সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে পারবে না এমন কোনো ব্যাংক নেই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো চক্র এমন গুজব রটাতে পারে।'

এ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী সেলিম আর এফ হোসেইন বলেন, ব্যাংক আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে পারছে না কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন একটা ব্যাংকও পাওয়া যাবে না যারা আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিচ্ছে না।

ডলার সংকটের কারণে ব্যাংকের আমানতে কোনো প্রভাব পড়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমদানি দায় মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি করছে। এর ফলে বাজার থেকে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে চলে যাচ্ছে কথাটা সত্য। কিন্তু এর প্রভাবে কোনো ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে এমন তথ্য মোটেও সত্য নয়।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে গরিবের আয়ের ৩২ শতাংশই যাচ্ছে চাল কিনতে -বিআইডিএসের গবেষণা

ঢাকা: বাজারে চালের দাম বাড়লেও অত্যাবশ্যকীয় এ পণ্যের ভোগ কমে না। তবে চাল কিনতে খরচ বাড়ায় কমে আসে পুষ্টিকর খাবার হিসেবে পরিচিত মাছ, মাংস, ফলমূল ও ডালের চাহিদা। অপরদিকে বেড়ে যায় সবজির চাহিদা। চরম দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করা মানুষেরাই চালের সবচেয়ে বড় ভোক্তাশ্রেণি।

গত ৯ নভেম্বর বুধবার আগারগাঁওয়ে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান-বিআইডিএস থেকে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়। গবেষণাটি পরিচালনা করেন ড. ওয়াসেল বিন সাদাত। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করা জনগোষ্ঠীর মোট খাদ্যব্যয়ের ৩২ শতাংশই যাচ্ছে চালের জন্য। যেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের মোট ব্যয়ের ২৯ শতাংশ ব্যয় করে চালের জন্য। তবে খাদ্যের পেছনে মোট জাতীয় ব্যয়ের ২১ শতাংশ খরচ হয় চালের পেছনে। এদিকে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা বেশি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে থাকে। আবার পণ্যের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে মাছ-মাংসের চাহিদা কমে বেড়ে যায় সবজি ও ফলের চাহিদা।

দেশে করোনা সংক্রমণের সময়ে মানুষের আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরে অনুষ্ঠানে বলা হয়, প্রথম লকডাউনের সময় মানুষের আয় প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। তবে লকডাউনের শেষে তা ৪৩ শতাংশে নেমে আসে। আর দ্বিতীয়বার লকডাউনের শেষে আয় হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৪ শতাংশ। অর্থাৎ লকডাউন উঠে যাওয়ার ফলে মানুষের আয় পুনরুদ্ধার হয়ে আসে।

গবেষণার বিষয়ে ড. বিনায়ক সেন বলেন, গবেষণায় উঠে এলো দাম বাড়লে মানুষের পুষ্টিকর খাবারের ক্ষেত্রে এক ধরনের ছাড় দিতে হয়। আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে সেটা হলোভকোভিডের কারণে আয় হ্রাসের পরিমাণ ৭০ শতাংশ থেকে ৪৩ শতাংশে উঠে এসেছে। এখানে দারুণ একটি পুনরুদ্ধার ঘটেছে। আমরা যে শুধু পলিসি নিয়ে কাজ করি তা নয় বরং মাইক্রো অর্থনীতি নিয়ে কাজ করি, আজকের গবেষণা তার একটি প্রমাণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিবেদন প্রকাশের পর এক প্রশ্নের জবাবে ড. ওয়াসেল বলেন, অনেক সময় বলা হয় যে মুরগির দাম বেড়ে গেলে মানুষ মাছ খাবে বেশি কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। মাছের দাম বাড়লে ফল ও ডালের ভোগ বাড়বে। আবার মাংসের দাম বাড়লে সবকিছুর ভোগ কমে আসবে।

ঋণ খেলাপি মামলায় চট্টগ্রামের ৭ ব্যবসায়ীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

চট্টগ্রাম :১০ বছর আগের ঋণ খেলাপি মামলায় খাতুনগঞ্জের মেসার্স আমিন এন্টারপ্রাইজের মালিক মোহাম্মদ আমিনসহ সাতজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত। হাবিব ব্যাংক লিমিটেডের করা মামলায় বুধবার (৯ নভেম্বর) অর্থঋণ আদালতের বিচারক মুজাহিদুর রহমান এ আদেশ দেন। অর্থঋণ আদালতের বেঞ্চ সহকারী রেজাউল করিম শাহেদ প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, 'আসামিদের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদালতে দরখাস্ত করে। ওই আবেদনের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে আদালত আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে পাসপোর্ট আদালতের জিম্মায় রাখার আদেশ দেন।' অপর আসামিরা হলেন- হাজী মো. হানিফ, হাজী মোহাম্মদ হারুন, মোহাম্মদ আমিনের স্ত্রী মোছাম্মৎ মেহেরুন্নেছা, হারুনের স্ত্রী হাসিনা বানু, মোহাম্মদ হানিফের ছেলে মোহাম্মদ সাদিক ও মোহাম্মদ ফয়সাল।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করায় ২০১৩ সালের ৭ আগস্ট হাবিব ব্যাংক আসামিদের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা করেন। আসামিদের কাছে ব্যাংকের ঋণ ১৮ কোটি ৯৯ লাখ ১৩ হাজার ৪৫১ টাকা। সূত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে হাস্যকর চেঁচামেচি

কায়রো: জলবায়ু সম্মেলনে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার বিশেষ দিন ছিল গত ০৯ নভেম্বর বুধবার। দিনটিকে বলা হয়, ফাইন্যান্স ডে বা অর্থায়ন দিবস। এই উদ্যোগের অধীনে দিনব্যাপী অনেকগুলো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রতিকূলতা, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিবিধ মাত্রা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তবে বাংলাদেশে নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে জনসাধারণ পর্যন্ত প্রায় সব মহলে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে যথাযথ কৌশলগত অনুধাবনের অভাব রয়েছে।

ইউএনএফসিসিসিতে অর্থায়ন বিষয়টি সীমিত পরিসরে অতীতেও ছিল। তবে ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত কপ থেকে এটা জলবায়ু আলোচনার অন্যতম একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়। বালি অ্যাকশন প্ল্যানের মূলধারা ছিল চারটি- গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানো, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অভিযোজন, নির্গমন কমানো ও অভিযোজনের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন।

পৃথিবীর প্রতিবেশ ব্যবস্থা, মানুষসহ সব প্রাণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় হুমকি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য তাই ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর কোনো বিকল্প নেই। নির্গমন কমানোর জন্য প্রযুক্তি গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রয়োগ এবং অভিযোজনের জন্য জনগণকে সহায়তা করতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত ও বিপন্ন দেশগুলো নির্গমনকারী ধনী দেশগুলোর ওপর যথেষ্ট চাপ তৈরি করেও এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত ও আশানুরূপ সাড়া পায়নি।

বাংলাদেশের জনগণের এটা ভালোভাবে জানা থাকা উচিত, কপ থেকে কোনো দেশকে টাকা দেওয়া হয় না। কোনো মন্ত্রী বস্তা ভরে দেশে টাকা না নিয়ে গেলে কপ ব্যর্থ হয় না। কপ একটি বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে সিদ্ধান্ত হয় বিভিন্ন ধরনের দেশের গ্রুপ বা দলের জন্য। অর্থায়নের জন্য কপ থেকে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিভিন্ন ধরনের তহবিল। সেসব প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে একটি দেশকে বহুপক্ষীয় তহবিলের টাকা পেতে হয়। কেবল বহুপক্ষীয় নয়, আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন অংশীদারদের টাকা পেতেও একই কার্যধারা অনুসরণ করতে হয়।

কপে ১৯৪টি দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিরা আসেন। এ দুই সপ্তাহ তাই কপের বাইরেও একটি বিশাল মিলনমেলায় পরিণত হয়। এ মিলনমেলাকে ব্যবহার করে অনেক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সভা, আলোচনা ও পরিকল্পনা করে। এসব পার্শ্ব-উদ্যোগ থেকে কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠান কোনো দাতা সংস্থা থেকে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকলে তা কপ থেকে প্রাপ্তি নয়; সেটা দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন অংশীদারের কাছে থেকে ওই দেশ বা প্রতিষ্ঠানের অর্জন। বিষয়গুলো বাংলাদেশের গণমাধ্যমকর্মীদের ভালোভাবে জানা থাকলে বিভ্রান্তিকর

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ইমরানকে ভয় পায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী

লংমার্চে বক্তব্য দেওয়ার সময় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পায়ে গুলি চালায় অজ্ঞাত আততায়ী। গত বৃহস্পতিবার এ ঘটনাকে তাঁর সমর্থকরা বলছেন হত্যাচেষ্টা। এটি মূলত ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন। গত এপ্রিলে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান। এ প্রক্রিয়াকে বেআইনি বলছেন তাঁর সমর্থকরা। ঘড়িসহ দামি রাষ্ট্রীয় সম্পদ তোশাখানায় জমা না দিয়ে বিক্রির অভিযোগে গত মাসে পাঁচ বছরের জন্য ইমরানের নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্বাচন কমিশন। এ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক প্রভাবিত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন তাঁর আইনজীবীরা। এসব কথা বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী ফরেন পলিসির প্রতিবেদনে।

এতে বলা হয়, ইমরান একসময় পাকিস্তানের প্রভাবশালী সামরিক বাহিনীর প্রিয়ভাজন ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গত কয়েক মাসে তিনি বাহিনীর সবচেয়ে বড় সমালোচকে পরিণত হন। বহুবার এ সামরিক বাহিনী সরাসরি পাকিস্তান শাসন করেছে। মনে করা হয়, বেসামরিক সরকারের ওপর তাদের শক্তিশালী প্রভাব এখনও অব্যাহত আছে। যে জটিল সামরিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের শাসনকাজ চলে, একসময় তার ভেতরের মানুষ ছিলেন ইমরান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি এক ভিন্ন রূপে আবির্ভূত। এটা অনেকটাই অপ্রত্যাশিত। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ইমরান গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ করে যাচ্ছেন। এসব সমাবেশের সরাসরি সম্প্রচার পাকিস্তানে এতটাই জনপ্রিয়, সরকার এগুলোকে বন্ধের চেষ্টাও করেছে। এটা পরিস্কার নয়, ইমরান খানকে গুলি চালানোর হোতা কারা। তবে সমর্থকরা মনে করেন, এ হামলা তাঁকে অপদস্ত করার আরও একটি পদক্ষেপ। ইমরানের অভিযোগ, হামলার পেছনে সরকার জড়িত।

পাকিস্তানে ক্ষমতার খেলার বিষয়টি নিয়ে সবারই ধারণা আছে। কিন্তু রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সচরাচর কেউকে মুখ খুলতে দেখা যায় না। এ নিয়ম ইমরানও অনুসরণ করেন। তাঁকে বলা হতো সামরিক বাহিনীর লোক। রাজনীতিতে তিনি এসেছিলেন সংস্কারক রূপে। তবে তিনিও প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে আপসে বাধ্য হন। ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে একমত হয়ে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইনভেস্টমেন্টের সমর্থন করেন। সেই সঙ্গে পশ্চিমাদের নানা সমালোচনাও করেন। সামরিক বাহিনী চীনের প্রতি অনুরক্ত; ইমরানও তা-ই ছিলেন। তবে, দেরিতে হলেও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আপসের রাজনীতিতে মাথা ঢুকানোর তিক্ত অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন ইমরান। তিনি একটি মৌলিক সত্য উন্মোচন করেছেন :পাকিস্তানে সেনাবাহিনী নির্বাচক হিসেবে রাজনীতিতে ভূমিকা রাখে; তারা অর্থনৈতিক শক্তিও। সামরিক বাহিনী সিমেন্ট কারখানার মালিক। তাদের আছে খাদ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানাও। দেশের প্রায় প্রতিটি অবকাঠামো প্রকল্পে তারা জড়িত। কেবল ইমরান খানই নন, সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া কেউই দেশের শীর্ষ পদে পৌঁছাতে পারেন না বা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন না। পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছরে এ চিত্রই দেখা গেছে।

কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে। ইমরানের পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) কোনো আঞ্চলিক দল নয়, এটি জাতীয়। এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। বর্তমানে পাঞ্জাব, খাইবার পাখতুনখোয়া ও গিলজিট-বাল্টিস্তানের প্রদেশিক ক্ষমতায় আছে দলটি। এটা তাঁর কর্মসূচিতে জনসমাগম বা

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

শান্তি স্থাপন না হলে ‘একঘরে’, মিয়ানমারকে হুমকি আসিয়ানের

নমপেন: গত প্রায় ১৮ মাস ধরে মিয়ানমারে সেনাবাহিনী ও গণতন্ত্রপন্থী বেসামরিক জনগণের মধ্যে যে অস্থিরতা ও সংঘাত চলছে, দ্রুত তার সমাধান না হলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনসে (আসিয়ান) ‘একঘরে’ করা হবে দেশটিকে।

এই ‘একঘরে’ করার অর্থ আসিয়ানের কোনো কর্মকাণ্ডে আর মিয়ানমারকে সম্পৃক্ত করা হবে না, এমনকি এই সংস্থার বৈঠকেও দেশটিকে আর ডাকা হবে না।

গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে আসিয়ানের যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সেখানে আরও বলা হয়ড় এক বছর আগে মিয়ানমারে শান্তি স্থাপন সংক্রান্ত প্রস্তাবনায় যে ৫টি পয়েন্ট উল্লেখ করেছিল আসিয়ান, সেসব বাস্তবায়নে আর কত সময় লাগতে পারে তা ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ক্ষমতাসীন সেনা সরকারকে।

বৈঠক শেষে আসিয়ান থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে রয়টার্স। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এ দিনের বৈঠকে মিয়ানমারের প্রতিনির জন্য বরাদ্দ আসনটি খালি ছিল।

আসিয়ানের অন্যতম সদস্যরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেত্নো

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

অবশেষে জাহাজে থেকে ইতালিতে নামলেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা

রোম: ইতালীয় উপকূলে আটকে পড়া প্রায় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অবশেষে জাহাজ থেকে নামতে দেয়া হয়েছে। তবে ফ্রান্স ও ইটালি সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে উত্তেজনা সত্ত্বেও একটি জাহাজকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইতালির সদ্য নির্বাচিত ডানপন্থি সরকারের আপত্তির কারণে বেশ কিছু জাহাজ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে সমুদ্র উপকূলে অপেক্ষা করছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে জাহাজগুলোর অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সিসিলি দ্বীপে নামার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে ইতালির নতুন সরকারের আপত্তির মুখে অন্য একটি জাহাজ যাত্রীদের নিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

মূলত উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পাঁচশরও বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার উদ্ধারজাহাজ তাদের উদ্ধার করে। কিন্তু ইতালির নতুন প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির সরকার তাদের ইতালিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে আপত্তি জানায়। এর প্রতিবাদে কয়েকজন অভিবাসনপ্রত্যাশী অনশন শুরু করেন। পরে এক সময় ইতালি সরকার শুধু শারীরিকভাবে অসুস্থদের প্রবেশের অনুমতি দিলেও বাকিদের সেই সুযোগ দিতে অস্বীকার করে।মেলোনি সরকারের বক্তব্য- সব অভিবাসনপ্রত্যাশীর দায়িত্ব ইতালি একা নেবে না।তবে মঙ্গলবার জার্মানির দাতব্য

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

মুক্তি পেলেন রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীরা

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত নলিনী শ্রীহরনসহ পাঁচ আসামিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (১১ নভেম্বর) দেশটির সুপ্রিম কোর্ট আসামিদের মুক্তির আদেশ দেন।

আদেশে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তামিলনাড়ুর সরকার এর আগে রাজ্যপালের কাছে তাদের মুক্তির সুপারিশ করেছিল বলে জানিয়েছে। গত মে মাসে এই হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত আরেক আসামি এ জি পেরারিভালানকে মুক্তি দেয় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত যে আসামিরা মুক্তি পেয়েছেন তারা হলেন নলিনী শ্রীহরন, সান্থান, মুরুগান, রবার্ট পায়াস ও রবিচন্দ্রন। ভারতের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বি আর গাভাই ও বি ভি নাগারথনারের বেঞ্চ জানান, মামলার অন্যতম দোষী এ জি পেরারিভালানের মতো শীর্ষ আদালতের রায় অন্য আসামিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

চলতি বছরের ১৮ মে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের আওতায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে পেরারিভালানের মুক্তির আদেশ দেয়। তিনি ৩০ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে ছিলেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছয় আসামি নলিনী শ্রীহরন, রবিচন্দ্রন, সান্থান, মুরুগান, এ জি পেরারিভালান ও রবার্ট পায়াসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তারা ২৩ বছরেরও বেশি সময় জেলে কাটিয়েছেন।

শ্রীহরন ও রবিচন্দ্রন ২০২১ সালে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনের পর ‘তামিলনাড়ু সাসপেনশন অব সেন্টেন্স রুলস-১৯৮২’ এর আওতায় রাজ্য সরকারের অনুমোদনে গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর থেকে প্যারোলে মুক্ত রয়েছেন তারা।

১৯৯১ সালে ২১ মে শ্রীলঙ্কার বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী গোষ্ঠী ‘লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম’ (এলটিটিই) এর এক সদস্য তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমবুদুরে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেন। নির্বাচনী সমাবেশ চলাকালীন ধানু নামের এই আত্মঘাতী হামলাকারী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাজিব গান্ধীকে হত্যা করেন।

১৯৯৯ সালের মে মাসে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত পেরারিভালান, মুরুগান, সান্থান ও শ্রীহরনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১৪ সালে প্রাণ ভিক্ষার আবেদনের সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করায় সান্থান ও মুরুগানের পাশাপাশি পেরারিভালানের মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে ২০০১ সালে কিশোরী মেয়ের লালন পালনের কথা বিবেচনা করে অপর অভিযুক্ত শ্রীহরনের মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন করেন দেশটির শীর্ষ এই আদালত।-এনডিটিভি

সৌরভে

University of Dhaka
1921-2021
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গৌরবে

DHAKA UNIVERSITY CENTENNIAL CELEBRATION
NEW YORK

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শতবর্ষ উদ্‌যাপন
নিউইয়র্ক

Venue: LaGuardia Plaza Hotel 104-04 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369

NOVEMBER 26, 2022 - SATURDAY, Time: 3:00 PM

CHIEF GUEST:
Honorable Vice Chencellor, Dhaka University
Prof. Dr. Md. Akhtaruzzaman

SPECIAL GUEST:
Prof. Dr. Md. Nizamul Hoque Bhuiyan
General Secretary, D.U. Teacher's Association.
Prof. Dr. Abdullah Shibli
Harvard University, Boston, MA
Dr. Mostofa Sarwar
Prof. Emeritus, University of New Orleans.
Dr. Md. Monirul Islam
Consul General, Bangladesh Consulate New York
Anwar-ul Alam Chowdhury
President, D.U. Alumni Association, Bangladesh.
Molla Md. Abu Kawser
Secretary General, D.U. Alumni Association, Bangladesh.
M Nasir Uddin, PhD, FAHA
Professor of Medical Physiology, Texas A&M University College of Medicine.

প্রিয় সুধি,

আগামী ২৬ শে নভেম্বর, শনিবার ২০২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক আয়োজনে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর স্মৃতি রোমন্থনসহ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে,
শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করুন:
WEBSITE: WWW.DUAAUSA.COM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র
Dhaka University Centennial Celebration Committee, USA 2022

Convenor:
Sayeeda Akhter Lily

Co-Convenor:
Mohammad Hossain Khan
Md. Tajul Islam
A K Azad Talukder
Swapan Barua
Md. Jashim Uddin
Masum M. Mohsin
Hazral Ali
Arthur Azad
Paresh Sharma
Barrister Kamrul Hafiz Ahmed

Member Secretary
Gazi Shamsuddin

Join Secretary
M S Alam
Golam Mostafa
Bishwajit Chowdhury

Chief Advisor:
Syed Tipu Sultan
Pharmachist

Chief Co-ordinator
Molla Moniruzzaman

Chief Consultant, International
Saydur Rob

Chief Consultant, USA
Golam Mowla Manik

Chief Patron:
Dr. Choudhury S. Hasan, MD
(1st Elected President-1994)
Dhaka University Alumni Association USA Inc.

Patrons:
Md. Khalilur Rahman
Anower Hossain, Real Estate Investment

Advisors:
Dr. Nurun Nabi
Dr. Mohsin Patwary
Dr. Abdullah
Atiqur Rahman Salu
Nizam Chowdhury
Advocate Mujibur Rahman
Ali Imam Sikder
Helalur Karim
Golam Mostafa
Khorshed Chowdhury
Toybur Rahman Harun
Fakhrul Alam
Saifuddin Ahmed
Attorney Ashok Karmaker
Mohd. Ismail Raihan

Chairmans:
Morshed Alam : International Liaison
Maf Misbah Uddin : Main Stream Liaison
Hanif Mazumder : Finance
Md. Golam Mostafa : Culture
Md. Tajul Islam : Media-Print & Electronic
Leaket Ali : Publicity
Ruhul Amin Sarker: Website & Registration
M S Alam : Community Business Affairs
A K Azad Talukder : Receiption
Md. Abdus Salam : Volunteer
Syed Anayet Ali : Law & Enforcement
Md. Yusuf Ali : Transportation
Md. Mohiuddin Dewan : Hotel Accommodation
Zahirul Haque : Management
Muhammad Shahidullah: Photography
Saiful Islam Khan : IT & Social Network
Md. Azhar Ali Khan : Guest Registration
Anie Ferdous : New York Community Coordinator
Dr. Kazi M. Anam : Health & Aid
Shamsun Nahar Nupur Chowdhury : Stage, Light & Sound Chairman
Mohammad Hassan Rokon : Venue Decoration
Saiful Islam Bhuiyan: Public Relation & Communication
Pinaki Talukder: Videography

Cultural Program: Rathindra Nath Roy, Ferdous Ara, Chandan Chowdhury, Shoshi, Tami Zakaria
PERFORMANCE BY: BIPA, Chandra Banerjee Dance Group, ADDA Dance Acadamy.

Sponsors : Attorney Moin Choudhury, Dr. Nazmul H Khan MD, Shah Newaz, Asef Bari Tutol, Abdul Kader Miah, Ahsan Habib

DHAKA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF USA. INC.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ ইউ.এস.এ ইন্‌ক

নূর হোসেনের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে?

মুশতাক হোসেন

নূর হোসেন ছিলেন সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল প্রতীক। এরশাদের অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে ৯ বছরের লাগাতার সংগ্রামে সর্বস্তর ও শ্রেণির মানুষ অংশ নেয়। নূর হোসেনের মতো শ্রমজীবী-মেহনতি-বিত্তহীন মানুষের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। তারা নিজ উদ্যোগে মহল্লা ভিত্তিতে সংগঠিত কিংবা কর্মস্থলে শ্রমিক সংগঠনভিত্তিক জমায়েত হয়ে দল বেঁধে আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নিত। নূর হোসেন গাড়ি চালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকা মিনিবাস সমিতিচালিত বাসের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। তাঁর বাবা মজিবর রহমান ছিলেন বেবিট্যাক্সিচালক; মা মরিয়ম বেগম গৃহিণী। নূর হোসেনের জন্ম ১৯৬১ সালে; ঢাকার নারিন্দায়। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাইবোন; নূর হোসেন তৃতীয়। ঢাকার গ্র্যাজুয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নেন তিনি। কিছুদিন কাজ করেন মোটর মেকানিক হিসেবে। কাজের ফাঁকে নিজ উদ্যোগে সদরঘাটের কলেজিয়েট নৈশ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন।

নূর হোসেন স্বৈরাচারবিরোধী কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশ নিতেন। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ছিল তিন জোটের (আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, জাসদের নেতৃত্বে ৫ দলীয় জোট) ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি। ভোট ডাকাতির সংসদ বাতিল করে দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সবার আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অবরোধ ডাকা হয়েছিল। এরশাদ সরকার অবরোধ কর্মসূচির আগের দিনই ঢাকার সঙ্গে সব যানবাহন যোগাযোগ বন্ধ করে কার্যত রাজধানীকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। প্রতিবাদী নূর হোসেন পরিকল্পনা করেন কীভাবে অভিনব উপায়ে অবরোধে অংশ নেওয়া যায়। তিনি বুক-পিঠে আন্দোলনের স্লোগান লেখার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পরিচিত ইকরাম হোসেনের ব্যানার ও সাইনবোর্ড আঁকার দোকান ছিল মতিঝিল বিসিআইসি ভবনের পাশে। অবরোধের আগের দিন নূর হোসেন ইকরামের কাছে আসেন তাঁর বুক-পিঠে স্লোগান লিখে দেওয়ার অদ্ভুত অনুরোধ নিয়ে। প্রথমে ইকরাম অবাক হলেন; পরে পেলেন পুলিশের ভয়। কারণ তাঁর ঈপ্সিত স্লোগান ছিল- গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক। নূর হোসেনের জোরাজুরিতে ইকরাম বুক-পিঠে স্লোগান লিখতে বাধ্য হলেন। নূর হোসেন মিছিলে গেলেন। ইকরাম যে আশঙ্কা করেছিলেন তা-ই ঘটল। শুধু ইকরাম কেন? বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে যাঁরাই নূর হোসেনকে খালি গায়ে দেখেছেন, তাঁরাই তাঁকে দ্রুত জামা পরে বুক-পিঠে লেখা স্লোগান ঢেকে রাখতে বলেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার গাড়ির কাছে যখন নূর হোসেন আশীর্বাদ নিতে আসেন; তিনিও তাঁকে জামা পরে নিতে বলেছিলেন। পুলিশ প্রতিবাদী যুবকের গায়ে লেখা শিল্পিত স্লোগানের জবাব দিল লেখাকে টার্গেট করে গুলির মাধ্যমে। গুলিবিদ্ধ নূর হোসেনকে যখন তাঁর বন্ধুরা ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পুলিশ সে রিকশা থামিয়ে নূর হোসেনকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা পুলিশ করেছে কিনা, জানা যায়নি। সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করা বুলেটে নূর হোসেনের মৃত্যু ঘটে। কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়ও বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।

নূর হোসেনসহ অজানা সংখ্যক মানুষকে হত্যার প্রতিবাদে এবং এরশাদের পদত্যাগ দাবিতে ১১-১২ নভেম্বর পালিত হয় দেশব্যাপী হরতাল। এর পরেও লাগাতার হরতাল-অবরোধ চলতে থাকে। আন্দোলনে সেবারই ছাত্রদের ছাপিয়ে শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে

শ্রমিক-পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ এত সংগঠিত ছিল; ১৯৯০ সালেও এত সংগঠিত অংশগ্রহণ ছিল না। তবে ১৯৯০ সালে নতুন মাত্রা যোগ করে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের সংগঠিত আন্দোলন, যা ডা. শামসুল আলম খান মিলনের হত্যাকাণ্ডে চূড়ান্ত গণবিস্ফোরণে রূপ নেয়। আন্দোলনে আরেকটি মাত্রা যোগ হয় শেষ পর্যায়ে; ১৯৯০-এর ৩ ডিসেম্বর সচিবালয় থেকে কর্মকর্তাদের রাজপথে বেরিয়ে চিকিৎসক-ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগদান। এ ঘটনা এরশাদের অবৈধ শাসনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। পরদিন ৪ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

নূর হোসেনের আত্মদানে আমরা সামরিক সরকারকে বিদায় করতে পেরেছি। কিন্তু স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কি বিদায় করতে পেরেছি? জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে কি আমরা ঐকমত্য সৃষ্টি করতে পেরেছি? দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংবলিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সে সরকারকে কান টেনে নিজের দলের দিকে আনার কসরৎ দেখেছি আমরা। সরকার ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিত্বহীন, জবাবদিহিহীন মহলের অধিষ্ঠান দেখেছি। প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী সংবিধানে সেই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাই বাতিল হলো। আশা ছিল, অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের দেশের মতো আমাদের দেশেও দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারা গড়ে উঠবে। তা কি হলো? একের পর এক অস্বাভাবিক নির্বাচন দেখতে হলো আমাদের। এর শেষ কোথায়? আমরা কোথায় যাব?

অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারও নিশ্চিত করা গেল না। এখনও বিরোধী পক্ষের জমায়েত ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে হয় ১৪৪ ধারা জারি, নতুবা সব ধরনের যানবাহন বন্ধ করে অঘোষিত হরতাল-অবরোধ দেওয়া হয়। ভিন্নমতের মানুষদের ওপর অহরহ হামলা-মামলা চলছে। ছাত্র-জনতার দাবির মুখে ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৭৩ সালের প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্টের বিতর্কিত ধারাগুলো বাতিল হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। দুঃখজনকভাবে সংবাদমাধ্যম এখন অলিখিত ও অঘোষিত নানা নিষেধাজ্ঞার শিকার; বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ভয়ে প্রাণ খুলে কথা বলা কিংবা কারও যৌক্তিক সমালোচনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কথা ছিল, রাষ্ট্র ফিরে যাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত ১৯৭২ সালের সংবিধানে; যেখানে ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোনো জায়গা নেই। সে আশাও ফিকে হয়ে এসেছে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদের বাড়বাড়ন্ত এখন এতটাই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে ৭১-এর পরাজিত রাজাকার আর ৯০-এর পতিত স্বৈরাচার এখন ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী দলগুলোর সহচরে পরিণত হয়েছে।

নূর হোসেন যে পরিস্থিতিতে জীবন দিয়েছেন, সে ধরনের পরিস্থিতিতে আর ফিরে যেতে চাই না আমরা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়; শান্তিপূর্ণ পথে নির্বাচন পদ্ধতির ফয়সালা করে দেশের আর্থসামাজিক বিষয়কে প্রধান রাজনৈতিক আলোচ্যসূচি করতে চাই। যখনই জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসবে তখনই নির্বাচন কীভাবে হবে- একই রাজনৈতিক বিষয় ঘুরেফিরে আমাদের উদ্বিগ্ন করবে; ঘুম কেড়ে নেবে; রক্তাক্ত করবে- এটি মেনে নেওয়া যায় না। নূর হোসেনকে যেন আমরা শান্তিতে ঘুমাতে দিই; দেশবাসীকেও শান্তি দিই। ডা. মুশতাক হোসেন: স্থায়ী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ জাসদ; সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

সংস্কৃতি বনাম চাপিয়ে দেয়া সর্বজনীনতা

কাকন রেজা

দেশের 'প্রথম বর্গ' এর এক পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'বাঙ্গালী' শব্দটার উৎপত্তি নিয়ে। জানতাম বলতে পারবেন না। সাত এবং পাঁচে চৌদ্দ বুঝিয়ে পার পেতে চাইলেন। কিন্তু ছাড়ছি না দেখে বলে বসলেন, 'আপনি সেক্যুলার নন'। বললাম, এই প্রশ্নের সাথে সেক্যুলারিজমের কী সম্পর্ক? তার উত্তর, 'এই প্রশ্ন যারা করে, তারা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাস করে না।' বুঝলেন তো, 'বিশেষ-অজ্ঞ'দের চেতনাবাজি আর কী।

হালে সেই পণ্ডিতদের 'দ্বিতীয় বর্গ' এর একজনকে নিয়ে আলাপ হচ্ছে। যিনি ভাইফোঁটা নিতে গিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি'র মালা জপেছেন। তাকে যদি 'বাঙ্গালী' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে বলা হয়, নিশ্চিত বলতে পারি গুগল ঘাটা ছাড়া সাত-পাঁচ চৌদ্দও বলতে পারবেন না। 'বাঙ্গালী' যা পরবর্তীতে 'বাঙ্গালি' এখন 'বাঙালি' বানানেও লিখা হয়। সে সম্পর্কে গুগল ঘাটলে যা পাওয়া যাবে তার মর্মকথা হলো, 'বাঙ্গালী' শব্দের উৎপত্তির নির্ভুল ইতিহাস নেই বা অজ্ঞাত। যেখানেই যান দেখবেন বলা হয়েছে, বঙ্গের সাথে আল যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল শব্দটির উৎপত্তি। বাঙ্গাল থেকে থেকে 'বাঙ্গালী' হবার কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা নেই, তথ্য প্রমাণ নেই। দেশ ও বিদেশের যারা ইতিহাস লিখেছেন সেই প্রাচীনকাল থেকে তাদের কারো বর্ণনাতেই বাঙ্গাল মুলুক এবং বাঙ্গাল শব্দটা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। এই 'বাঙ্গালী' শব্দটা জোরেসোরে উচ্চারিত হতে শুরু করে ১৯০৩ সাল থেকে। যখন বঙ্গভঙ্গের কথা বলতে শুরু করেছে ইংরেজ সরকার। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ্যবাদী ঘটিরা যখন বুঝতে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ টিকে থাকলে তাদের হাতে হারিকেন উঠবে। তখনই তারা পূর্ববাংলার অবহেলিত, অচ্ছ্যুৎ বাঙ্গালদের সামনে 'বাঙ্গালী' নামক মুলা ঝুলায়। স্লোগান উঠে, 'তুমি কে আমি কে, বাঙ্গালী বাঙ্গালী।' অর্থাৎ কৌশলী ব্রাহ্মণ্যবাদ এই স্লোগানে প্রলেতারিয়েত তথা মজলুম বাঙ্গালদের বোঝাতে চেষ্টা করে, বাংলা ভাষায় কথা বলা অর্থাৎ বাঙ্গাল ও ঘটি মিলেই এক জাতি এবং তা 'বাঙ্গালী'। সে অর্থে 'বাঙ্গালী' শব্দটি রাজনৈতিক। কথা পরিষ্কার, এর বাইরে ইতিহাসের কোনো শক্ত বয়ান নেই। যা আছে তা সব সাত-পাঁচ চৌদ্দ।

দ্রাবিড়দের একটা অংশকে বলা হতো 'বং'। অনেকের মতে এই 'বং' নামীয় দ্রাবিড়দের হতেই বঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি। সেই বঙ্গ থেকেই ভূখণ্ডের নাম বঙ্গ। যা থেকে বাঙ্গাল মুলুক। মোগল আমলে বঙ্গের নাম হয় 'সুবা বাঙ্গালা'। সেই 'বাঙ্গালা'র অধিবাসীদের তখনও ডাকা হতো বাঙ্গাল। তবে অনেকের মতে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' আলাদা ভূখণ্ড তথা দেশ ছিলো। সেই 'বঙ্গাল' থেকে বাঙলা নামটি আসে। অর্থাৎ প্রাচীন যত মতের কথাই বলা হোক, সবখানেই 'বঙ্গ' আর 'বাঙ্গাল' শব্দটির আধিক্য, যেখানে 'বাঙ্গালী' শব্দটি খুঁজে পাওয়া দুস্কর। ১৯০৩ সালের পর 'বাঙ্গালী' শব্দটির প্রবল প্রচলন শুরু হয়। নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে থাকার স্বার্থে ঘটিরাও সায় দেয় তাতে। অথচ এই ঘটিরাই 'বাঙ্গাল'দের বাংলাকে 'বাঙ্গাল ভাষা' বলে আখ্যা দিতো। 'ধুতি' বাঁচানোর তাগিদেই তারা 'বাঙ্গাল ভাষা'কে বাংলা বলতে রাজি হয়। প্রকৃত অর্থে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন থেকে 'বাঙ্গালী' শব্দটি শক্ত ভিত্তি পায়। যা কালক্রমে 'বাঙ্গালি', হাল আমলে 'বাঙালি'তে ঠেকেছে।

এখন আসি 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতির কথিত আলাপে। তার আগে সংস্কৃতির উৎপত্তি বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কথা সেরে নিই। সংস্কার থেকে সংস্কৃতি। সুতরাং আদি সংস্কৃতি বলে কোনো কিছু ধরে রাখা বরং সংস্কৃতিজ্ঞানের খেলাপ। আর সংস্কৃতি কখনো সর্বজনীন হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়। বাঙ্গাল মুলুকের আদি সংস্কৃতি কী, এ কথা বলতে গেলে দ্রাবিড়দের সংস্কৃতির কথা জানতে হবে। বর্ণাশ্রম বিরোধী দ্রাবিড়দের সংগ্রামী ইতিহাসের কথা জানতে হবে। আর্যদের আধিপত্যবাদের কথা জানতে হবে। যে ভাইফোঁটা নিয়ে কথা হচ্ছে তাকি বাঙ্গাল মুলুকের প্রকৃত সংস্কৃতি কিনা তা জানতে হবে। না জেনে লম্ফঝম্ফ এবং ভাইফোঁটাকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতিসত্তার সংস্কৃতি বলে চাপিয়ে দেয়াটা হবে খোদ সংস্কৃতির বিরোধীতা।

এর আগে লিখেছিলাম 'পানি' শব্দের ব্যবহার নিয়ে। আমাদের দেশের অনেক আঁতেলরাই 'জল'কে বাংলা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং পানিকে বাতিল করতে চেয়েছেন অন্য ভাষা থেকে ধার করা বলে। এদের আঁতেল বললাম এই কারণে যে, তারা একই সাথে 'চর্যাপদ'কে বাঙলার আদি সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেন বিপরীতে সেই আদি সাহিত্যের 'পানি' শব্দকে অস্বীকার করে 'জল'কে প্রতিস্থাপন করতে চান। এই যে দ্বিচারিতা, এটা কারো অজ্ঞতার ফল, আর কারো পুরানো জমিদারিত্ব ফিরে পাওয়ার গোপন ইচ্ছের প্রতিফলন। এর আগেও দিয়েছি চর্যাপদ থেকে উদাহরণ, এখন বাধ্য হয়েই আবার দিতে হচ্ছে।

'তিণ ন চছুপহী হরিণা পিবইই না পাণী। হরিণা হরিণির নিলঅ না জাণী।'

অর্থাৎ বন্দি হরিণ আতঙ্কে পানিও পান করে না। চর্যাপদে কিন্তু 'পাণী' তথা পানি শব্দটিই ব্যবহার হয়েছে। রাধার আকুলতার বর্ণনাতেও এসেছে পানি শব্দটি।

'আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।'

অর্থাৎ আদি সাহিত্যের বর্ণনায় রাধার চোখ থেকেও পানি ঝরেছিলো, জল নয়। আঁতেল তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতিবানদের জানিয়ে রাখি, পানি হলো প্রাকৃত অর্থাৎ মূল শব্দ। জল হলো সংস্কার করা 'সংস্কৃত'। যে সংস্কৃত মূলত ধর্মীয় গ্রন্থ লেখার জন্য সংস্কারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিলো। অনেকে এই সংস্কৃত'কেই আবার বাংলার জননী বলে আখ্যায়িত করেন। এদেরকে কি বলবেন, বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী? নাকি সুবিধাবাদী রাজনৈতিক?

ভাইফোঁটা একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি। বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটা অংশ হতে পারে তা, এর বাইরে কিছু নয়। এরমধ্যে সর্বজনীন বলে কিছু নেই। যেমন, মিলাদ একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং তা কোনভাবেই সর্বজনীন নয়। অনেক আঁতেল আবার প্রশ্ন করতে পারেন, ধর্ম আবার সংস্কৃতি হলো কীভাবে? তাদের বলি মানুষের জীবনযাপনের পুরোটাই সংস্কৃতি। কিন্তু সব সংস্কৃতিই সর্বজনীন নয়। ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ভেদে সংস্কৃতির আলাদা রূপ রয়েছে।

এই আলাদা রূপই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। যা মানুষকে আলাদা ভাবে চিনতে সহায়তা করে। তাদের নিজস্বতাকে অন্যের কাছে দৃশ্যমান করে। যারা এই বৈচিত্র্যকে স্যালাইন তরিকায় ঘুটা মেরে এক করে দিতে চান, তারা মূলত সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করার মিশনে রয়েছেন। ভাইফোঁটার বৈচিত্র্যকে সর্বজনীন করার প্রচেষ্টাও তাই। কাকন রেজা লেখক ও সাংবাদিক।

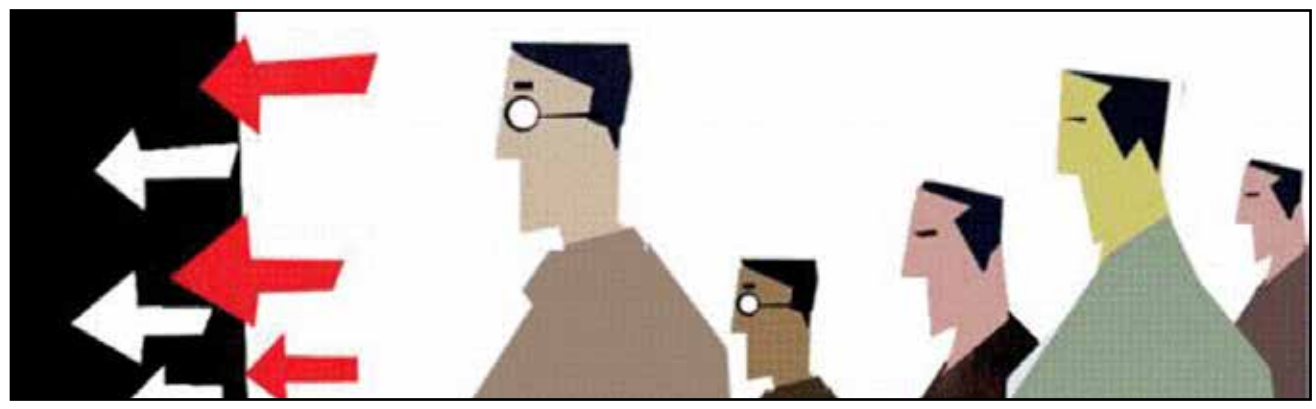

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

মুসলমানরাই সাম্প্রদায়িকতার শিকার

তৈমূর আলম খন্দকার

'সাম্প্রদায়িকতা' নামক একটি মহামারী রোগের নির্মম শিকার হচ্ছেন মুসলমানরা। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান। বিশ্বের ৫৬টি দেশে মুসলিমরা প্রধান জনগোষ্ঠী। বৌদ্ধদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী 'জীব হত্যা মহাপাপ'। অথচ মুসলমান হত্যা করা বৌদ্ধদের একটা অংশের জন্য কোনো পাপ নয়, যার প্রমাণ আমরা মিয়ানমারে দেখতে পাই।

ভারত কাগজ-কলমে সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অথচ মুসলমানদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে কৌশ প্রকাশ করা হচ্ছে- কিভাবে মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা যায়। এ ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মুসলমান ব্যক্তির চেয়ে গরুর মূল্য তাদের কাছে অনেক বেশি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা গরুকে দেবতা মনে করে, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জন্য তো গরুর গোশত খাওয়া নিষেধ নেই, তবে কেন এই ধর্মীয় বিরোধ।

গালভরা বুলি নিয়ে বলা হয়, ধর্ম যার যার তবে রাষ্ট্র সবার। যদি তাই হয় তবে পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্রে মুসলমানদের ওপর এত নির্দয় নির্যাতন কেন? কথাটি বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত যে, ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম এবং হজরত মুহাম্মদ সা:-এর জীবনে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দেয়ার মতো ঘটনা দেখা যায় না; বরং বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেছেন, 'তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না, এ কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বাংলা (আবশ্যিক) প্রথমপত্রে ১১ নম্বর ক্রমিকে নাটক সিরাজউদ্দৌলার সৃজনশীল প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের জীবনাচরণের কিছু চিত্র তুলে ধরে এই প্রশ্নের উদ্দীপকের প্রশ্নে কিছু বিষয়ে মুসলিমদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তবে প্রশ্নপত্র তৈরিতে কেন ও কিভাবে এই প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গিতপূর্ণ উদ্দীপক তুলে দেয়া হলো তা নিয়েও রীতিমতো অনুসন্ধান শুরু করেছে বলে সরকার থেকে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্ন নিয়ে দেশজুড়ে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য সাম্প্রদায়িকতার উসকানি দেয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলো হচ্ছে- ক. মীর জাফর কোন দেশ থেকে ভারতে আসেন? খ. ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব ব্যাখ্যা কর? গ. উদ্দীপকের নেপাল চরিত্রের সাথে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মীর জাফর চরিত্রের তুলনা কর?

ঘ. খাল কেটে কুমির আনা প্রবাদটি উদ্দীপক ও সিরাজউদদৌলা নাটক উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য- উক্তিটির সার্থকতা নিরূপণ কর।' ওই প্রশ্নপত্রে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, 'নেপাল ও গোপাল দুই ভাই। জমি নিয়ে বিরোধ তাদের দীর্ঘদিন। অনেক সালিশ বিচার করেও কেউ তাদের বিরোধ মেটাতে পারেনি। কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ। এখন জমির ভাগ বণ্টন নিয়ে মামলা চলছে আদালতে। ছোট ভাই নেপাল বড় ভাইকে শায়েস্তা করতে আবদুল নামে এক মুসলমানের কাছে ভিটের জমির এক অংশ বিক্রি করে। আবদুল সেখানে বাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কোরবানির ঈদে সে নেপালের বাড়ির সামনে গরু কোরবানি দেয়। এ ঘটনায় নেপালের মন ভেঙে যায়। কিছু দিন পর কাউকে কিছু না বলে জায়গাজমি ফেলে সপরিবারে ভারত চলে যায় সে।'

চলতি এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নে ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয় উল্লেখ করে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয়েছে। ফেসবুকে অনুরূপ উন্মাদনা প্রায়ই দেয়া হয়ে থাকে।

তদন্তে দেখা গেছে- কিছু ক্ষেত্রে এসবের জন্য হিন্দু ধর্মের বিপথগামী কিছু ধর্মান্ধ এগুলো করছে। সরকারের ছত্রছায়ায় এদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি একটি জাতির ঐতিহ্য ও পরিচয়। পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমীক্ষামূলক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতরে গুরু দায়িত্বে আনুপাতিক হারে হিন্দুদের সংখ্যা অনেক বেশি। এটা একেবারে ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে। বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। অথচ সেখানে মুসলমানরা এহেন রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায় শতভাগ বঞ্চিত। বাংলাদেশের ৯২ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান। অথচ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের মুসলমানদের হেয়প্রতিপন্ন করে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এক প্রকার সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে।

একই কারণে মুসলিম মনীষীদের লেখা ও জীবন-চরিত্র পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

সংবিধান থেকে 'বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' উঠিয়ে দেয়ার জন্য সময়ের অপেক্ষায় আছেন মর্মে আইনমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। আইনমন্ত্রী ধর্মকর্ম কতটুকু করেন তা জানি না, তবে তিনি মুসলমানের একজন সন্তান হয়ে বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম-এর প্রতি তার এত অনীহা কেন? এগুলো কিসের আলামত? মুসলমানদের মধ্যেও একটি শ্রেণী রয়েছে যারা নাস্তিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে বড় মাপের ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল সাজতে চায়। তাদের আচার-আচরণ সবসময়ই ইসলামবিদ্বেষী। শুধু ভোটের রাজ্যে ভাগ বসানোর জন্য পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত হয়ে, গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে ঈদগাহ ময়দানের বড় জামাতে লোকদেখানো ঈদের নামাজ আদায় করে। তারাও ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলে অত্যাধুনিক মানবপ্রেমী সাজতে চায়।

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুরদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৫০টি দেশ। উইঘুরদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বিবৃতিতে সই করা দেশগুলো একে 'ক্রাইম অ্যাগেইনস্ট হিউম্যানিটি' (ঈৎরসব অমধরহঃঃ এঁসধহরঃু) অর্থাৎ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে শিরোনাম করেছে এবং চীনকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেছে। পশ্চিমা বেশির ভাগ দেশ এই বিবৃতিতে সই করেছে। সেখানে বলা হয়েছে- আমরা চীনের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিম উইঘুরদের বিরুদ্ধে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, তা উদ্বেগজনক। ৫০ দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ইসরাইল, তুরস্ক, গুয়াতেমালা ও সোমালিয়াও রয়েছে।

এই সমালোচনাও মূলত প্রতীকী। কারণ, এর আগে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদের উইঘুর নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা ভোটাভুটিতে পাস হয়নি, কারণ তারা মুসলমান। জাতিসঙ্ঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলির মানবাধিকার কমিটিতে এই বিবৃতিটি পড়ে শোনান জাতিসঙ্ঘে কানাডার দূত। ৫০টি দেশের সই করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে- চীন যেন জাতিসঙ্ঘের রিপোর্টের সুপারিশ মেনে নেয় এবং যাদের যথেচ্ছভাবে আটকে রাখা হয়েছে, তাদের মুক্তি দেয়। কার্যত এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি, অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জাতিসঙ্ঘ ও এর সিকিউরিটি কাউন্সিল। ফলে উইঘুর মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য চবধপব কববঢ়রহম ঋড়ৎপব আদৌ পাঠাতে পারবে না। চীন সরকারের নির্মম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের ফলে দুই কোটি উইঘুরের সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩০ লাখ। বন্দিশালায় মুসলমানদের মদ ও শূকরের মাংস খেতে দেয়া হয়। মুসলমান সন্তানদের নাস্তিক বানানোর জন্য শিশুকাল থেকেই শিক্ষা দেয়ার নামে বন্দিশালায় রাখা হয়। সৌদি যুবরাজ সালমান চীন সফরে গেলেও উইঘুরদের নিরাপত্তার জন্য কোনো কথা বলেনি। বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রতিবাদ জানানো হয়নি।

মুসলমানরা আজ চরম ষড়যন্ত্রের শিকার। সৌদি যুবরাজ সালমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই ভিন্নধর্মীদের সাথে হাত মিলিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি যা ইসলাম সমর্থন করে না, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। সম্প্রতি পশ্চিমা স্টাইলে হোলোয়িন মিছিল হয়েছে যা সৌদি আরবের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে ঘটেনি। মুসলমানদের মধ্যে অনেক নাস্তিক রয়েছে যারা ইসলাম ধর্মের বেশি সমালোচনা করে নিজেদের প্রগতিশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার' স্লোগান নিয়েও একটি শ্রেণী সমালোচনা করতে চাইছে।

আমি মনে করি, ওই স্লোগানটি প্রতিটি মুসলমানের জন্য আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক। মুসলমানদের মধ্যে একতা নেই বলে আজ চরম দুর্দিনের মধ্যে পড়েছে প্রকৃত ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠী। পীর মাশায়েখদের নেতৃত্বে বাংলাদেশেও অনেক শক্তিশালী ইসলামিক রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচনা করে।

লেখক রাজনীতিক, কলামিস্ট ও আইনজীবী (অ্যাপিলেট ডিভিশন)।

দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

গণি মিয়ার মন খারাপ

গোলাম মাওলা রনি

ইদানীং আমার কী হয়েছে জানি না। প্রায়ই অতীতের কথা মনে পড়ে। আর ক্ষণে ক্ষণে মানুষের মুখের পানে চোখ পড়ে যায়। মাঝে মধ্যে খুব করে আকাশ দেখি। সে দিন হঠাৎ করেই বহুক্ষণ ধরে উদিত সূর্যের রক্তিম রূপ দেখলাম। আবার ঠিক গত রাতে যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন মনে হলো ঘরের মধ্যে জিন-পরী ঢুকছে। সারা ঘর আলোকময় হয়ে পড়েছে। ঘোর কাটতেই বুঝতে পারলাম যে জানালা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকেছে। বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে গেলাম। অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে চাঁদ দেখতে গিয়ে কেন যে মন খারাপ হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম না।

আমার অবস্থা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই। আমি তো আগে এমন ছিলাম না- অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম না। মানুষের মুখচ্ছবি আমাকে প্রভাবিত করত না। তাদের আকুতি হাসি-কান্নায় প্রভাবিত হতাম বটে; কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে লোকজনের পানে তাকিয়ে তাদের মর্মবেদনা খোঁজার অভ্যাস আমার ভেতরে কিভাবে এলো তা ভেবে পাচ্ছি না। আমার মধ্যকার এই পরিবর্তন সমাজসংসারে অন্য কারো কোনো কাজে দিচ্ছে কি না বলতে পারব না। তবে নিজেকে নিদারুণভাবে ভোগাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে অতীতের কথা মনে পড়া- রাস্তার মেহনতি মানুষের মুখ-পেট-বুক এবং কোটরগত চোখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া যে ভালো লক্ষণ নয় তা বিলক্ষণ টের পাচ্ছি নিজের অস্বাভাবিক বিবর্তন দেখে।

আমার সাম্প্রতিক বিবর্তনের কারণে রীতিমতো ঘুম হারাম হয়ে গেছে। প্রতিদিন পত্রিকা খুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেশ জাতির খারাপ খবরগুলো পড়তে গিয়ে নিজের অভাব অভিযোগ বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। বাজারে প্রতিদিনই কোনো না কোনো পণ্যের মড়ক লাগে। আজ দাম বৃদ্ধি তো কাল ব্লাক আউট অর্থাৎ সরবরাহে ঘাটতি। শাকসবজি-আটা-ময়দা-তেল-চিনির মতো বর্তমান দুনিয়ার সহজলভ্য পণ্যগুলো কেন দেশের বাজারে অগ্নিমূল্যে বিক্রি হচ্ছে এবং তাও আবার প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে না- তা চিন্তা করতে গেলে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ লুটের পর সোনা বিক্রির খবরের সাথে আমার ব্যক্তিগত কোনো লেনদেন নেই। অথচ এই দু'টি ঘটনা মনে হলে মন খারাপ হয়ে যায়। বহু প্রশ্ন মনের মধ্যে আসে এবং সেগুলোর জবাব না পেয়ে কিংবা জবাবদিহিতার কোনো স্থান খুঁজে না পেয়ে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রবল চিৎকার আমার মধ্যে সুনামি সৃষ্টি করে।

আমি যখন রাস্তায় বের হই তখন উন্নয়নের গদা হাতে অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ দৈত্যগুলোকে দেখি তখন স্থির থাকতে পারি না। ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, দুর্বিষহ যানজট, অস্বাভাবিক কোলাহল হইচই-গালিগালাজ ও খিস্তি খেউয়ের শব্দে কান ঝালাপালা হতে হতে আজ আমার শ্রবণশক্তিও মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পরিচিত সমাজ, সংসারের কারো মুখে হাসি নেই। কথা বললেই এমন সব দুঃসংবাদ শুনতে হয়, যা মনের মধ্যে নিদারুণ এক ভয় সৃষ্টি করে ফেলে। আমার বাকি জীবন ও উত্তরসূরিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইদানীং যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি তা জন্মের পর কোনোকালে ঘটেনি।

আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম, ইদানীং অতীতের ঘটনা খুব মনে পড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সোনা বিক্রির খবরে শৈশবের গণি মিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। আমার ছেলেবেলায় কম করে হলেও দশ-বারোজন গণি মিয়া ছিলেন। কেউ প্রতিবেশী কেউবা গ্রামের মাতব্বর আবার কেউবা সহপাঠী অথবা নিকটাত্মীয়। এসব গণি মিয়ার মধ্যে দুই গণি মিয়ার কাহিনী আমাকে প্রায়ই নস্টালজিয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। প্রথম গণি মিয়া হলেন পাঠ্যপুস্তকে পড়া সেই দরিদ্র কৃষক যার নিজের জমি নেই, অন্যের জমিনে বর্গা চাষ করে বহু কষ্টে জীবন-যাপন করেন। তারপর কর্জ করে মহা ধুমধামে ছেলের বিয়ের জিয়াফত আয়োজন এবং ঋণের জালে আটকা পড়ে দুর্বিষহ যাপিত জীবনের কাহিনী। আমার বয়সী অন্যসব বিদ্যার্থীর মতো আজো আমি সেই গণি মিয়ার কথা স্মরণ করি। আমার শৈশবের সেই গণি মিয়ার গল্প থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছি তা অনুসরণ করার কারণে হাওলাত করে ফুটানি দেখানোর স্পর্ধা আমার কোনোকালে হয়নি। দ্বিতীয়ত, গণি মিয়ার মতো অপকর্ম যারা করে তাদের ঘৃণা করার যে নৈতিক শিক্ষা পেয়েছি তাও ইদানীংকালে আমার জন্য বোঝা হয়ে পড়েছে।

আমার জীবনের দ্বিতীয় গণি মিয়া কল্পলোকের কোনো গল্পের চরিত্র নন। তিনি ছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ের দফতরি। বয়স্ক মানুষ। তখন তার বয়স বড়জোর পঞ্চাশ বছর হয়েছিল আর আমি ছিলাম সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সেকালে মানুষের গড় আয়ু এখনকার মতো ছিল না। তখন নারীরা ত্রিশে বুড়ি হয়ে যেতেন আর পুরুষরা চল্লিশেই বুড়াদের খাতায় নাম লেখাতেন। ফলে পঞ্চাশ বছরের দফতরি গণি মিয়া তার পাকা চুল দাড়ির কারণে আজকের দিনের আশি বছর বয়সী বুড়াদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। গণি মিয়া কৃষক গণি মিয়ার মতো কর্জ করে চলতেন না। তিনি পরিশ্রম করতেন। বিদ্যালয়ের চাকরির পাশাপাশি প্রতি হাটবারে টুকটাক ব্যবসা করতেন- কখনো আম-কাঁঠালের পাইকারি মহাজনী। নৌকা থেকে পণ্য কিনে তা খুচরা বিক্রি করে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা লাভ করে বেজায় খুশিমনে বাজার সদাই করে বাড়িতে ফিরতেন।

দফতরি গণি মিয়া দুটো কারণে আমাদের এলাকায় নিদারুণ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। প্রথমটি ছিল তার বিয়ে। তিনি বুড়ো বয়সে অনিন্দ্য সুন্দরী এক কিশোরীকে বিয়ে করে আমাদের এলাকার তাবৎ পুরুষের মনে নিদারুণ এক হিংসার তীর ছুড়ে দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় কারণ ছিল স্ত্রীর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার দরুণ কোনো এক বর্ষণমুখর বিকেলে অভিনব উপায়ে ইলিশ মাছ কিনে এলাকায় অনন্য উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে। আমাদের কৈশোর বেলার দফতরি গণি মিয়ার ইলিশ মাছ কেনার কাহিনী পুরো এলাকায় মশহুর হয়ে পড়েছিল এবং সেই কাহিনী বললেই বুঝতে পারবেন যে, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে কেন গণি মিয়ার কথা নস্টালজিয়ার মধ্যে ফেলে দেয়।

উলানিয়া নামক একটি বড়সড় বন্দরে আমরা বসবাস করতাম। বন্দরের শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে গণি মিয়া তার কিশোরী নববধূকে নিয়ে থাকতেন। ঘটনার দিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কিশোরী বধূ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তায় চলাচলকারী লোকজন দেখছিলেন এবং তাদের কাকভেজা শরীর এবং মেঠোপথে পা পিছলে পড়ার দৃশ্য দেখে ভারি মজা পাচ্ছিলেন। এমন সময় পল্লীবধূ দেখলেন একজন পথচারী দুটো ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছে। গণি মিয়ার বউ জানতে পারলেন যে বাজারে পানির দরে ইলিশ বিকোচ্ছে। তিনি স্বামীর কাছে আবদার করলেন ইলিশ কিনে আনার জন্য। গণি মিয়ার ঘরে সে দিন টাকা ছিল না। তিনি এক সের পরিমাণ চাল বাজারে নিয়ে গেলেন এবং সেই চাল বিক্রি করে বিরাট এক ঢাউস ইলিশ মাছ কিনে বীরদর্পে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে অবাক করে দিলেন।

উল্লেখিত দুই গণি মিয়ার পর আমি আজকের নিবন্ধের তৃতীয় গণি মিয়ার কাহিনী বলব যিনি বয়সে কিশোর। লেখাপড়া শিখেছেন কি না তা বলতে পারব না। নিউ মার্কেটের কোনো এক ফুটপাথের দোকানের কর্মচারী গণি মিয়া থাকেন কামরাঙ্গীরচরে। সাত সকালে কামরাঙ্গীরচর এলাকা থেকে এসে সারা দিন কাজ করে অভুক্ত শরীরে পুনরায় হেঁটে কামরাঙ্গীরচরের বস্তিতে গিয়ে রাতে রান্না করে খেয়েদেয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তার মনে কী বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা বুঝতে পারবেন তার জবানিতে। একটি সামাজিক মাধ্যমে তার বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তার দৈনন্দিন কর্ম ও আয়-রোজগারের যে হিসাব দিয়েছেন তা শুনলে গল্পের গণি মিয়া এবং দফতরি গণি মিয়া শোকে দুঃখে মর্মব্যথী হয়ে গড়াগড়ি করে কাঁদতেন। কিশোর গণি মিয়া বলেন, বস্তিভাড়া এবং রাতের খাবার বাবদ টাকা পরিশোধের পর তার হাতে মাত্র দুই হাজার টাকা থাকে। গ্রামে দরিদ্র পিতা-মাতার জন্য ১৫০০ টাকা পাঠানোর পর তার হাতে থাকে মাত্র পাঁচ শ' টাকা, যা দিয়ে সকাল কিংবা দুপুরে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে সারাটি মাস তাকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। রাতে অভুক্ত শরীরে বহু পথ হেঁটে যেতে তার কী পরিমাণ কষ্ট হয় সেই উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে বলেন যে, তার দুঃখ সরকার বুঝবে না। তারপর মন খারাপ করে তিনি এমনভাবে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকান যে, প্রশ্নকর্তা তাকে পুনরায় প্রশ্ন করার সাহস হারিয়ে ফেলেন।

তৃতীয় গণি মিয়ার মন খারাপের দৃশ্যের সাথে যখন রাষ্ট্রপতির রাজকীয় বিদেশ ভ্রমণ কিংবা প্রধানমন্ত্রীর বিলাসবহুল বিদেশ সফরের দৃশ্য সংযুক্ত করি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সোনা বিক্রির খবর পড়ি তখন অজানা এক শঙ্কা আমার মনের মধ্যে আছর করে। যখন বিএনপির জনসভার খবর পড়তে গিয়ে জানতে পারি যে, লাখ লাখ লোক ষাটের দশকের মতো চিড়া-গুড় নিয়ে হেঁটে তিন চার দিনের জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে যোগ দিতে তখন *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

জলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে খাদ্য ও পুষ্টিগুণকে পাল্টে দিচ্ছে

মো. মহসীন আলী

বন্যার পানিতে প্লাবিত বসতঘর। বাবার পিঠে চড়ে যাচ্ছে ছোট্ট শিশু। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে ও অন্যান্য সমস্যায় বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশগুলো বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হচ্ছে। ফাইল ছবি: রয়টার্স

মহামারি, যুদ্ধ ও জলবায়ু পরিবর্তনড়এই ত্রয়ী প্রভাবে বর্তমান বিশ্ব অন্যতম প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট এবং গুরুতর খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা গোটা বিশ্বে দুর্ভিক্ষের সংকেত দিচ্ছে। যদিও মহামারি ও যুদ্ধ তুলনামূলকভাবে নতুন ঘটনা; জলবায়ু পরিবর্তন তো কয়েক দশক ধরে চলমান। কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্যনিরাপত্তা, খাদ্যের গুণমান এবং পুষ্টিকে প্রভাবিত করছে, তা এই আলোচনার বিষয়।

মানহীন খাদ্য অসুস্থতা ও মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে প্রায় ৬৯ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৮৪ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (এফএও২০২০)। ২০২০ সালের হিসাবে, ৫ বছরের কম বয়সী ১৫ কোটি শিশু খর্বতার শিকার হয়েছিল এবং অপ্রতুল ও নিম্নমানের খাদ্যাভ্যাসের কারণে সাড়ে ৪ কোটি কৃশতায় আক্রান্ত ছিল। একই সঙ্গে ২০২০ সালে ৫ বছরের কম বয়সী ৩ দশমিক ৯ কোটি শিশুর ওজন বেশি ছিল (ডব্লিউএইচও ২০২১)। এসব প্রবণতা অসমতা এবং টেকসই নয় এমন খাদ্যব্যবস্থার কারণে হয়, যা সবার জন্য খাদ্যনিরাপত্তা এবং পুষ্টির প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য বাহ্যিক ধাক্কা যেমন কোভিড-১৯ মহামারি খাদ্যব্যবস্থাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে আরও বেশি মানুষকে অপুষ্টির আওতায় নিয়ে এসেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন আবহাওয়ার ঘটনা যেমন খরা, বন্যা, দাবদাহ, মাটির নিম্ন-উর্বরতা হেতু উৎপাদনহ্রাস, বৃষ্টির অস্বাভাবিক ধরন এবং ভারী সার ব্যবহার থেকে অ্যাসিড বৃষ্টি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দুষ্টচক্র সব ধরনের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টি, পরিবেশের ক্ষতি, পানির অভাব এবং নতুন নতুন মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগের উদ্ভব ঘটায়।

জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি মাটির উর্বরতা, বৃষ্টির ধরন, ফসলের ফলন এবং খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টি উপাদান এবং পুষ্টির জৈব উপলভ্যতাকে প্রভাবিত করে পুরো খাদ্যব্যবস্থাকে বিরূপ করে। এসব পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহে ম্যাক্রো এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট হ্রাস করে। পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে আরও সমস্যা যেমন কীটপতঙ্গ দ্বারা খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে নষ্ট হওয়া এবং খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ায়।

খাদ্যব্যবস্থার আওতায় উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, বণ্টন, বাণিজ্য ও বিপণন, নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যের ব্যবহার এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, আর্থসামাজিক এবং পরিবেশের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত।

নব্যপ্রস্তর বিপ্লবে কৃষির আবির্ভাব প্রধানত উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্যের দিকে মোড় নেয়। খাদ্যব্যবস্থা আরও বিকশিত হয়েছে নগরায়ণ, খাদ্য সঞ্চয় ও পরিবহনব্যবস্থা, বাণিজ্য রুট এবং ভোক্তা চাহিদার উন্নয়নের সঙ্গে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রক্রিয়াজাত, শক্তি ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ড়ঘন খাবারের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং পরিবহনে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

খাদ্যব্যবস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে একটি পারস্পরিক এবং চক্রাকার মিথস্ক্রিয়া রয়েছে। গত ৪০ বছরের মধ্যে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে এবং খাদ্য সরবরাহশৃঙ্খলের বিশ্বায়ন হয়েছে। ব্যাপক খাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ (যেমন, সার ব্যবহার, সম্প্রসারিত শস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন) এবং বন উজাড়ের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেছে, যা প্রকৃতপক্ষে খাদ্য উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে।

এ ছাড়া ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ, শিক্ষা এবং সমৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয়। উচ্চ আয়ের দেশগুলো নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বেশি দুগ্ধজাত পণ্য এবং মাথাপিছু ৯ গুণ বেশি ডিম ব্যবহার করে। ২০১০ ও ২০৫০ সালের মধ্যে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের বৈশ্বিক চাহিদা যথাক্রমে ৭০ ও ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। পশ্চিমা বিশ্বে এবং ক্রমবর্ধমান আয় ও নগরায়ণের সঙ্গে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয়ও প্রাণিজ উৎসের খাবার বেশি খাওয়া হচ্ছে। একই সময়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সংজ্ঞা নিয়েও বিভ্রান্তি হয়েছে। বলা হয়, পশ্চিম এবং লাতিন আমেরিকান খাদ্য এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার তুলনায় স্বাস্থ্যকর। কিন্তু তা বিশ্বব্যাপী অপুষ্টির দ্বৈত বোঝা বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। কারণ, পশ্চিম ও লাতিন আমেরিকায় অতি ওজন ও স্থূলতার হার বেশি। অপর দিকে দাবি করা হয়, প্রক্রিয়াবিহীন ও নিরামিষ খাবার দীর্ঘায়ু এবং খাদ্যসম্পর্কিত অসংক্রামক রোগের নিম্নহারসহ বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যসুবিধা প্রদান করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: জীববৈচিত্র্য হ্রাস : ৫০ বছর ধরে সীমিত ফসলি কৃষি প্রচলিত শস্য ও উদ্যানজাত ফসলের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, যার ফলে দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী খাদ্যশস্যের ক্ষতি হয়েছে। আজ মানুষের খাদ্যের ৮০-৯০ শতাংশ ১২ থেকে ২০ প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল এবং শুধু তিনটিড়চাল, ভুট্টা ও গম প্রায় ৬০ শতাংশ ক্যালরি এবং উদ্ভিদ প্রোটিনের উৎস (এফএও)।

কৃষি উৎপাদনকে তাই গত অর্ধশতাব্দীর ‘সবুজ বিপ্লব’ প্রযুক্তির বাইরেও কৌশল গ্রহণ করতে হবে। যদিও এ ধরনের কৌশলগুলো ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে উপকারী ছিল, কিন্তু কৃষিরাসায়নিকের অনুপযুক্ত ও অত্যধিক ব্যবহার, অদক্ষ সেচব্যবস্থার মাধ্যমে পানির অপচয়, উপকারী জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং হ্রাসকৃত ফসলবৈচিত্র্য খাদ্যব্যবস্থায় ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হয়।

খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যের পুষ্টি উপাদান পরিবর্তন করে মানুষের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চ মাত্রার কার্বন ডাইঅক্সাইডের ফলে ফসলের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে বটে, কিন্তু উদ্ভিদের প্রোটিন উপাদান এবং ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং জিঙ্কের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস হ্রাস করে। উচ্চতর কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশে উৎপাদিত হওয়া বেশির ভাগ ফসলের (ছোলা, ভুট্টা, আখ ইত্যাদি ছাড়া) ভোজ্য অংশে নাইট্রোজেন এবং প্রোটিনের ঘনত্ব হ্রাস পায়।

ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ খাদ্য ব্যবহার এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। এটি বৈশ্বিক পুষ্টির অবস্থার উন্নতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, কেননা প্রাণিজ উৎসের খাবার গ্রহণের সঙ্গে ছোট শিশুদের উন্নত বৃদ্ধি এবং বিকাশ যুক্ত। কারণ, প্রাণিজ খাবার থেকে প্রোটিন এবং আয়রনের মতো পুষ্টির জৈব উপলভ্যতা বেশি।

বিকল্প প্রোটিন উৎস যেমন উদ্ভিদ প্রোটিন, ভোজ্য পোকামাকড়, সামুদ্রিক শৈবাল, অণু শ্যাওলা এবং কোষ কালচারভিত্তিক প্রোটিন কম পরিবেশগত ক্ষতচিহ্ন রাখতে পারে।

খাদ্যব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপায় : কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে অপুষ্টির প্রতিকারের পূর্বের প্রচেষ্টাগুলো ক্যালরির পর্যাপ্ততা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষ এখনো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এবং প্রোটিনের ঘাটতিতে ভুগছে। পদ্ধতিসমূহ যেমন বায়োফোর্টিফিকেশন (অর্থাৎ জেনেটিক নির্বাচনের মাধ্যমে ফসলের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট উপাদানের

আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

শফিকুল আলম

জলবায়ু সম্মেলন (কপ২৭) এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন জ্বালানি ও খাদ্য সংকটের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দায় পৃথিবীব্যাপী অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকটা জটিল হলেও জলবায়ু অর্থায়ন যে সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে আমাদের অভিযোজন ও গ্রিনহাউজ গ্যাস প্রশমনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তঃসরকারি প্যানেল আইপিসিসি যেমনটি বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের সুযোগ ক্রমেই কমছে। এ সুযোগ নিতে হলে বাংলাদেশের মতো জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে।

বাংলাদেশের জ্বালানি ল্যান্ডস্কেপ

২০২১ সালের জুনে পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় বাংলাদেশ নতুন ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়। এর আরেকটি কারণ ছিল কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের অনিশ্চয়তা।

পরবর্তী সময়ে আগস্টে জাতিসংঘের জলবায়ুবিষয়ক উইং ইউএনএফসিসিসিকে (টঘঋঈঈঈ) বাংলাদেশের দাখিল করা পরিমার্জিত ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনে (এনডিসি) গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায়। লক্ষ্যমাত্রা হলো, নিজস্ব সক্ষমতায় ২০৩০ সাল নাগাদ জ্বালানি, শিল্প, কৃষি, বন ও বর্জ্য খাতে সাকল্যে ৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো। তবে আর্থিক, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উন্নত বিশ্বের সহায়তা পেলে বাংলাদেশ আরো ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে সক্ষম হবে।

এদিকে নভেম্বর ২০২১-এ বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দেয় ২০৪১ সালের মাঝে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। বলে রাখা ভালো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা এখনো পূরণ হয়নি। যে কারণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত ও নতুন লক্ষ্যে পৌঁছাতে সরকার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো থেকে প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা আশা করছে।

ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলমান যুদ্ধের ফলে অস্থিতিশীল জীবাশ্ম জ্বালানির বাজারের প্রভাব অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও পড়েছে। ব্যয়বহুল তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের কারণে সরকার জ্বালানি আমদানি কমাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র বসিয়ে রাখতে হচ্ছে এবং বিদ্যুতের সংকট জনজীবনে প্রভাব ফেলার পাশাপাশি শিল্প খাতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাত্রাতিরিক্ত আমদানিনির্ভরতায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে, যা পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০ হাজার ২৫১ কোটি টাকা।

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও গ্রিনহাউজ গ্যাস প্রশমনে খরচ

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নিজস্ব কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশেষত আমদানি ব্যয় মেটাতে গিয়ে তৈরি হওয়া আর্থিক চাপ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। কাজেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে আন্তর্জাতিক সহায়তা যেমন জলবায়ু অর্থায়নের গুরুত্ব আরো সুস্পষ্ট হচ্ছে।

গড়পড়তা হিসাব করলেও ২০৪১ সাল নাগাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ পেতে এখন থেকেই প্রতি বছর ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা তার বেশি বিনিয়োগ করে যেতে হবে। আর এনডিসি অনুযায়ী গ্রিনহাউজ গ্যাস প্রশমনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০৩০ সাল পর্যন্ত অনুমিত ব্যয় ১৭৬

বিলিয়ন নার্কিন ডলার।

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত এক দেশের নাম বাংলাদেশ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যার হার, তীব্রতা ও স্থায়িত্ব বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে। এতে মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে বিভিন্ন অবকাঠামোর ক্ষতি হচ্ছে। প্রায় প্রতি বছর সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা বেড়েছে। এতে সীমান্তবর্তী প্রায় দুই কোটি মানুষ সুপেয় পানির সমস্যায় রয়েছে এবং কৃষিকাজেরও ক্ষতি হচ্ছে।

যদিও বাংলাদেশ বন্যা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনেক অগ্রগতি করেছে এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অভিযোজনে বিশ্বে নেতৃত্বও দিচ্ছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতি বছর বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে দেশ। সম্প্রতি প্রকাশিত স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনে জানা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সংঘটিত ক্ষতি মোকাবেলায় ও মেরামতে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলো বছরে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে। উল্লেখ্য, এ ব্যয় বার্ষিক সরকারি ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ এবং বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলোর অবদানের ১২ গুণের বেশি। এ থেকে সহজেই অনুমেয়, আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন ছাড় নিশ্চিত করতে ধনী দেশগুলোর প্রতি ইউএনএফসিসির গত বছরের আহ্বান অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ বলা যায়। তবে ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুন শহরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন বর্তমান সময়ে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল মনে হয়েছে।

কপ২৭ থেকে ভালো ফলের প্রত্যাশা : ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস আশা করে, উন্নত দেশগুলো কপ২৭ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নের পরিমাণ বাড়াতে অঙ্গীকার করবে এবং জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে সমালোচনা যেমন দ্বৈত গণনা দূর করতে ব্যবস্থা নেবে। অর্থায়ন বরাদ্দে অভিযোজন ও প্রশমনে ভারসাম্যও বজায় রাখবে। এবারের সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, ক্ষয়ক্ষতি (খড়ংং ধহফ উধসধমব) বিষয়ক তহবিল আলোচনার বিষয়বস্তুতে সংযুক্ত হয়েছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য উন্নত দেশগুলোর এখন একটি ক্ষয়ক্ষতি তহবিল তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ডেনমার্ক জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা দিতে প্রাথমিকভাবে ১৩ মিলিয়ন ডলারের অঙ্গীকার করে।

পরিশেষে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্যের অস্থিরতা অনেক দেশের জ্বালানিনিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। সঙ্গে তৈরি হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে অনুকূল পরিবেশ। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। তাই উন্নত দেশগুলো কপ২৭ সম্মেলনে বাংলাদেশের মতো দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত প্রসারে জলবায়ু অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধির অঙ্গীকার করতে পারে। এক্ষেত্রে যৌক্তিক ধাপ হিসেবে উন্নত দেশগুলোকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে ঠিক কবে নাগাদ তারা বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড় করতে পারবে এবং সঙ্গে বর্ধিত অর্থায়নের একটি রূপরেখা তারা তৈরি করতে পারে।

অনেক সমালোচনা থাকলেও বাস্তবতা হলো ‘কপ’ একমাত্র প্লাটফর্ম, যেখানে বিভিন্ন দেশ তাদের প্রস্তাব উত্থাপন এবং তাতে অন্য দেশের সম্মতি অর্জন করতে পারে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন এখন আমাদের সবার জন্যই হুমকিস্বরূপ, সব দেশের নেতাদের অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়ায় ঐকমত্য অর্জন এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য জলবায়ু অর্থ প্রদান দ্রুততার সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে। শফিকুল আলম: জ্বালানি বিশ্লেষক ও ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিসে কর্মরত। বণিকবার্তা-র সৌজন্যে

Law Offices of

KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

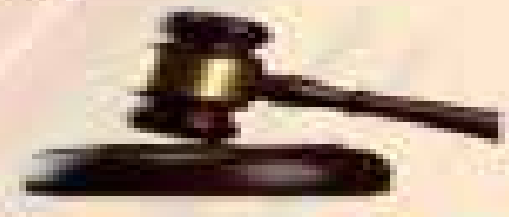

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Accident Cases

- *Free Consultation*
- *Construction Work Accident*
- *Car/Building Accident*
- *Birth of Disable Child*
- *No Advance Required*

Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
Email: m.Khalek28@yahoo.com

Law Office of Kim & Associates P.C
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

বেগুন সাংবাদিকতা: কৃষক-গবেষকে উদ্বেগ

মোস্তফা কামাল

কারণে-অকারণে এমনিতেই সাংবাদিকদের তেলবাদিক-চাম্বাদিকসহ কতো গালমন্দ হজম করতে হয়। আলু, পটল, ডাঁটা, ঝিঙা, পুঁইশাক বাদ দিয়ে এখন যোগ হয়েছে বেগুনবাদিক। এটা নিয়তি, নাকি একের পাপে বাদবাকি সাংবাদিকদের নিপাতনে সিদ্ধ হওয়াড় তা নিস্পত্তিহীন প্রশ্ন। বেগুন খেলে ক্যানসার হোক বা না হোক, এ মর্মে প্রচারিত তথ্যগুণে সর্বনাশ যা হওয়ার তার অনেকাংশই হয়ে গেছে। বাকি আছে কেবল দেশের তথা সাংবাদিকতার ক্যানসার হওয়া। দেশে বেগুনের গুণ নিয়ে নানা কথা প্রচারিত আবহমান কাল ধরেই। আবার বেগুনের কোনো গুণ নেই বলেও প্রবাদ- প্রচারণা আছে ‘যার নেই কোনো গুণ, তার নাম বেগুন’ এমন শ্লোকও আছে। কিন্তু, চুলকানি বা এলার্জি ছাড়া বেগুণের গুরুতর আর কোনো দোষের কথা শোনা যায়নি কখনো।

একেবারে টাটকা খবরের মতো বেগুণের গুরুতর দোষের তথ্য প্রচার হয়েছে সম্প্রতি। তাও যেনতেন দোষ নয়, ক্যানসারের ঝুঁকির বদনাম। বাতকে বাত নয়, এ নিয়ে একেবারে গবেষণা রিপোর্ট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাজারে। একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের টকশো হওয়ার পর কিছু অনলাইনে এর কপি-পেস্ট হয়েছে। পরে যোগ হয়েছে মূলধারার কয়েকটি গণমাধ্যমেও।

গত বছর কয়েক ধরে বাজারে আধিপত্য দেখে বেগুন চাষে ঝুঁকেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক কৃষক। ফলন ও দাম ভালো পেয়ে তাদের লাভবান হওয়ার সাফল্য সংবাদ প্রচার হয় গণমাধ্যমে। বেগুনের এ গুণে দিনকাল ভালোই যাচ্ছিল অনেক কৃষকের। এখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো হঠাৎ ছেদ পড়লো বেগুনে। সঙ্গে আতঙ্কও। বেগুনের এই বদগুণের পূর্বাপর তথ্যতালাশে জানা গেছে, আলোচিত ড. জাকির হোসেনের গবেষণাটি প্রকাশ হয়েছে বিশ্বমানের বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল ‘নেচার’ পাবলিশিং গ্রুপের প্রকাশিত ‘সাইন্টিফিক রিপোর্ট’ নামক একটি উঁচু মাপের জার্নালে। ১৮৬৯ সাল থেকে এই জার্নালে বিশ্বের খ্যাতিমান গবেষকদের বাছাইকৃত গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়। সেখানে এবার যোগ হয়েছে বেগুন।

‘নেচার’ নাম হলেও এটি পরিবেশ বিষয়ক কোনো ম্যাগাজিন নয়। কিন্তু, ঢাকার গণমাধ্যম গুলিয়ে ফেলেছে বিষয়টি ‘বেগুন খেলে ক্যানসার হয়’ অনুবাদে কেবল তালগোলই পাকানো হয়নি, প্যাঁচিয়ে ফেলা হয়েছে ডক্টর, ডাক্তার, গবেষকদেরও। আর বেগুন চাষিদের মাথায় হাত তুলে দেওয়া হয়েছে। মুদ্রণ ও টকশোতে একেবারে সেরের ওপর সোয়া সের।

বেগুন ও গবেষণা বিষয়ে নূন্যতম স্টাডি না করে রীতিমত বেগুন সাংবাদিকতা নামে এক নতুন সাংবাদিকতার জন্ম দিয়ে ফেলেছেন টকশোর সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনসহ কয়েকজন সাংবাদিক। সেইসঙ্গে টক শোতে প্রশ্নের নামে আসামির মতো জেরার তোড়ে একজন খ্যাতিমান কৃষিবিজ্ঞানী তথা গবেষককে নাস্তানাবুদ করা হয়েছে। সেটা অজ্ঞতা, না বেগুনবিরোধী চক্রান্ত, কোনোটাই পরিস্কার নয়। তবে বেগুনের এই অ্যাপিসোড আচ্ছা রকমের প্রশ্নে ফেললো সাংবাদিকসহ গণমাধ্যম কর্মীদের। বরাবরের নানা ঘটনা বা আলোচনার মতো মানুষ হয়তো কিছুদিনের মধ্যে এটা ভুলে যাবে, সামনে চলে আসবে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কচলানো থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়া কঠিন। বেগুন যুগ যুগ ধরে বাঙালির সবজির চাহিদা মেটাচ্ছে। বেগুন গণমাধ্যমে অনেকবার শিরোনাম হয়েছে রমজান মাসে। তা প্রথমত বেগুনি ইফতারির গুরুত্বপূর্ণ আইটেম বলে। দ্বিতীয়ত বেগুনির প্রধান উপকরণ বেগুনের চড়া দাম হওয়ায়। কিন্তু, দেশে এ সময়ে এতো এতো সমস্যা থাকতে বেগুনকে বিষয় করার সামান্যতম উপযোগিতা দেখছেন না সাংবাদিকতার পাঠ নেওয়া পেশাদার গণমাধ্যম কর্মীরা। বড় জোর সবজি কমিউনিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে বেগুনের অতি দাম নিয়ে এক্সট্রা বা সাইড রিপোর্ট হতে পারতো। এমনও নয় যে, করোনা-ডেঙ্গুর চেয়ে দেশে ক্যানসার বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। আবার দেশের গবেষণা রাজ্যে খরা লাগায় বেগুন বিষয়ে একজন সম্মানিত শিক্ষক-গবেষককে নাজেহাল করার মতো উপযোগিতাও দেখা দেয়নি। অথবা দাম চড়ে যাওয়ায় সবজি রাজ্যের ছোট সদস্য বেগুনকে প্রতীকি শাস্তি দিতে হবে। তাহলে কেন বেগুনের পেছনে লাগা? কেন বেগুনালাপ জমানো?

এসব প্রশ্নের সঙ্গে বলতেই হয়, কোনো গবেষককে এভাবে ডেকে কথাপ্রদর্শন (টকশো) বা বুঝবানের জ্ঞান জাহিরে অপমানিত করার মাঝে গৌরব নেই। বরং নিজের অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে গেছে আপনা-আপনিই। তা গোটা গণমাধ্যম কমিউনিটিকেও খাটো না করে পারে না। আর প্রশ্নের পর প্রশ্নের জন্ম তো দিয়েছেই। এতোদিন কি তাহলে বেগুন সম্পর্কে ভুল জানানো হয়েছেড় এ প্রশ্নও ঘুরছে সাধারণ মহলে। চিকিৎসক, পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা কেন এতোদিন জানিয়েছিলেন, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এ সবজিটি শরীরের বিষাক্ত উপাদান কমায়, ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে? বেগুন না ভিটামিন এ, সি, ই এবং কে সমৃদ্ধ? বেগুনের ভিটামিন এ কি আর এখন চোখের পুষ্টি জোগায় না? সবজিটির ভিটামিন সি ত্বক, চুল, নখকে আর মজবুত করবে না? আর সাহায্য করবে না রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে?

অভিমান করে বেগুন যদি আর হার্টকে ভালো রাখার ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি-৬ বন্ধ করে দেয়? যা গণমাধ্যমের মতো পূর্ণকালীন শ্রম-ঘাম ঝরানো পেশাজীবীদের জন্য আরও বেশি জরুরি। তবে, বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি ও ব্রনে ভোগাদের বেগুনমুক্ত থাকাই উত্তম। নইলে তথ্য আর অপতথ্য সাপ্লাই চলতেই থাকবে। যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই হতে থাকবে বিধেয়। মোস্তফা কামাল সাংবাদিক-কলামিস্ট, বার্তা সম্পাদক, বাংলাভিশন। দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

জলবায়ু অর্থায়নে বৈশ্বিক সংকটেরও প্রভাব পড়ছে

কেলি সিমস গ্যালাঘার

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার ভাষণে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র তার আর্থিক সহায়তা বাড়াবে প্রতিবছর ১১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত।

প্রায় একই ধরনের প্রতিজ্ঞা করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনিও কথা দেন, সবুজ জ্বালানি ও স্বল্প কার্বনের শক্তি-উৎসের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি সহায়তা বাড়াবেন।

বিশ্বের প্রভাবশালী দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দেওয়া ওই প্রতিশ্রুতির এক বছর পেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে। কিন্তু নিজেদের কথার পুরোপুরি বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেননি কোনো নেতাই। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু সংক্রান্ত তহবিলে অতিরিক্ত সহায়তা বৃদ্ধির জন্য যে বিল উত্থাপন করা হয়েছিল, মার্কিন কংগ্রেসে সেটি পাশ হয়নি এখনো। আর চীন সবুজ জ্বালানি ব্যবহারে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উৎসাহ প্রদানের যে আশ্বাস দিয়েছিল, সেক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই। অথচ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় জ্বালানি তেলসংক্রান্ত বিনিয়োগ ও অর্থায়নে একই সময়ে চীন যে পরিমাণ অর্থপ্রবাহ বাড়িয়েছে, তার তুলনায় সবুজ জ্বালানিতে প্রণোদনা নস্যি। ফুনডান ইউনিভার্সিটির একাধিক বিশ্লেষক জানিয়েছেন, ২০২১ সালের তুলনায় জ্বালানি তেলে চীনের বিনিয়োগ বর্তমান বছরে প্রায় দ্বিগুণ। এমন চিত্র কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বেলায়ই নয়; বিশ্বজুড়ে বিশেষত ধনী দেশগুলো তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ বলা যায়। ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত কনফারেন্সে সরকারি প্রতিনিধিরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ২০২০ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য তাদের ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল তৈরির যে টার্গেট ছিল, সেটি জোগাড় করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন এবং ২০২৩ সালের আগে তাদের পক্ষে আর ওই তহবিল গঠন করা সম্ভব হবে না। প্রায় একই সময়ে বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণ একেবারে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসাবে গ্লাসগো ফিন্যান্সিয়াল ইনিশিয়েটিভ ফর নেটজিরো নামক যে মৈত্রী গঠিত হয় সেটি ভেঙে পড়ে। কারণ এর সদস্যদের অনেকেই জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারেননি কোনোভাবেই।

তবে আমি বলব, কেবল যে সরকার ও বেসরকারি কোম্পানিগুলোই তাদের জলবায়ু প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে তা নয়। ২০২২ সালের অক্টোবরে এক সাধারণ অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস এটা স্বীকার করতে অনীহা প্রকাশ করেন যে, জীবাশ্ম জ্বালানির দহন থেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের উৎপত্তি। এই যদি হয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানপ্রধানের বক্তব্য, তাহলে তো জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটিকে প্রতিষ্ঠানটি তাদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত করবে- এমনটি প্রত্যাশা করাই বৃথা। বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প ডেটাবেজ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করেছে ৩১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার এবং বিদ্যুৎ পরিবহণ ও বণ্টন খাতে ব্যয় করেছে ৩৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু একই সঙ্গে সংস্থাটি

জ্বালানি তেল ও গ্যাসে বিনিয়োগ করেছে ১৮ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। হতে পারে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক ওইসব প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার কারণে উন্নয়নশীল বহু দেশে অনেক মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে কিংবা বিদ্যুৎশক্তিতে তাদের প্রবেশাধিকার বেড়েছে। কিন্তু জ্বালানি অবস্থান্তর ইস্যুতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যকৃত কৌশলের অভাবে বিশ্বব্যাংকের ওপর জনগণ যে আস্থা হারাচ্ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমি মনে করি, জ্বালানি অবস্থান্তরের বেলায় আরেকটা অন্তরায় হচ্ছে জ্বালানি মূল্যের হঠাৎ ও দ্রুত বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত মূল্যস্ফীতি। বিশ্বব্যাপী সর্বত্রই ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; শুধু উন্নয়নশীল দেশে নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় অর্থনীতিগুলোতেও। হঠাৎ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আমেরিকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন গ্রাহককে বকেয়া রাখতে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল। এ বছর অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য শুরু হয়েছিল ব্যারেলপ্রতি ৮৬ ডলার হারে; জুনে এ মূল্য দাঁড়ায় ১২২ ডলারে। এখন যদিও অক্টোবরে ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ৮৯ ডলারে নেমে এসেছে, তবুও এখনো রয়েছে ৩ ডলারের ব্যবধান। এরই মধ্যে শীত চলে আসায় দুশ্চিন্তা আরও বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বছরের শুরুর তুলনায় এখন প্রায় দ্বিগুণ বেশি। এশিয়ায় এলএনজির দামও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। এ অবস্থায় ভিয়েতনামের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি চায়ও যে তারা জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে দ্রুত পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে ঝুঁকবে, তবু তাদের পক্ষে তেমন নীতি-সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন।

সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বিশ্বনেতাদের মনোযোগকে প্রথম বিক্ষিপ্ত করেছিল করোনা মহামারি। এখন রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রমণ এবং এ কারণে বেড়ে ওঠা মূল্যস্ফীতিজনিত পরিস্থিতি জলবায়ু বিষয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। এরই মধ্যে ইউক্রেনকে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে বাইডেন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটির মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ সহায়তা দিতে পেরেছেন উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। আমি বলছি না, জাতিসংঘের এখন উচিত হবে ইউক্রেনের নিরাপত্তাকে তার নিজ শক্তি-সামর্থ্যরে ওপর ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু আমার এ মন্তব্যের সঙ্গে আশা করি কেউই দ্বিমত পোষণ করবেন না যে, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণেও সরকার, করপোরেশন এবং উন্নয়ন অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু অর্থায়ন থেকে বিরত রয়েছে এ মুহূর্তে।

লোহিত সাগর তীরবর্তী মিসরের শার্ম আল শেখে এ বছরের জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন শুরু হয়েছে এরই মধ্যে। একে বলা হচ্ছে কপ-২৭। সম্মেলনটি এমন সময়ে শুরু হলো যখন জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৈশ্বিক পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম বিশ্ব অর্থনীতি নিজেই শক্তিশালী গতিপথে নেই। ফলে জাতিসংঘকে আরও বেশি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বসংস্থা যদি আসলেই জলবায়ুর ক্ষতিকর পরিবর্তন রোধ করতে চায়, তাহলে কপ-২৭ থেকেই ঠিক করতে হবে কীভাবে উন্নয়ন অর্থায়নের কাঠামোটি পুরোপুরি মেরামত করে নেওয়া যায়; ভবিষ্যতে অল্প কার্বন নীতি অনুযায়ী কীভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পুঁজি বিনিয়োগ করা উচিত এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি রেখে কীভাবে দেশগুলো ‘নেটজিরো’ নিঃসরণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ করে নিতে পারবে তাদের জাতীয় নীতিকৌশল।-কেলি সিমস গ্যালাঘার : অধ্যাপক, এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট পলিসি, টাফটস ইউনিভার্সিটি, বস্টন, যুক্তরাষ্ট্র । ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে ভাষান্তর জায়েদ ইবনে আবুল ফজল।দৈনিক যুগান্তর এর সৌজন্যে

জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র শাখা

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সফল ও
মোঃ এ বার ভুঁইয়া কে সভাপতি
ও আসেফ বারী টুটুলকে
সাধারণ সম্পাদক পদে
বিপুল ভোটে জয়ী করায়

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গ সংগঠনকে

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

প্রচারেঃ

মোঃ আব্দুল কাদির লিপু
সভাপতি
যুব সংহতি, যুক্তরাষ্ট্র শাখা

যেভাবে শাসকেরা ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠেন

জ্যান ভার্নার ম্যুলার

ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিতো মুসোলিনির রোম অভিমুখে যাত্রা এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁর আরোহণের ঠিক এক শতাব্দী পরে ইতালিতে জর্জিয়া মেলোনি নামের এমন একজন রাজনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, যাঁর রাজনৈতিক দলটির আদর্শিক শিকড় দেশটির আদি ফ্যাসিস্ট দলের আদর্শে প্রোথিত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি তাহলে ১৯২২ সালের পর ইতালির বাইরেও ছড়িয়ে পড়া মৃদু ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তন দেখতে পাচ্ছি?

যদিও এ প্রশ্ন করার মধ্যে কোনো ভুল নেই, তারপরও কট্টর দক্ষিণপন্থী নেতারা আমাদের এ প্রশ্ন করাকেই অযৌক্তিক প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলে বসতে পারেন, সমালোচনকারীরা বরাবরই বাড়িয়ে বলেন এবং তাঁরা মেলোনির প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে অতিরঞ্জিত চেহারা দিয়ে ফ্যাসিবাদের জয় হিসেবে দেখাতে চাইছেন; এটি অবশ্যই গণতন্ত্রের হুমকিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আগেই যেটি অনুমান করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই মেলোনি পার্লামেন্টে দেওয়া তাঁর প্রথম বক্তৃতায় ফ্যাসিবাদ থেকে নিজের অবস্থানকে দূরবর্তী রাখতে অনেক কায়দাকসরত করছিলেন। তবে আজকের দিনের আধুনিক ফ্যাসিবাদের প্রশ্নটি মাথায় রেখে সবাইকে মনে রাখতে হবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদও ভিন্ন ভিন্ন ধাপ পার হয়ে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে।

এ কথা ঠিক যে আজকের দিনে ইউরোপে বা আমেরিকায় সরাসরি কোনো ফ্যাসিবাদী শাসন নেই। তবে সেখানে অবশ্যই এমন কিছু দল আছে (যে দলগুলোর কোনোটি ক্ষমতাসীনও আছে), যেগুলো আদর্শিক দিক থেকে ফ্যাসিবাদকে অনুসরণ করে এবং ধীরে ধীরে একপর্যায়ে তারা কট্টর ফ্যাসিবাদী দিকে চলে যেতে পারে।

যেকোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস-ব্যবস্থার মতো ফ্যাসিবাদও বিবর্তিত হয় বলে ধরে নেওয়া যায়। আজ আমরা যে লিবারেলিজম বা উদারনৈতিকতাবাদ দেখছি, তা ১০০ বছর আগে এমন আদলে ছিল না।

একইভাবে রক্ষণশীলতা আগেকার মতো এখন 'আর কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল' কিংবা 'গোঁড়া অবস্থান'কে বোঝায় না। এটি এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মৌলিক মান স্বীকৃত হওয়াটাই এই ব্যবস্থাগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে।

আধুনিক সমাজে সোজা কথায় বলা যায়, উদারপন্থীরা মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বলে। অন্যদিকে রক্ষণশীলেরা সামাজিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের চটজলদি পরিবর্তনের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা দেখে।

আর ফ্যাসিস্টরা? তারা সবাই জাতীয়তাবাদী, যারা জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, অর্থাৎ তাদের ভাষায় দেশকে তারা 'আবার মহান করার' প্রত্যয় লালন করে থাকে। তবে সব জাতীয়তাবাদী কিন্তু ফ্যাসিস্ট নয় এবং তাদের মধ্যে অনেক রাজনীতিবিদ কোনো না কোনো ধরনের স্থানীয় ঐতিহ্য পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। ঐতিহাসিকভাবে যা ফ্যাসিবাদীদের অন্যদের থেকে আলাদা করেছে তা হলো, তাদের সহিংস সংগ্রাম এবং সামরিক বীরত্বের গৌরব। তারা কঠোরভাবে লিঙ্গ, জাতীয় এবং জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসেরও (হায়ারার্কি) প্রচার করে থাকে।

আজকের অতি ডানপন্থীরা নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গভেদ এবং সমাজের একেক মানুষের একেক অবস্থানের শ্রেণিবিন্যাস পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকে।

আদতে তাদের শক্তির মূল উৎস হলো বর্জনের রাজনীতি। তাদের মূল কথা হলো জাতির কাছে যারা বিদেশি বলে চিহ্নিত, তাদের অবশ্যই সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী অবস্থান থেকে দূরে রাখতে হবে, পাছে তারা শেষ পর্যন্ত প্রভাবশালীদের জায়গা দখল করে নিজেরাই সেখানে গেড়ে বসে।

তাদের বাইরে আরেকটি গ্রুপ আছে। তারা হচ্ছে 'উদারপন্থী অভিজাত গোষ্ঠী'। উগ্র ডানপন্থী লোকজনকে অর্থাৎ ট্রাম্পের ভাষায় 'রিয়েল পিপল; বা 'প্রকৃত জনগণ'কে তারা নিজেদের লোক বলে মনে করে না।

শেষোক্ত শ্রেণিটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথিত গণসংহতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সেটিকে মুসোলিনি 'ট্রেন্সোক্রেসি' বলে প্রশংসা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসোলিনির অনুসারীরা দেশের অভ্যন্তরে সহিংসতা চালিয়েছিল। একইভাবে হিটলারের উত্থান জার্মানিতে রক্তপিপাসু ডানপন্থী মিলিশিয়াদের জন্ম দিয়েছিল। এখন যে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করছে, তাদের একটি বড় অংশই প্রবীণ। তারা উদার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন মানতে পারছে না, ভিনদেশিদের উড়ে এসে জুড়ে বসাকে মেনে নিতে পারছে না।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রবার্ট প্যাক্সটন দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ বিভিন্ন চেহারা নিয়ে আসে। বিংশ শতাব্দীতে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত গণতন্ত্রগুলোকে ফ্যাসিবাদী সহিংস অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মেরে ফেলা হয়েছিল, সেখানে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রগুলোকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্তৃত্ববাদীদের কাছে নিগৃহীত হতে হচ্ছে। এখনকার কর্তৃত্ববাদীরা এমন সূক্ষ্ম আইনের কারসাজি করেন, যার ফলে তাঁদের অপসারণ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদ সহিংসতাকে মহিমান্বিত করলেও ফ্যাসিবাদীদের সব সময়ই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহিংসতায় জড়িত হতে হয়নি। মুসোলিনি নিজে রোমের দিকে অগ্রসর হননি। ইতালির রাজা এবং ঐতিহ্যবাহী অভিজাতরা তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে তিনি মিলান থেকে স্লিপার গাড়িতে করে গিয়েছিলেন। ক্ষমতাসীনেরা মুসোলিনির হাতে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন এই আশায় যে তিনি এমন একটি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারবেন, যা আর কারও পক্ষে সম্ভব হবে না।

এটা অনেকে ভুলে গেছে, মুসোলিনি ইতালির গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বছরের পর বছর শাসন করেছিলেন। এমনকি তাঁর মন্ত্রিসভায় প্রচুর স্বঘোষিত উদারপন্থীও ছিলেন। তিনি যে শাসনপদ্ধতিতে সরকার চালিয়েছিলেন, তাকে আজ প্রায়ই 'অটোক্রেটিক লিগালিজম' বা 'স্বৈরতান্ত্রিক বৈধতাবাদ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

তিনি আইনের ভাষাকে অনুসরণ করতেন কিন্তু আইনের 'স্পিরিট' বা 'চেতনা'কে লঙ্ঘন করতেন। তিনি এমনভাবে আইন প্রণয়ন করেছিলেন, যা পদ্ধতিগতভাবে সঠিক ছিল কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল সেটি আইনের শাসন নয়, বরং ব্যক্তির শাসনকে নিশ্চিত করছে।আজকের আধুনিক ফ্যাসিবাদীরা ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করছে। জ্যান ভার্নার ম্যুলার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিষয়ের অধ্যাপক এবং সম্প্রতি প্রকাশিত ডেমোক্রেসি রুলস বইয়ের লেখক। স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে অনূদিত ।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

কোন পথে পাকিস্তানের রাজনীতি

ফারিহা জেসমিন

সংঘাত, সহিংসতা এবং সঙ্কটের রাজনীতি পাকিস্তানে নতুন নয়। পূর্বের ইতিহাসের সূত্র ধরে বলা যায়, বহু বছর ধরেই দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, টানাপোড়েন চলে আসছে। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের গণতন্ত্রের ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। ২০১৮ সালে তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস গণতন্ত্রের ওপর হামলায় পরিপূর্ণ। বলা বাহুল্য যে, প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত দেশটি আসলে সেনাবাহিনী পরিচালিত, তাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরকারের ভালো সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। বলা হয়ে থাকে, পাকিস্তানে সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক সেনাবাহিনী আর প্রধানমন্ত্রী হলেন দ্বিতীয় প্রধান ক্ষমতাধর। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি ঠিক হয় সেনা সদর দফতরে, সেখানে বেসামরিক প্রধানমন্ত্রীর কোনো এখতিয়ারই নেই।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তানকে পৃথিবীর একটি বিপজ্জনক জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও এই কথার জের ধরে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে অফিসে তলব করে ইসলামাবাদ।

পাঞ্জাবের ওয়াজিরাবাদে গত ৩ নভেম্বর ২০২২ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর চেয়ারম্যান ইমরান খানের ওপর চালানো সশস্ত্র হামলায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন পাকিস্তানের রাজনীতির মাঠ উত্তাল। ইমরান খান এবং তার দলের অন্যদের মতে এই হামলা ছিল একটি পরিকল্পিত হত্যা প্রচেষ্টা। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ অভিমুখে একটি লংমার্চ পরিচালনা করছিলেন ২০১৮ সালে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সাবেক জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইমরান খান। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ওপর পরিচালিত এমন হত্যা প্রচেষ্টা পাকিস্তানের ইতিহাসে বা পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন নয়। এই নির্মমতা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে ১৯৫১ সালে দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করার পর থেকেই। ভারতবর্ষ থেকে স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ৪ বছর পরেই দেশটির প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পাকিস্তানের রাজনীতিতে এমন সহিংস হামলায় হত্যার শিকার হয়েছেন ফাতেমা জিন্নাহ, ২০০৭ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোসহ আরও অনেকেই। ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি এই ধরনের হামলায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। ৭০ বছর বয়সি সাবেক জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে হত্যার এই প্রচেষ্টা প্রমাণ করে পাকিস্তানের রাজনীতি কতটা সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত হবার পর জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসেন, কিন্তু সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ২ বছর পরেই জেনারেল জিয়াউল হক তাকে ফাঁসিতে ঝোলান। ১৯৮৮ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় জিয়াউল হক মারা গেলে সমাপ্তি ঘটে তার কর্তৃত্ববাদী শাসনের। অনেকেই এই দুর্ঘটনা তার রাজনৈতিক শত্রুদের ঘটানো বলে মনে করেন। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতায় এসে ইমরান খানের সরকার প্রথমদিকে দাপুটে সেনাবাহিনীর (যাদের পাকিস্তানের রাজনীতিতে শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে) সমর্থন পায়, কিন্তু পরবর্তীতে দুপক্ষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। একই বছরের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের বড় দুই রাজনৈতিক দল-পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ (পিএমএল-এন) জোট বেঁধে ইমরানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে, এতে হেরে ক্ষমতা হারান পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রধান ইমরান খান। পরবর্তীতে দেশটির প্রধানমন্ত্রিত্ব পান সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের

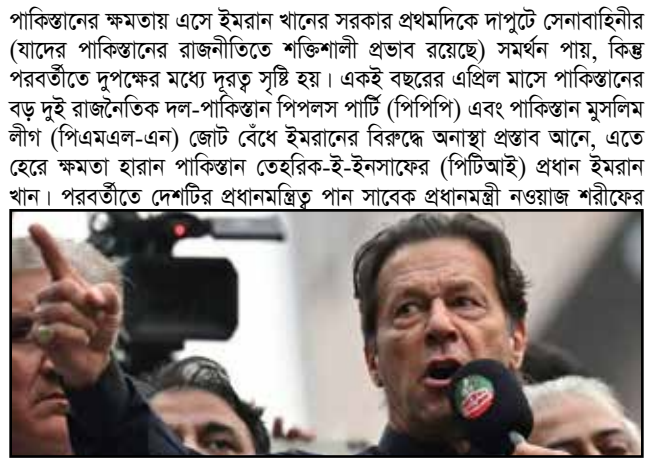

ভাই পাকিস্তান মুসলিম লীগের শাহবাজ শরীফ। যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ অসহযোগিতায় ক্ষমতায় টিকতে পারেননি বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন ইমরান খান।

এরপর নতুন নির্বাচনের দাবিতে এবং দেশটিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলনে নামে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার দল। গত ২৯ অক্টোবর সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ অভিমুখে লংমার্চের ডাক দেন ইমরান খান। ছয়দিন পর লংমার্চটি পাঞ্জাবের ওয়াজিরাবাদে পৌঁছালে সেখানে সমাবেশ চলাকালীন ইমরান খানকে লক্ষ্য করে বন্দুক হামলা চালানো হয় এবং তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

এই ঘটনায় পাকিস্তানজুড়ে বইছে সমালোচনার ঝড় এবং প্রধান প্রধান শহরগুলোতে চলছে পিটিআই-এর কর্মীদের ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। পাকিস্তানের ঘোলাটে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ঘটনা যোগ করছে নতুন মাত্রা। করাচি, লাহোর, পেশওয়ার, ফাইজাবাদ, ফয়সালাবাদসহ অন্য সব শহরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করছেন হাজার হাজার ইমরান সমর্থক। বিভিন্ন সড়ক দখল করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে তারা এবং স্থানে স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে বিক্ষোভকারীদের। তেহরিক-ই-ইনসাফের মহাসচিব আসাদ উমর জানিয়েছেন, ইমরান খানের দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চলবে।

হামলার পরপরই এক বিবৃতিতে এই ধরনের জঘন্য হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। তিনি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। নিহতের প্রতি গভীর শোক এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। সরকারের শরিক পিপিপি চেয়ারম্যান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টোও এই হামলায় তার উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। সেনাবাহিনীর তরফ থেকেও নিন্দা জানানো হয়েছে। ইমরান খানের ওপর এই হামলায় তীব্র নিন্দা এবং উদ্বেগ জানিয়েছে এক সময়কার মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্রও। হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয়েছে রাজনীতিতে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। সকল রাজনৈতিক দলকেই শান্তিপূর্ণ এবং সহিংসতা থেকে দূরে থাকতে আমেরিকা আহ্বান জানায়।

কিন্তু ইমরান খান এই বন্দুক হামলায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ এবং মেজর জেনারেল ফয়সালকে দুষছেন বলে ইমরান খানের বক্তব্য সংবাদমাধ্যমগুলোতে উঠে এসেছে। বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে ইমরান খান বলেছেন, তার কাছে তথ্য আছে এই ক্ষমতাপুষ্ট লোকজন তাকে হত্যা করতে চায়, যা ইতিহাসে আরও অনেকের সঙ্গে হয়েছে। তিনি তাদের পদত্যাগ দাবি করেছেন। অন্যদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আনা ইমরানের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, এই হামলা সেখানেই হয়েছে–যেখানে ইমরান খান সমর্থিত সরকার প্রদেশ পরিচালনা করছেন। এতে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আহত ও নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন।

এই ঘটনার জের ধরে পাকিস্তানের চলমান রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শাহবাজকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নির্বাচনের দাবি করা ইমরান খানের নেতৃত্বে পিটিআই তাদের আন্দোলন আরও কঠোর পর্যায়ে নিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইমরান খান তার অনুসারীদের লংমার্চ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সংবাদপত্রগুলো বলছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকরা মনে করছেন পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে, বিশেষ করে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর এই বিদ্বেষ ছড়ানো আরও বেড়েছে এবং এই বন্দুক হামলা তারই ফলাফল। এতে করে দেশটিতে রাজনৈতিক সংকট দিন দিন আরও প্রকট হবে। সামাজিক বন্ধন আরও শিথিল হতে পারে বলেও মনে করছেন গবেষকরা। কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়াই রাজনৈতিক দলগুলো প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং নিজেদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় তুলছেন, যা কোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি হতে পারে না। এরকম রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংকট শুধু রাজনীতির মাঠে নয়, নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে দেশটির অর্থনীতিতেও। - সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

স্ট্রোকের লক্ষণ জানুন, মিনিটেই বাঁচিয়ে দিন বহু জীবন

ডা. ফজলে রাব্বী খান : বিশ্বব্যাপী পঙ্গুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ স্ট্রোক। গবেষণা অনুযায়ী স্ট্রোকে আক্রান্ত ৭০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে পঙ্গুত্ববরণ করে।

বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয় এবং তার মধ্যে ৫৫ লাখ মানুষ প্রতিবছর স্ট্রোকের কারণে মারা যায়। বাংলাদেশেও এই সংখ্যা কম নয়, বছরে প্রায় ২০ লাখ মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি হাজারে ১১.৩৯জন লোক স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন।

আরেক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২৫ বছরের বেশি বয়সী ৪জনের মধ্যে ১জন তাদের জীবদ্দশায় স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। স্ট্রোকে যেকোনো বয়সেই আক্রান্ত হতে পারেন, তবে ৫৫ বছর পর ঝুঁকি বেশি থাকে এবং প্রতি দশকে ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। অথচ আক্রান্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছানো এবং সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা গেলে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। পঙ্গুত্বের ঝুঁকিও কমানো সম্ভব। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শুধুমাত্র স্ট্রোকের লক্ষণগুলো ভালোভাবে না বুঝার কারণে, রোগীরা ঘরেই বিশ্রাম নেন এবং অপেক্ষা করেন ভালো অনুভব করার। যখন একদমই কমে না তখন হাসপাতালে আসেন এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এরমধ্যে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে যায়। আর এই উপলব্ধি থেকেই এবার বিশ্ব স্ট্রোক দিবস পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়, স্ট্রোকের লক্ষণ জানুন, মিনিটেই বাঁচিয়ে দিন বহু জীবন।

স্ট্রোকের লক্ষণ কী?

স্ট্রোকের লক্ষণ সমূহ মনে রাখার সহজ উপায়ড়্ইউখঅঝঞ (বি-ফাস্ট)ড়্ব্যালেন্স, আইস, ফেস, আর্মস, স্পিস ও টাইম। অর্থাৎ শরীরের ভারসাম্য হারালে, দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে মনে হলে, মুখের পেশি বা এক পাশ অবশ লাগলে বা বাঁকা হয়ে গেলে, বাহুতে ব্যথা বা হাতের পেশি দুর্বল হয়ে গেলে এবং কথা মুখের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে মনে হলে কোনো কালক্ষেপণ না করে দ্রুত হাসপাতালে আসতে হবে এবং চিকিৎসা শুরু করতে হবে। অনেক সময় সুগার কমে যাওয়া, ব্রেইন টিউমার হওয়া, ইনফেকশন হওয়া বা হঠাৎ শরীরের এক অংশ দুর্বল হয়ে গেলেও স্ট্রোকের মতো মনে হতে পারে, তবে আসলে তা স্ট্রোক না। এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য রোগীকে হাসপাতালে আসতে হবে। চিকিৎসক দ্রুত (এক ঘণ্টার মধ্যে) নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা করে দেখবেন এবং স্ট্রোক সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। মনে রাখবেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করলে জটিলতা বেশ খানিকটা কমে যাবে।

প্রতিরোধে করণীয়?

প্রতিরোধ সর্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এটা একটা লাইফস্টাইল ডিজিজ, প্রয়োজনীয় জীবনাচার না মেনে চলার জন্যই এর সম্ভাবনা বেশি তাই শুরুতেই খেয়াল রাখতে হবে দৈনন্দিন জীবনাচার যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়।

১। নিয়মমাফিক খাবার খাওয়া।
২। সম্পৃক্ত চর্বি যেমন; প্রাণীজ তেল, ডিমের লাল অংশ, ঘি, মাখন, অথবা জমে যায় এমন ধরনের যেকোনো তেল খাওয়া কমিয়ে দিতে হবে।
৩। পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন সয়াবিন তেল খাওয়া যাবে। মাছ এবং মাছের তেলও উপকারী।
৪। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন ভিটামিন সি, ই এবং বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ খাবার স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।
৫। ধূমপান একেবারেই করা যাবে না।
৬। নিয়মিত নিয়ম করে হাটা বা হালকা দৌড়ানো।
৭। দুশ্চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করা।
৮। ডায়াবেটিসের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ।
৯। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা।
১০। কোলেস্টেরল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখা।

ডা. ফজলে রাব্বী খান, সেক্রেটারি জেনারেল, হেলদি লিভিং ট্রাস্ট

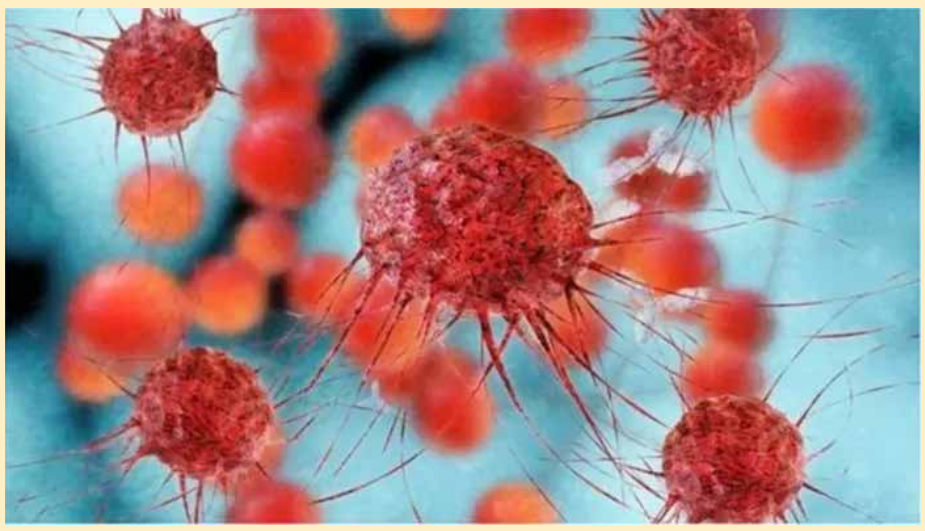

ক্যান্সারের অস্পষ্ট উপসর্গসমূহের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে

দেখা যায় অনেক ক্যান্সারের উপসর্গ প্রকাশ পেতে দেরি হয়। যদি পেটে ব্যথা, কাশি-অনেকদিনের চিকিৎসার পরেও সেরে না ওঠে, তাহলে সেটা ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। সচেতনতার সহিত এসব বিষয়গুলোকে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

শুরুতে ক্যান্সার শরীরে বাসা বেঁধেছে তা নির্ণয় করতে পারলে রোগী ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর দেখা গেছে শুধু উপসর্গ উপেক্ষা করে চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্ব করার কারণে হাজার হাজার মানুষের ক্যান্সার শরীরে ছড়িয়ে পড়ার কারণে জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

কোনো ব্যক্তি হয়তো সুস্থ জীবনযাপন করছেন, কিন্তু হঠাৎ করেই দেখা গেল যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ক্যান্সার হয়েছে। এরমধ্যে তার কিছু লক্ষণও হয়তো শরীরে দেখা দিয়েছিল কিন্তু সেগুলো তিনি বুঝতে পারেননি, অথবা গুরুত্ব দেননি। পরে দেখা গেল বিলম্ব করার কারণে ক্যান্সার ইতিমধ্যে তার শরীরে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। তখন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সারিয়ে তোলা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।

উপসর্গসমূহ

কোনো কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, অনেকদিন ধরে খাওয়ায় অরুচি ইত্যাদি। সব পেটের ক্যান্সারের বেলায় একটা সাধারণ উপসর্গ হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে পেটে ব্যথা। বাওল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ ধরে ডায়রিয়া। কিছু কিছু উপসর্গ আছে একবার দেখা দিলেই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। যেমন প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া যা ব্লাডার ক্যান্সারের একটি লক্ষণ যা কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়। গলা, পাকস্থলি, বাওল, প্যাংক্রিয়াটিক, ওভারি-এ ধরনের অ্যাবডোমিনাল ক্যান্সার এবং ইউরোলজিক্যাল যেসব ক্যান্সার আছে- যেমন প্রোস্টেট, কিডনি এবং ব্লাডার- এসব ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো অনেকটা আড়ালেই থেকে যায়। সাধারণ ভাবে এসব ক্যান্সারের যেসব উপসর্গ দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে:

- কয়েক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে পেটের ভেতরে অস্বস্তি
- অনবরত ডায়রিয়া
- সবসময় অসুস্থ বোধ করা
- প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত

এসব উপসর্গের কোনো একটি ৩ সপ্তাহ কিম্বা তার চেয়েও বেশি সময় স্থায়ী হলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ক্যানসার চিকিৎসাকে আরও কার্যকর করে করোনা টিকা - জানা গেল গবেষণা থেকে

বন, জার্মানী: ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে বিশ্বজুড়ে শুরু হওয়া করোনা মহামারি মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত মানুষের হাতে থাকা সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার টিকা। দেশে দেশে যদি গণটিকাদান কর্মসূচি না চলত, সেক্ষেত্রে বিশ্বে করোনায় সংক্রমণ-মৃত্যুর হার হতো অনেক বেশি।

তবে মহামারি ঠেকানোর পাশাপাশি এই টিকার আরও একটি উপকারী দিক আবিষ্কৃত হয়েছে। জার্মানির বন ও চীনের শ্যাংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, গলবিলের (কণ্ঠনালী ও তার আশপাশের অঞ্চল) ক্যান্সার চিকিৎসায় করোনা টিকা বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখে।

গবেষণা প্রবন্ধে তারা বলেছেন, গলবিলের ক্যান্সারে আক্রান্ত যেসব রোগী করোনা টিকার দুই ডোজ সম্পূর্ণ করেছেন, টিকা না নেওয়া রোগীদের তুলনায় তাদের দ্রুত ক্যানসার থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। ক্যানসারের চিকিৎসাও তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় অধিক হারে।

শুক্রবার বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাম্প্রতিক এই গবেষণা সম্পর্কে বলা হয়, 'অধিকাংশ ক্যানসার কোষ মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিতে সক্ষম।

ক্যানসার কোষগুলোতে পিডি-১ নামে এক ধরনের রিসেপ্টর তৈরি হয়, তা দিয়েই (মানবদেহের) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে ক্যানসার কোষগুলো।'

'গবেষণায় দেখা গেছে, করোনা টিকা ক্যানসার কোষগুলোর পিডি-১ রিসেপ্টর তৈরির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করতে সক্ষম। বিশেষ করে গলবিলের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেছে।'

'ক্যানসার চিকিৎসার প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো (ক্যানসার) কোষগুলোর পিডি-১ রিসেপ্টর তৈরির হার হ্রাস করা। ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে এটি করা হয়ে থাকে। যারা করোনা টিকার দুই ডোজ সম্পূর্ণ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার করতে হয় কম এবং তাদের সুস্থতার হারও বেশি থাকে। কারণ করোনা টিকার প্রভাব কোষগুলোর রিসেপ্টর তৈরির ক্ষমতা হ্রাস করে।'

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স অ্যালার্টে এই গবেষণা প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, চীনের ২৩ টি হাসপাতালে গলবিলের ক্যান্সারে আক্রান্ত ১ হাজার ৫৩৭ জন রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন জার্মানি ও চীনের গবেষকরা। তারা লক্ষ্য করেছেন, ওই রোগীদের মধ্যে যারা চীনা করোনা টিকা সিনোভ্যাকের দু'ডোজ নিয়েছিলেন, তারা অন্য রোগীদের তুলনায় অনেক দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গবেষক দলের একজন সদস্য ও শ্যাংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জিয়ান লি এএফপিকে এ সম্পর্কে বলেন, '১ হাজার ৫৩৭ জন রোগীর মধ্যে করোনা টিকার দুই ডোজ সম্পূর্ণ করেছিলেন ৩৭৩ জন রোগী। তাদের তথ্য যাচাই ও পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পেরেছি, একদিকে তারা যেমন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে ক্যানসারের ওষুধের গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও ভুগতে হয়নি তাদের।'

কমলা খাওয়া কি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যকর?

প্রকৃতিতে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। এই সময়ে সতেজ শাকসবজি ছাড়াও বাজারে মেলে নানা মৌসুমি ফলমূল। শীতকালের ফলের মধ্যে অন্যতম কমলা। স্বাদের পাশাপাশি ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ কমলা শরীরের জন্যও উপকারী। এই ফল প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি অনেক রোগের সঙ্গে লড়তে করতেও ভূমিকা রাখে। তবে কমলার স্বাদ মিষ্টি। সেই কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের এই পল খাওয়া ঠিক কিনা তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে।

বিশেষজ্ঞরা ভরছেন,কমলা সাইট্রাস জাতীয় ফল। স্বাদে মিষ্টি হলেও চিনির পরিমাণ এতে বেশি থাকে না। মুসাম্বি বা কমলার মতো ফল ডায়াবেটিক রোগীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। কমলায় রয়েছে ফাইবার, ভিটামিন সি এবং পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কমলার জুড়ি নেই। তা ছাড়া, কমলার গ্লাইসেমিক সূচক ৪০-এর একটু বেশি। চিকিৎসকদের মতে, গ্লাইসেমিক সূচক ৫৫-এর কম হলে সব খাবারই মোটামুটি খেতে পারেন ডায়াবেটিস রোগীরা। কমলার খাওয়ার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায় হল, কোনও রকম বাড়তি চিনি যোগ না করে খাওয়া। কমলা এমনিতে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে কোনও রকম ঝুঁকি না নিতে কমলালেবুর রসে মিশিয়ে নিতে পারেন এক চামচ চিয়া বীজ। এই বীজ শরীরের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের পর্যাপ্ত জোগান দেবে। তবে সকলের শারীরিক পরিস্থিতি এক রকম হয় না। রক্তে শর্করারা মাত্রাও সকলের এক থাকে না। তাই যেকোন সমস্যা মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ফুসফুস সতেজ রাখতে কী খাবেন

প্রকৃতিতে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যাওয়ায় ত্বকেও পানির অভাব অনুভূত হচ্ছে। শুষ্ক আবহাওয়ায় বাতাসে মিশে থাকা ক্ষতিকর কণাগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। চিকিৎসকদের মতে,শুধু শুকনো কাশি নয়, শ্বাসনালির উপরে এবং নীচের অংশে সংক্রমণের জন্যও দায়ী এই দূষিত বায়ু। দীর্ঘ দিন ধরে সংক্রমণের ফলে নিউমোনিয়া-সহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফুসফুস সতেজ রাখার প্রথম শর্তই হলো ধূমপান ত্যাগ। এছাড়াও এমন কিছু খাবার রয়েছে, যা নিয়মিত খেলে ফুসফুসের স্বাস্থ্য থাকে তরতাজা। যেমন-

ব্রকলি: ব্রকলি এবং অন্যান্য ক্রুসিফেরাস সব্জি যেমন ফুলকপি, বক চয় এবং বাঁধাকপিতে সালফোরাফেন নামক একটি পদার্থ রয়েছে, যা শরীর থেকে বেনজিন নামক ক্ষতিকর পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও, এই সব সব্জিতে ভিটামিন সি এবং বিটা ক্যারোটিন ভরপুর মাত্রায় থাকে, যা ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায়। ফলে শরীরে রোগপ্রতিরোধ শক্তি বাড়ে।

তিসি বীজ: এই বীজে ফাইটোয়েস্ট্রোজেন যৌগগুলির পাশাপাশি ওমেগা-৩ বেশি মাত্রায় থাকে। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, এই দুই যৌগ হাঁপানি রোগীদের অ্যালার্জি কমাতে সাহায্য করে । সেক্ষেত্রে প্রতি দিন দুই টেবিল চামচ তিসি পানিতে ভিজিয়ে খেতে পারেন।

লাল রঙের ফল এবং সবজি: বিশেষজ্ঞদের মতে, লাল ক্যাপসিকাম, টমেটোর মতো সবজি ও ফলে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফুসফুসের জন্য উপকারী। শ্বাসনালির প্রদাহ কমাতে টমেটোর রস বেশ কার্যকরী।

হলুদ: ফুসফুসকে চাঙ্গা করতে হলুদও বেশ উপকারী। এর অ্যান্টি-ইমফ্লেমেটরি গুণাগুণ ফুসফুসে সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।

তাই শীতের সময় খাদ্যতালিকায় দুধ-হলুদ রাখতে পারেন।

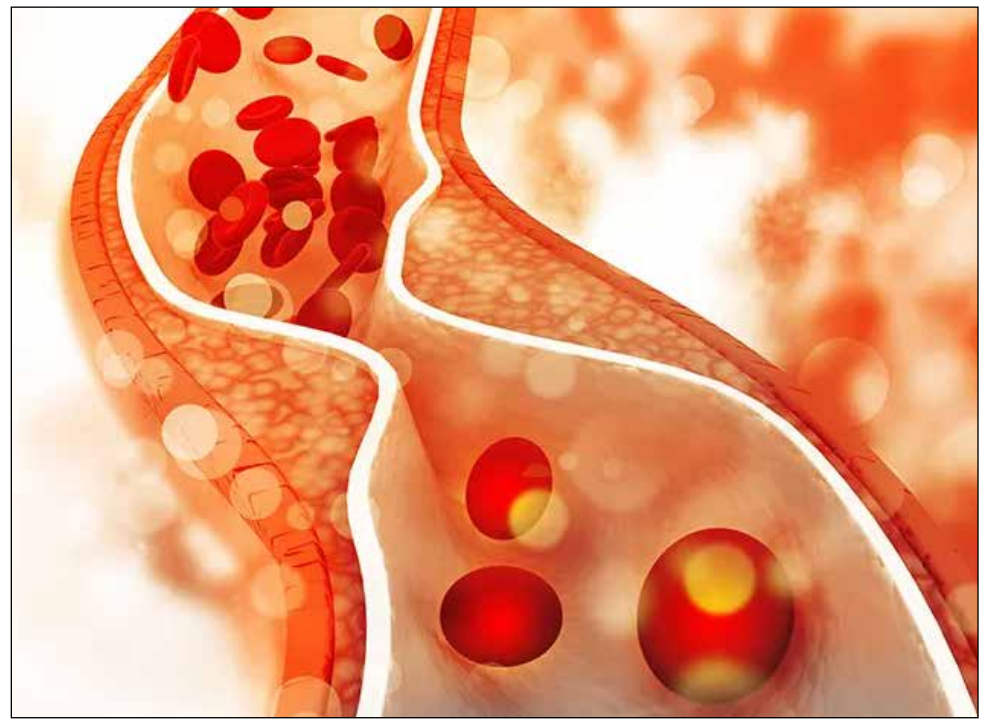

সাবধান হোন উচ্চ কোলেস্টেরলের বিপদ থেকে

মানব শরীরের জন্য কোলেস্টেরল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শরীরের কোষ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের জন্য এটি অপরিহার্য। কিন্তু উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল শরীরের জন্য বিষ হয়ে দেখা দেয়। হৃদরোগ, স্ট্রোকসহ জীবন সংহারী বিভিন্ন রোগের অন্যতম কারণই হচ্ছে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল। আবার ডায়াবেটিসসহ শরীরের বিভিন্ন মেটাবোলিক রোগের জটিলতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে থাকে এ কোলেস্টেরল। তবে মানব শরীরের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষকে বিপদে ফেলে দেয় না। বড় কোনো সংকট এর পূর্বেই শরীরকে বিভিন্ন সংকেত দেয়। সেই ইঙ্গিতগুলি অনুধাবন করতে পারলে আগেভাগে সাবধান হওয়া যায়। ঠিক তেমনি কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে শরীর কিছু সংকেত দেয়। ত্বক,পা, পুরো শরীরেই অদ্ভুত কিছু লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে।

আমরা জানি, কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে তা রক্তনালির গায়ে জমে গিয়ে রক্তস্রোত সংকুচিত করে ফেলে। মূলত এ কারণেই ত্বক, পা ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। শরীরের বিভিন্ন সংকেতের উৎপত্তি মূলত এখান থেকেই।

এখন দেখা যাক, এ সংকেতগুলো কী রকম:

হৃদপিণ্ডের দেয়ালের রক্তনালিগুলো কোলেস্টেরল জমে সরু হয়ে যাওয়ার ফলে রক্ত প্রবাহ কমে যায়। ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মে সহজেই ক্লান্তি চলে আসে।

চোখের উপরের পাতায় হলুদাভ পিণ্ড দেখা দেয়। শরীরের অন্য জায়গায়ও এটা দেখা দিতে পারে।

পমফ্রেট ভাজা

অনেকেই পমফ্রেট মাছ খেতে ভালবাসেন। বাড়িতেই বানিয়ে নিন সুস্বাদু পমফ্রেট ভাজা । বানাতে খুবই কম সময় লাগে।

পমফ্রেট ভাজা বানাতে লাগবে: ৩টে বড় মাপের পমফ্রেট মাছ, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ টক দই, ২ চা চামচ আদা বাটা, ২ চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ১ চা চামচ গোল মরিচ গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ, রোস্টেড বেসন, ৩ চা চামচ পাতি লেবুর রস, ১ চা চামচ রসুন পেস্ট, স্বাদ মত লবন, পরিমান মত সরষের তেল

যে ভাবে বানাবেন পমফ্রেট ভাজা:প্রথমেই মাছ গুলো ভালো করে তেল বাদে সমস্ত মশলা দিয়ে মেখে ৩০ মিনিট রেখে দিন। প্যানে তেল গরম করুন, একটা একটা করে মশলা সহ মাছের দুই সাইড ভালো করে ভেজে নিন। প্লেটে সুন্দর করে মনের মত সাজিয়ে লেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন পমফ্রেট তন্দুরি।

দই পমফ্রেট

একঘেয়ে ঝোল-ঝালের বদলে বানাতে পারেন দই পমফ্রেট।

উপকরণঃ গোটা পমফ্রেট: ৪টি,পানি ঝরিয়ে রাখা টক দই: ১০০ গ্রাম, আম তেল: স্বাদ মতো, পাঁচ ফোড়ন গুঁড়া: দু'চা চামচ, হলুদ: এক টেবিল চামচ, লবঙ্গ: আধ চা চামচ, দারচিনি: এক টুকরো, শুকনো মরিচ: ২টি, টম্যাটো কুচি: আধ কাপ, পেঁয়াজ বাটা: আধ কাপ

প্রণালী: মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে নিয়ে দু'ভাগ করে চিরে নিন। এতে মশলা মাছের ভিতরে ঢুকবে। একটি পাত্রে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মাছগুলির সঙ্গে মিশ্রণটি ভাল করে মিশিয়ে ম্যারিনেট করে ঘণ্টা খানেক রাখুন।এ বার কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে লবঙ্গ, দারচিনি ও এলাচ ফোড়ন দিন। একটু নেড়ে নিয়ে পেঁয়াজবাটা, টম্যাটো কুচি, কাঁচামরিচ, আধ কাপ টক দই মিশিয়ে কষাতে থাকুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ম্যারিনেট করে রাখা মাছগুলি দিয়ে দিন। হালকা হাতে মাছগুলি উল্টে-পাল্টে দিন যাতে, মাছের গায়ে মশলা লাগে।এ বার আধ কাপ মতো গরমপানি দিয়ে ঢেকে দিন। ঝোল শুকিয়ে এলে উপর থেকে ধনেপাতা আর আমতেল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন দই পমফ্রেট।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিংড়ির সর্ষা পোলাও

মালাইকারি বা পাতুরি হিসাবে নয়, নতুন কিছু খেতে চাইলে বানাতে পারেন সর্ষা চিংড়ির পোলাও।
উপকরণঃ চিংড়ি: আধ কেজি, পেঁয়াজ কুচি: এক কাপ, সর্ষাবাটা: এক টেবিল চামচ. কাঁচামরিচ: ৪-৫টি, লবন: স্বাদ মতো, পোলাওয়ের চাল: আধ কেজি, আদাবাটা: এক টেবিল চামচ, দারচিনি: দু'টুকরো, এলাচ: ৪টি, লবঙ্গ: ৪-৫টি ও তেজপাতা: ২টি

প্রণালী:চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। এ বার কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ, সর্ষাবাটা ও কাঁচামরিচ আর চিংড়ি দিয়ে মাছ ভেজে তুলে রাখুন।
এ বার পোলাও রান্নার জন্য কড়াইয়ে কিছুটা তেল, কাঁচামরিচ, তেজপাতা, দারচিনি, আদাবাটা, এলাচ ও চাল দিয়ে কিছু ক্ষণ ভেজে নিন। তার পর ৩-৪ কাপ গরম পানি ও লবন দিয়ে কিছু ক্ষণ এমন ভাবে নাড়ুন যেন চালের সব দিক সমান তাপ পায়।
প্রথম ৫ মিনিট মাঝারি এবং ১৫ মিনিট মৃদু আঁচে ঢাকনা দিয়ে দমে রাখুন। ঢাকনা খুলে ভাজা চিংড়ি মাছ মিশিয়ে আরও কিছু ক্ষণ ঢেকে রাখুন। চাল সেদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশ করুন চিংড়ি পোলাও।

মুরগির শাহী রোস্ট

বাসায় খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন মুরগির শাহী রোস্ট। খেতে পারেন পোলাও কিংবা বিরিয়ানির সঙ্গে। জেনে নিন কীভাবে মজাদার আইটেমটি রান্না করবেন। মজার রেসিপি দিয়েছেন মাইশা সালেক এশা
রান্না করতে যেসব উপকরণ লাগবে : মুরগির মাংস ১৩০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, গরুর দুধ ১.৫ কাপ, জাফরান অল্প, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম পেস্তাবাদাম বাটা ১/২ কাপ, পস্ত দানা ১/২কাপ, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ। টক দই ২/৩ কাপ, পেঁয়াজবাটা ১/২কাপ, রশুন বাটা-আদা বাটা ১.৫ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া ১/২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ১/২ কাপ, ঘী ৩ টেবিল চামচ , তেজপাতা ২ টা, পেয়াজ কুচি ১ কাপ, মরিচ ৭/৮ টা, কিসমিস ১ টেবিল চামচ, চিনি সামান্য, কেওড়ার জল ১ টেবিল চামচ, পেয়াজ বেরেস্তা ১/২ কাপ। এছাড়া ৩ টা, সবুজ এলাচ ৫/৬ টা, কালো এলাচ ২ টা, আস্ত গোলমরিচ ১ চা চামচ, জয়ফল ১ টা, জয়ত্রী ১ টা, শাহী জিরা ১/২ টেবিল চামচ সব উপকরণ একসাথে বেটে নিতে হবে।
যেভাবে তৈরি করবেন :মুরগি মাংস মরিচ গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার একটি পাত্রে গরুর দুধের সাথে গুঁড়া দুধ আর জাফরান মিশিয়ে রেখে দিতে হবে আধা ঘণ্টার জন্য। ওপর দিকে রোস্ট এর মসলা তৈরীর জন্য একটি পাত্রে প্রথমে গরম মসলা বাটা গুলো নিয়ে নিতে হবে, এরপর টক দই, পোস্তদানা বাটা, পেয়াঁজ এবং আদা রসুনবাটা, মরিচ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়া এবং স্বাদমতো লবণ সব একসাথে ভালোমত মেখে নিতে হবে। এবার একটি পাত্রে সয়াবিন তেল দিয়ে তাতে এলাচ, পেয়াঁজ কুচি এবং তেজপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে যতক্ষণ না পেয়াঁজ কুছি লাল হয়ে আসছে। পেঁয়াজকুচি লাল হয়ে আসলে তাতে রোস্ট এর জন্য তৈরী করা মসলাটি দিয়ে দিতে হবে এবং ততক্ষন প্রযন্ত রান্না করতে হবে যতক্ষণ না পানি ভাব টা কমে গিয়ে তেল উঠে আসছে।৫/৬ মিনিট কসানো হয়ে গেলে এতে দুধের মিশ্রণ টা দিয়ে দিতে হবে এতে করে রোস্ট এর শাহী ফ্লেবার টা আসবে।
১০/১৫ মিনিট এভাবে চুলায় ততক্ষন রান্না করতে হবে যতক্ষণ না মাংসের মসলা পুরোপুরি কষানো হয়ে যাচ্ছে। মসলা কষানো হয়ে গেলে এতে বাদামের বাটা এবং টমেটো সস দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে তারপর ভেজে রাখা মাংসগুলো দিয়ে রান্না করতে হবে। সবশেষে এতে দিতে হবে স্বাদমতো চিনি আর ঘী। এরপর ৩/৪ মিনিট দমে রেখে কেওড়ার জল দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে কিসমিস দিয়ে পরিবেশণ করলেই তৈরী হয়ে যাবে শাহী রোস্ট।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বাংলাদেশের পরিশোধের সামর্থ্য আছে বলেই আইএমএফ ঋণ দিচ্ছে বললেন কাদের

১২ পৃষ্ঠার পর

সংকট প্রতীয়মান হচ্ছে, তা একটি বৈশ্বিক সংকট। এই সংকটের অভিঘাতে আমাদের দেশের অর্থনীতিও জর্জরিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। সংকট মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে স্বস্তি দিতে সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার আইএমএফ-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করছে।

আইএমএফের ঋণ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অবান্তর মন্তব্য করেছেন অভিযোগ করে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আইএমএফ বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়ায় বিএনপির গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব থেকে এই ঋণ নিয়ে রাজনীতি করছে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির সময় অর্থনৈতিক সক্ষমতা বলতে কিছুই ছিল না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরনির্ভরতার সংকট থেকে অর্থনৈতিক উত্তরণ ঘটেছে। আইএমএফের এই ঋণ জনগণের জন্য বোঝা না হয়ে সংকট মোকাবিলায় সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, চলমান সংকটে দেশের মানুষকে সুরক্ষা দিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্বশীল আচরণ করা দরকার। সেখানে বিএনপি সংকটকে পুঁজি করে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। তারা সংকট ঘনীভূত করতে নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

বিএনপির দেশবিরোধী অপতৎপরতা রুখে দিতে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে কাদের বলেন, আসুন, অনাকাঙ্ক্ষিত এই বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। বঙ্গবন্ধুকন্যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্রিয় অবদান নিশ্চিত করি।

জলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে খাদ্য ও পুষ্টিগুণকে পাল্টে দিচ্ছে

২০ পৃষ্ঠার পর

বৃদ্ধি), ফোর্টিফিকেশন (আনুষ্ঠানিক এবং কারখানায় সাধারণ ভোজ্য পণ্যগুলোয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংযোজন) এবং সম্পূরক হিসেবে (ফার্মাসিউটিক্যাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ফর্ম) জনস্বাস্থ্য পুষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটায়।

বায়োফোর্টিফিকেশন হলো একটি প্রক্রিয়া, যা প্রধান ফসলের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট উপাদান বাড়ানোর জন্য কৃষিপদ্ধতি (যেমন, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার), প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজনন এবং/অথবা জেনেটিক পরিবর্তন করে। এটি ফসল সংগ্রহের সময় উচ্চতর পুষ্টি নিশ্চিতকারী একটি খাদ্যভিত্তিক কৌশল।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টির প্রয়োজনে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ এমন একটি কৌশল, যা বৃহৎ কেন্দ্রীভূত খাদ্য-শিল্প দ্বারা উৎপাদিত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বাহক হিসেবে বিদ্যমান খাদ্যপণ্য ব্যবহার করে। ভুট্টার আটা, তেল, চাল, লবণ এবং গমের আটা হলো প্রাথমিক খাদ্যবাহন, যা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।

তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যাদের, এমন জনসংখ্যা প্রায়ই পণ্যগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। একই সঙ্গে একাধিক পদ্ধতি একই জনগোষ্ঠীকে উদ্দিষ্ট করে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা সম্ভাব্য অনিচ্ছাকৃত অতিরিক্ত মাত্রার দিকে নিয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি, উপরোক্ত সুপারিশগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য জলবায়ু-উপযোগী সমাধান ও বিবেচনা প্রয়োজন। বিবেচ্য বিষয় হলো, ফসলের উচ্চফলন বনাম পুষ্টি উপাদান এবং জৈব উপলভ্যতা এবং বর্ধিত প্রাণিজ খাদ্যগ্রহণ বনাম পরিবেশগত ক্ষতচিহ্ন। আরও স্বাস্থ্যকর, টেকসই খাদ্যব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভারসাম্যমূলক পদ্ধতি; পরিবর্তিত খাদ্য গ্রহণ আচরণের কারণে অনিচ্ছাকৃত স্বাস্থ্যপরিণতি; এবং ক্রসকাটিং সমস্যা যেমন জেন্ডার, নগরায়ণ এবং খাদ্য অপচয় বিবেচনায় আনা জরুরি। মো. মহসীন আলী পুষ্টি বিশেষজ্ঞ।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

সংস্কার শর্তে বাংলাদেশকে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ ঋণ দিতে রাজি আইএমএফ

১২ পৃষ্ঠার পর

করোনাকালে ৪৮ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত উঠেছিল রিজার্ভ। ওই সময় যাতায়াত সংকটে হুন্ডির সুযোগ কম থাকায় রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ছিল। রপ্তানি খাতও দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে আমদানি কম ছিল। এ কারণে রিজার্ভ বেশি ছিল। গত অর্থবছর রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশ হারে, যা যথেষ্ট ছিল না। এসব মিলিয়ে রিজার্ভ কমেছে। তবে রিজার্ভ নিরাপদ রাখা দরকার। বাংলাদেশের রিজার্ভের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়, তা প্রকৃত নয়। রিজার্ভের যে অংশ বিভিন্ন তহবিলে জোগান দেওয়া হয়েছে, তা বাদ দিয়ে প্রকৃত পরিসংখ্যান প্রকাশ বিষয়ে তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংককে পরামর্শ দিয়েছেন।

মূল্যস্ফীতি-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের মন্তব্যে রাহুল আনন্দ বলেন, অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এলেও এ হার এখনও অনেক বেশি। সারাবিশ্বেই পণ্যমূল্য বেড়েছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাংলাদেশের প্রায় সব পণ্যই আমদানিনির্ভর। এ কারণে দেশেও মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। এ ছাড়া ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমার কারণেও মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ছে।

ভর্তুকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু ভর্তুকির প্রয়োজন রয়েছে। নাজুক অবস্থায় থাকা দরিদ্র মানুষের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। তবে ঢালাওভাবে সবার জন্য ভর্তুকির প্রয়োজন নেই।

বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকারকে আইএমএফের পক্ষ থেকে কী পরামর্শ দেওয়া হয়েছে- এ প্রশ্নের জবাবে মিশনপ্রধান বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি এ মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশও চাপে আছে। এসব বিবেচনায় রাজস্ব কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। কর জিডিপি অনুপাত বাড়ানো, মুদ্রানীতি ও বাণিজ্যনীতি আধুনিকায়নের কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট রপ্তানি পণ্য এবং বাজারনির্ভরতা থেকে বহুমুখীকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জলবায়ুর অভিঘাত প্রশমনে ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বেশ আন্তরিক।

বিশেষজ্ঞ মত :আইএমএফের ঋণ দেশের অর্থনৈতিক সংকটে কতটুকু সহায়ক হবে- জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, বিদেশি ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশের পূর্বের রেকর্ড ভালো। এখন আইএমএফ ঋণ দিতে সম্মত হওয়ায় বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকাসহ অন্যান্য সংস্থার ঋণ পাওয়া সহজ হবে। অন্য সংস্থা থেকে ঋণ পেতে এখন আর তেমন যাচাইয়ের দরকার হবে না।

তিনি বলেন, আইএমএফ যেসব সংস্কারের কথা বলেছে, তা এমনিতেই দরকার ছিল। বিশেষ করে আর্থিক খাতের সংস্কার ও অর্থ পাচার বন্ধ করতে পারলে দেশ উপকৃত হবে। এ ছাড়া আইএমএফের ঋণ ছাড় শুরুর পর প্রতিটি ধাপে সংস্কারের বিষয়টি যাচাই হবে। ফলে শুধু বক্তব্য-বিবৃতি দিলেই হবে না; আসলেই ভালো করতে হবে। দেশের জন্য এটা ইতিবাচক।

ফেব্রুয়ারিতে প্রথম কিস্তির আশা :আইএমএফ মিশন জানিয়েছে, তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী তিন মাসের মধ্যে ঋণ প্রস্তাবের সব আনুষ্ঠানিকতা ও তাদের পর্ষদে চূড়ান্ত অনুমোদন হবে। ঋণ মোট সাত কিস্তিতে পাওয়া যাবে। আগামী ফেব্রুয়ারি নাগাদ আইএমএফ প্রথম কিস্তি প্রায় ৪৬ কোটি ডলার ছাড় করবে বলে অর্থ মন্ত্রণালয় আশা করছে। বাকি ঋণ ছয় মাস পরপর ছয়টি সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তি প্রায় ৬৮ কোটি ডলার) ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পাওয়া যাবে। অর্থ মন্ত্রণলায় বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সুদের হার আইএমএফের নিজস্ব মুদ্রা স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস-এসডিআরের ভাসমান বা উন্মুক্ত হারের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তবে সব মিলিয়ে সুদের গড় হার হতে পারে ২ দশমিক ২ শতাংশ। মোট ঋণের ওপর গড় সুদের হার হবে ২ দশমিক ২ শতাংশ। এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি-ইসিএফের প্রায় ১০৭ কোটি ডলার ঋণ হবে সুদমুক্ত। এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি-ইএফএফের সুদহার হাবে ভাসমান (ফ্লোটিং) এসডিআরের সঙ্গে ১ শতাংশ। অন্যদিকে রেজিলিয়েন্স ট্রাস্ট ফ্যাসিলিটি-আরটিএফের ১০০ কোটি ডলার ঋণের সুদহার হবে এসডিআর রেটের সঙ্গে বাড়তি শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ।

যেসব সংস্কার করবে সরকার :আইএমএফের কাছ থেকে সাড়ে ৪ বিলিয়ন বা ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ নিতে সরকার কিছু বিষয়ে সংস্কার করতে চায়। সফররত আইএমএফ মিশনের বিবৃতিতে এর উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। তবে বিবৃতিতে আইএমএফের শর্ত হিসেবে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

আইএমএফের সঙ্গে ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রধান পাঁচটি বিষয়ে সংস্কারে সম্মত হয়েছে সরকার। এগুলো হলো- বাড়তি আর্থিক সংস্থানের জায়গা তৈরি করা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রানীতি কাঠামোর আধুনিকায়ন, আর্থিক খাত শক্তিশালীকরণ, প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করা এবং জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তোলা।

এতে বলা হয়েছে, বাড়তি আর্থিক সংস্থানের জন্য উচ্চ রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণ করা হবে, যা প্রবৃদ্ধিসহায়ক খরচ বাড়াতে সহায়ক হবে। অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের ওপর প্রভাব মোকাবিলায় উচ্চ সামাজিক ব্যয় করা হবে এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অধিকতর লক্ষ্যনির্দিষ্ট হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতির দিকেই দৃষ্টি দিয়ে বাস্তবায়িত হবে। মুদ্রার বিনিময় হার অধিকতর উন্মুক্ত করলে বহিস্থ অভিঘাত মোকাবিলায় সহায়ক হবে বলে মনে করছে আইএমএফ।

এ ছাড়া আর্থিক খাতের দুর্বলতা কমাতে তদারকি, সুশাসন এবং রেগুলেটরি কাঠামো জোরদার করা হবে। ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য সহায়ক পরিবেশের উন্নতি করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বড় ধরনের বিনিয়োগ এবং বাড়তি অর্থায়ন জোগাড় করা হবে। - সূত্র সমকাল।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবেই আইএমএফের ঋণ পেতে যাচ্ছি বললেন অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল

১২ পৃষ্ঠার পর

'আইএমএফের সঙ্গে আগে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। চলমান ঋণ আলোচনার পর্বটি আজ সফলভাবে শেষ হলো। সফররত দলটি বাংলাদেশ সরকারের সকল স্টেকহোল্ডার-দের সঙ্গে আলোচনা করেছে। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভাল বলে তাঁরা জানিয়েছেন।' অর্থমন্ত্রী আইএমএফের এই ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে অর্থনীতির বহি:খাত স্থিতিশীল করা, ২০২৬ সালে এলডিসি হতে উত্তরণকে সামনে রেখে অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তি দেওয়া, আর্থিক খাত শক্তিশালী করা; এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া- এই চারটি মূল লক্ষ্যের উল্লেখ করেন।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, 'সরকারের বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা হবে, যা গত প্রায় ১৪ বছর ধরে আমরা করে আসছি। আমাদের সরকারের সবসময় প্রচেষ্টা থাকে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা। গত বছর আমাদের বাজেট ঘাটতি ছিল ৫.১ শতাংশ যা এই অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশ ধরা আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো সামাজিক খাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করা যা আমরা প্রতি অর্থবছরে ক্রমান্বয়ে বাড়াচ্ছি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে চলতি অর্থবছরে আমাদের বরাদ্দ রয়েছে এক লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের প্রায় ১৭ শতাংশ।'

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'আর্থিক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নতুন কয়েকটি আইন প্রণয়ন এবং পুরোনো কয়েকটি আইনের সংশোধনের চলমান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা; রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার জোরদার এবং কর প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়ানো হবে। ভ্যাট আদায়ের জন্য আমরা ইএফডি মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। এ পর্যন্ত ছয় হাজার ৭৩২টি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। আগামী বছরে আরও ৬০ হাজার মেশিন স্থাপন করা হবে এবং পরবর্তী চার বছরে দুই লাখ ৪০ হাজার মেশিন স্থাপিত হবে।

জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের ব্যবস্থাটি আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যের সঙ্গে সময়ে সময়ে সমন্বয় করা হবে, যাতে সামনে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য কমলে দেশের অভ্যন্তরেও তা একইভাবে কমানো যায়। টাকার বিনিময় হার নির্ধারণের কাজটি ধীরে ধীরে বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে, যা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়নের পরিকল্পনা করা হবে যার মধ্যে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার বিষয়টিও থাকবে ইত্যাদি।' সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এবং অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন

গুজবে কমছে আমানত ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স

১৩ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও ডলারের দাম বাড়ার কারণে এখন মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। এই মূল্যস্ফীতি কমাতে হলে টাকার সাপ্লাই কমাতে হবে। মানুষের হাতের টাকার সাপ্লাই বাড়তে থাকলে তাহলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে। এখন বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে তবে এটা যদি উৎপাদন খাতে ব্যয় হয় তাহলে মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব পড়বে না, তাই ব্যাংকগুলোকে উৎপাদন খাতেই ঋণ দিতে হবে। সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

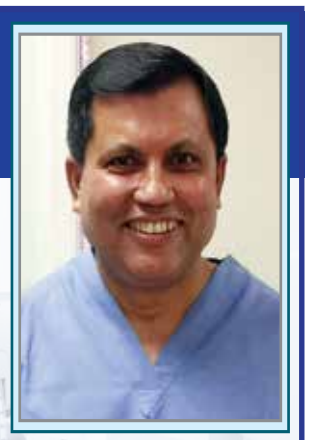

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে হাস্যকর চেঁচামেচি

১৩ পৃষ্ঠার পর

জনজিজ্ঞাসা ও সংবাদের কবল থেকে বাঙালি জাতি মুক্তি পাবে।

ইউএনএফসিসিসির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তহবিলগুলো হলো, কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে ২০০৬ সালে গঠিত ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম বা সিডিএম। কোনো ধনী দেশ তাদের নির্গমন কমানোর দায়বদ্ধতা পূরণ করতে কোনো উন্নয়নশীল দেশে একটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যতটুকু গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে পারে, প্রকল্পের টাকা দেওয়ার বিনিময়ে সে ততটুকু নির্গমন কমানোর একটি সার্টিফিকেট পায়। এই পরিমাণ নির্গমন টাকা প্রদানকারী দেশের মোট নির্গমন কমানোর হিসেবে যুক্ত হয়। তবে সিডিএমকে সারা দুনিয়ায় ব্যঙ্গ করে চীনা ডেভেলপ মেকানিজম বলা হয়। কারণ, এটা থেকে তহবিল গ্রহণ এতটাই জটিল, কেবল চীনই এটা থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রকল্প নিতে পেরেছে। ভারত কিছু প্রকল্প নিতে পেরেছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো এখান থেকে প্রকল্প নেওয়ার মতো প্রকল্প প্রণয়নের যোগ্যতা অর্জন করেনি।

কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে ২০০১ সালে গঠিত হয় অভিযোজন তহবিল বা অ্যাডাপটেশন ফান্ড। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভিযোজনের জন্য নির্গমনকারী দেশগুলো এই তহবিলে অর্থায়ন করে থাকে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতিমাত্রায় নগণ্য। কেননা ধনী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে টাকা প্রদান করেনি। গত সাড়ে ১২ বছরে এই তহবিল ১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তাও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দিতে পারেনি।

কনভেনশনের অধীনে ২০০১ সালে গঠিত হয় ৫১টি স্বল্পোন্নত দেশের অভিযোজনের জন্য স্বল্পোন্নত দেশ তহবিল বা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি ফান্ড আ এলডিসিএফ। ২০০২ সালে এটা কার্যকর করা হয় ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি বা জিইএফ নামে একটি প্রতিষ্ঠান এটা পরিচালনা করে। ধনী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ না দেওয়ায় গত ১১ বছরে এটা মাত্র ৫৩৩ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। এলডিসিএফ থেকে অর্থ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন বা নাপা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে এটা আবার টাকা খরচ করে বারবার পরিমার্জনও করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রথম ১৫টি প্রকল্পের নাপা থেকে মাত্র একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছিল।

২০০১ সালে কনভেনশনের অধীনে বিশেষ জলবায়ু তহবিল বা স্পেশাল ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ড বা এসসিসিএফ নামে একটি তহবিল গঠিত হয় উন্নয়নশীল দেশে অভিযোজন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের জন্য। এটারও ব্যবস্থাপনা করে থাকে জিইএফ। এতে স্বল্পোন্নত দেশের প্রবেশাধিকার নেই। কনভেনশনের অধীনে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড বা জিসিএফ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য নির্গমন হ্রাস, অভিযোজন, প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নসমেত বহুমুখী সহায়তার জন্য এটা গঠন করা হয়। আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত তহবিলগুলোর মধ্যে এটাই বৃহত্তম। তবে এতেও উন্নত দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুত পরিমাণে অর্থ প্রদান করেনি।

উল্লিখিত পাঁচটি প্রধান বহুপক্ষীয় তহবিলের পাশাপাশি অন্তত আরও ২০টি বহুপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বহুজাতিক তহবিল রয়েছে। লক্ষণীয়, একটি তহবিলেও ধনী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করেনি। সামান্য অর্থ যা প্রদান করেছে সেগুলো শিয়ালের কুমিরের ছানা গোনার মতো করে বারবার প্রদর্শিত। এসব তহবিলে এখনও অভিযোজন পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি, যতটা গুরুত্ব পায় নির্গমন হ্রাসের বিষয়টি। তার পরও জলবায়ু আলোচনায় বারবার নিত্যনতুন তহবিল আলোচনায় ধনী দেশগুলো সানন্দে অংশগ্রহণ করে উন্নয়নশীল ও বিপন্ন দেশগুলোর সামনে মুলা ঝোলানো এবং নির্গমন হ্রাসের আলোচনা দুর্বল করতে অর্থায়নের আলোচনাকে টোপ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। তারা ভালো করেই জানে, মাঝেমধ্যে কিছু অঙ্গীকার করা যেতে পারে, কিন্তু অঙ্গীকার পূরণ না করলেও চলে।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যখন অর্থায়ন নিয়ে চেঁচামেচি করে তখন তা হাস্যকর। কেননা, বিদ্যমান বহুপক্ষীয়, দ্বিপক্ষীয় ও বহুজাতিক তহবিলগুলো থেকে প্রকল্প লিখে তহবিল সংগ্রহের কোনো যোগ্যতা বাংলাদেশের সরকার আজ পর্যন্ত প্রদর্শন করতে পারেনি। বাংলাদেশের যেসব প্রতিষ্ঠান দু-একটি প্রকল্প পেয়েছে সেগুলোর বহুজাতিক কর্মকর্তা পোষার খরচ, ওভারহেড, পরামর্শক ইত্যাদির খরচই সব; জনগণের কাছে যায় সামান্যই।

এসব তহবিলের বেশিরভাগ অর্থ যায় সক্ষম উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে। তাদের যোগ্যতা আছে, উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান আছে। ইউএনএফসিসিসিতে তহবিলগুলোর কার্যক্রম আলোচনার পাশাপাশি নতুন তহবিলের আলোচনাও আছে। তহবিলবিষয়ক এসব আলোচনায় সাহায্য প্রদানের রাজনৈতিক অর্থনীতি আছে। বেল পাকলে কাকের কী? বাংলাদেশ আগে বিদ্যমান তহবিলগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করুক। নিজে অর্থ সংগ্রহের যোগ্যতা অর্জন না করে কপে এসে অর্থের জন্য চেঁচামেচি করে এলে চীন ও ভারতের মতো ক্ষমতাবান বড় বড় দেশের এজেন্ডার জোগালি হিসেবে কাজ করা হয়। -মিশর থেকে, জিয়াউল হক মুক্তা, দৈনিক সমকাল

শান্তি স্থাপন না হলে 'একঘরে', মিয়ানমারকে হুমকি আসিয়ানের

১৪ পৃষ্ঠার পর

মারসুদি গত সপ্তাহে মিয়ানমারে অশান্তির জন্য ক্ষমতাসীন জান্তাকে এককভাবে দায়ী করেছিলেন। শুক্রবারের বৈঠকে তিনি বলেন, 'আজ যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, তা জান্তার জন্য একটি কঠিন বার্তা। একে হুমকি হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।' সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অবশ্য আসিয়ানের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানানো হয়েছে। পাল্টা এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শান্তি স্থাপনে আসিয়ানের প্রস্তাবনা 'বাস্তবসম্মত নয়'। এর আগেরবার প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে যখন আসিয়ানের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সে সময় জান্তার উত্তর ছিলড় মহামারি ও সামরিক বাহিনীবিরোধী সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর কারণে শান্তি স্থাপনে বিলম্ব হচ্ছে।

২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন সরকারকে উচ্ছেদ ও সুচিকে কারাবন্দি করে দেশের ক্ষমতা দখল করে সামরিক বাহিনী। সেনাপ্রধান মিন অং হ্লেইং এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। তারপর প্রায় দু' বছর ধরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সংকটে জর্জরিত হয়ে উঠেছে মিয়ানমার। দেশটিতে ফের কবে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবেড় তা পুরোপুরি অনিশ্চিত।

তবে আসিয়ানের এই পদক্ষেপ খুব বেশিদূর অগ্রসর হবেড় এমন কোনো আশা দেখছে না আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ডভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফর্টিফাই রাইটসের কর্মকর্তা প্যাট্রিক ফোংসাথোর্ন বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আসিয়ান কিন্তু মিয়ানমারকে এখনও বহিষ্কার করেনি। যদি এমন কোনো পদক্ষেপ এই সংস্থা নিতো, তাহলে সেটি হতো জান্তার ওপর বড় ধরনের আঘাত।' সূত্র : রয়টার্স

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury

Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

অবশেষে জাহাজে থেকে ইতালিতে নামলেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠান মিশন লাইফলাইনের উদ্ধারজাহাজ রাইজ অ্যাবাভের ৮৯ জনকে অবশেষে স্থলে নামতে দেয়া হয়। এছাড়া জার্মানির আরেক উদ্ধারজাহাজ এসওএস হিউম্যানিটির ৩৫ জনও ইউরোপের মাটিতে পা রাখার সুযোগ পান।তারপরও জিও ব্যারেন্টস নামের একটি জাহাজে দুইশরও বেশি মানুষ একই সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। পরে তাদেরও জাহাজ থেকে নামতে দেয়া হয়েছে। অভিবাসন সংক্রান্ত কাজ করে এমন সংস্থাগুলো জানিয়েছে, তারা এখন অভিবাসনপ্রত্যাশীদের হয়ে ইতালি সরকারের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবে।

ফ্রান্স এবং ইতালির মাঝে উত্তেজনা :অভিবাসনপ্রত্যাশী বোঝাই একটি জাহাজ ইতালীয় উপকূল থেকে ফ্রান্সের দিকে পাঠিয়ে দেয়ায় রোম আর প্যারিসের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। গত ২৭ অক্টোবর থেকে বেশ কয়েকবার ওশান ভাইকিং নামের ওই জাহাজটির ২৩৪ জন যাত্রীকে ইতালিতে ঢোকার অনুমতি দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। এক পর্যায়ে জাহাজ প্রবেশের জন্য বন্দর খুলে দেয় ফ্রান্স। তবে ফ্রান্স সরকারিভাবে বন্দর খোলার কোনো ঘোষণা দেয়নি। ইতালির নতুন প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি অবশ্য ঘোষণার অপেক্ষাও করেননি। তার আগেই জলবায়ু সম্মেলনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। দেখা হওয়া মাত্রই বন্দর খুলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জাহাজ তার দেশে ঢোকার সুযোগ দেয়ার জন্য মাক্রোঁকে ধন্যবাদ জানান জর্জা মেলোনি। -সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে ও এএফপি

ইমরানকে ভয় পায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী

১৪ পৃষ্ঠার পর

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমাবেশের সরাসরি প্রচারের প্রতি জনগণের আগ্রহ দেখেই বোঝা যায়। ইমরানের জনপ্রিয়তাই সামরিক বাহিনীকে হুমকি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, যদিও তারা তাদের লোককে (শাহবাজ শরিফ) ক্ষমতায় বসিয়েছে। সামরিক বাহিনীর ধারণা ছিল, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইমরান প্রচলিত নিয়ম মানবেন। সেনাবাহিনীতে হয়তো কেউ কেউ ভেবেছিলেন, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তিনি দেশ ছাড়বেন; হারিয়ে যাবেন বিশ্বের ধনাঢ্যদের কাতারে। কিন্তু ইমরান তাঁর তারকাখ্যাতি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন।

বেশ কয়েকটি জনসমাবেশে ইমরান দেশজুড়ে নতুন নির্বাচনের দাবি জানান। এতে ভয় পেয়েছেন ক্ষমতাসীনরা। গত ২১ আগস্ট পাকিস্তান সরকার তাঁর বক্তব্য সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অবশ্য পরের সপ্তাহে আদালত এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিলেন। ইমরানের বিরুদ্ধে পুলিশ ও বিচারককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়। ঘনিষ্ঠ শাহবাজ গিলসহ তাঁর অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এইট পাস, মেট্রিক ফেল দিয়ে দেশ চললে উন্নয়ন হয় না -বিএনপি নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

করেছিলাম। পরে সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

সরকারপ্রধান বলেন, বিএনপির অনেক নেতা মানি লন্ডারিং, লুটপাট, দুর্নীতির কথা বলেন। তারেক জিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। মানি লন্ডারিং মামলায় তিনি সাত বছরের সাজাপ্রাপ্ত। অস্ত্র মামলার আসামি। তাদের মুখে এ সমালোচনা মানায় না।

বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন নাকি তারা চোখেই দেখে না। এখন চোখ থাকতে যদি কেউ অন্ধ হয় তাহলে তো কিছু করার নেই। তারা উন্নয়ন চোখে দেখে না। অথচ ব্যবহার ঠিকই করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সব সুফল তারা ভোগ করছে। বিএনপির আমলে তারা কী করেছে? তারা ক্ষমতায় থাকতে লুটপাট করেছে, দেশের কোনো উন্নয়ন তারা করেনি। খালেদা জিয়া ২০০১ সালে এসে হাজার হাজার নেতাকে অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে হত্যা করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, যাদের নেতৃত্বে আজ বিএনপি চলে তারা কারা? খালেদা জিয়া এতিমের টাকা মেরে খেয়েছেন। একটি টাকাও এতিমরা পায়নি। এক পয়সা না দিয়ে সমস্ত টাকা তারা মেরে খেয়েছে। সে কারণে খালেদা জিয়ার ১০ বছরের সাজা হয়েছে। তারপর যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে তো আরও এক ধাপ এগিয়ে। মানি লন্ডারিং মামলায় তারেক জিয়ার ৭ বছরের সাজা হয়েছে। এছাড়া গ্রেনেড হামলা মামলায় তিনি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত। যাদের নেতাই খুনি-আসামি তাদের মুখে আওয়ামী লীগের সমালোচনা মানায় না।

যুবলীগ প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রামে অংশ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'যুবক থাকলে কাজ করার অনেক সুবিধা। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে যুবকদের সম্পৃক্ত করতে যুবলীগ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তরুণরাই পারে দেশকে গড়ে তুলতে।' যুবলীগ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সেবা করতে হবে, মানুষের সেবা করতে হবে। প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে বলব, নিজের গ্রামে যান, নিজের জমি চাষ করেন। অন্যের জমিতে যাতে উৎপাদন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। যে কোনো চাষ, সবজি, গাছপালা লাগাতে হবে।

যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ। এতে আরও বক্তব্য দেনড়আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও জাহাঙ্গীর কবির নানক। সঞ্চালনা করছেন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল।

এর আগে, শুক্রবার দুপুর ২টা ৩৬ মিনিটে যুবলীগের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত যুব মহাসমাবেশে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলে কিছু কাজ পাওয়া, বাকিটা 'হাওয়া'

৮ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন ডলার অনুদান পেয়েছে, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড থেকে ৯ কোটি ৪৭ লাখ ডলার এবং ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড থেকে ১১ কোটি ডলার অর্থ পেয়েছে। এর বাইরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস থেকে ১০৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার অনুদান পেয়েছে। আর সর্বশেষ আইএমএফের ৪.৫ বিলিয়ন ঋণের ১.৩ বিলিয়ন দেয়া হয়েছে জলবায়ু খাতে। প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা : বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার এক কোটি ৩৩ লাখ মানুষ বাসস্থান হারাবেন। বিশ্বব্যাংকের হিসাব জানাচ্ছে, বাংলাদেশে এখন প্রতিবছর চার লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছেন স্থায়ীভাবে।প্রতিদিন আসছে দুই হাজারের মতো। তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ জলবায়ু উদ্বাস্তু।

ড. আতিক রহমান বলেন, ''বাইরের ক্লাইমেট ফান্ড থেকে তেমন অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা মুখে বলছে, কিন্তু কাজে তেমন কিছু করছে না। বাংলাদেশ নিজে থেকেই ফান্ড গঠন করে কাজ করছে। আমরা রোল মডেল হতে পারতাম। কিন্তু পর্যাপ্ত দক্ষতা আর স্বচ্ছতার অভাবে সেটা এখনো হয়নি। তারপরও বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় আমরা ভালো করছি। আমাদের ভালো করতে হবে, কারণ, আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।''

সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ''অনেক সময় অর্থ খরচ করার জন্য প্রকল্পগুলো নেয়া হয়। প্রকল্প নেয়ার আগে তার সম্ভাব্যতা যাচাই, স্থানীয় লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। এগুলো না করায় জলবায়ুর অনেক প্রকল্পই কাজে আসে না। অডিট হয় না। সিলেকশন প্রসেস নিয়ে প্রশ্ন আছে। এখানে ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের অপচয় হচ্ছে।''

''আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি নিয়ে আমাদের প্রতি সংবেদনশীল আছে। কিন্তু তাদের ফান্ড পেতে হলে আমাদের সঠিকভাবে প্রকল্প নিতে হবে। গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে,'' বললেন এই অর্থনীতিবিদ।-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

৬০ হাজার নেতাকর্মী নিয়ে যুবলীগের সমাবেশে বহিষ্কৃত সম্রাট!

৯ পৃষ্ঠার পর

জুমার নামাজের পর গেট ফাঁকা থাকা অবস্থায় প্রবেশ করেছেন বলে নিশ্চিত করেন। মঞ্চের বাম পাশে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বসে থাকতে দেখা গেছে সম্রাটকে। মহানগর যুবলীগ দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক মাকসুদুর রহমান বলেন, 'সম্রাট ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা ৬০ হাজার নেতাকর্মী সমাবেশে এসেছি। লাল শার্ট গায়ে পরে, হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে আমরা এসেছি। সকাল থেকে আমরা সমাবেশে অবস্থান করছি।'

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

হাইকোর্টের 'শ্যুট ডাউন' এবং বাংলাদেশের অর্থ পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য

৮ পৃষ্ঠার পর

লেনদেনের সংখ্যা গত অর্থ বছরে আট হাজার ৫৭১টি। এই লেনদেনের সংখ্যা তার আগের অর্থ বছরের চেয়ে ৬২.৩৩ শতাংশ বেশি। তখন এমন লেনদেন হয়েছে পাঁচ হাজার ২০৮টি।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এমন সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছিল তিন হাজার ৬৭৫টি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তিন হাজার ৫৭৩টি। এতে স্পষ্ট যে ব্যাংকিং চ্যানেলে অব্যাহতভাবে অর্থ পাচার বাড়ছে। আর গত অর্থ বছরের অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি রপ্তানির আড়ালে গত অর্থ বছরে পাচার হওয়া অর্থের হিসাব না দিলেও ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে চার হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সোয়া চার লাখ কোটি টাকা।

কিন্তু ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে আরো বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। লুটপাটের টাকা হুন্ডি অথবা অন্য কোনো উপায়ে পাচার হয়।

আদালতও অসহায়: সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন,চদেশ অর্থনৈতিক সংকটে আছে। নানা ধরণের উদ্যোগ নিয়েও অর্থ পাচার, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট থামানো যাচ্ছেনা। তাই হয়তো উচ্চ আদালত ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন।"

তিনি বলেন,চআমাদের আইনে সমস্যা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা রাজনৈতিক সদিচ্ছায়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এগুলো অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।"

তার কথা,চ ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর না হয়ে আরো সুবিধা দেয়া হচ্ছে। কালো টাকা সাদা বা পাচার করা অর্থ ফেরত আনলেও সুবিধা দেয়া হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি এতে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাচ্ছেও না। আসলে তারা যেনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।"

এই অর্থনীতিবিদ বলেন,চরিজার্ভ সংকট, ডলার সংকট এসবের পিছনে এই লুটপাট অনেকটাই দায়ী। এটা আগে থেকেই বন্ধ করা গেলে এত সংকট হতো না।"

আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব শফিক বলেন,চএখানে মামলা দায়ের, তদন্ত, বিচার দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। এরমধ্যে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অনেকে বের হয়ে যান। আবার আইনেও ত্রুটি আছে। এই মামলাগুলো দ্রুত নিস্পত্তি হওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে লুটপাট ও পাচার বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই হয়তো আদালত হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাই হয়তো শ্যুট ডাউনের কথা বলেছেন। এটা হতাশার প্রকাশ।" তিনি দুদক প্রসঙ্গে বলেন,চ এই ব্যাপারে তারাও তেমন কিছু করতে পারছেনা।"

তার কথা,চ আইনই যথেষ্ঠ নয়, কারণ ব্যাংকের টাকা একটি প্রভাবশালী গ্রুপ লুটপাট ও পাচার করছে। তারা আবার কেউ কেউ ব্যাংকের মালিকও। তারা একে অপরের সহযোগী। এটা হলে তো বন্ধ করা যাবে না। এটা সবাই জানে কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। এটা শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব।"-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

মুছে দেওয়া হলো ময়মনসিংহ নগরীতে তসলিমা নাসরিনের শেষ স্মৃতিচিহ্নও

১০ পৃষ্ঠার পর

ডকুমেন্ট করে ৩ লাখ টাকায় ওই পুরাতন বাড়ির ইট-কাঠ ও রড কিনে নিয়েছেন। তার অধীনেই প্রায় মাস খানেক ধরে শ্রমিকরা বাড়ি ভাঙার কাজ করছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নাসলিমা নাসরিনের ভাতিজা সাফায়েত কবীর জানান, বাড়ি ছিল দাদা প্রয়াত ডা. রজব আলীর। তিনি মারা যাওয়ার পর সম্প্রতি এই বাড়ির জমি তার উত্তরাধিকারের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে সামনের অংশে তার বাবা ও চাচার জায়গা। আর পেছনে রয়েছে ফুফুদের জায়গা। সাফায়েত আরও বলেন, ভূমি বণ্টননামার নিয়ম মেনেই অংশ ভাগ করে পুরাতন বাড়ি ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি তাদের পারিবারিক ব্যাপার এবং এতে আইনগত কোনো সমস্যা নেই।

জানা গেছে, সম্প্রতি ময়মনসিংহের কবি শামীম আশরাফ ওই বাড়ির একটি ভিডিও পোস্ট করে তাতে লেখেন, তসলিমা নাসরিনের শৈশব-কৈশোর কেটেছে যেখানে। নান্দনিক 'অবকাশ' বাড়িটা ভেঙে উঁচু হয়ে উঠছে। এভাবেই শহরের কত কত নান্দনিক বাড়ি স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে। তাতে নন্দন থাকছে কতটুকু! বাড়ছে শুধুই খোপ। যেভাবে পাখি থাকে বন্দি।

এই পোস্টটি নজরে আসে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের। ভিডিওটি দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেন এই লেখিকা। তিনি পোস্টটি নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে শেয়ার দিয়ে শৈশব-কৈশরের নানা স্মৃতি তুলে ধরায় ফের আলোচনায় আসে অবকাশ নামের বাড়িটি।

তসলিমা নাসরিন ক্যাপশনে লেখেন, 'কেউ কেউ ফেসবুকে 'অবকাশ' ভাঙার ছবি পোস্ট করছে, দুঃখ করছে, স্মৃতিচারণ করছে। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সেই 'অবকাশ'। ময়মনসিংহ শহরের টি এন রায় রোডে আমার বাবার কেনা সুন্দর বাড়িটি অবকাশ। এই অবকাশ ভেঙে গুঁড়ো করার সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, আমার কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু এটুকু জানি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব লোভী, স্বার্থপর, ধুরন্ধর, কট্টর মৌলবাদী। সকলেরই আমি চক্ষুশূল। এককালে শহরের সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রগতিশীলতার একটি কেন্দ্র ছিল যে বাড়িটি, আজ সেটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

ধন দৌলতের কাঙালদের কাছে প্রগতিশীলতা, উদারতা, সহমর্মিতা, স্মৃতি ও সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নেই। শুনেছি বাড়িটিতে আমার মায়ের হাতের লাগানো সব ফল-ফুল গাছ শেকড়সহ উপড়ে ফেলে একটি আধুনিক বহুতল বিল্ডিং বানানো হচ্ছে। আমার কর্মঠ বাবার অকর্মণ্য উত্তরসূরিরা সেই বিল্ডিং-এ পায়ের ওপর পা তুলে বংশ পরম্পরায় খাবে।'

তিনি আরও লেখেন, 'ও বাড়ির এখন আমি কেউ নই। আমি তো তিরিশ বছর ব্রাত্যই। ইট-পাথরে, চুন-সুরকিতে, কাঠে কংক্রিটে স্মৃতি থাকে না, স্মৃতি থাকে মনে। অবকাশ রইলো আমার মনে। যে বাড়িটিতে বসে আমি প্রথম কবিতা লিখেছি, প্রথম কবিতা-পত্রিকায় ছাপিয়েছি, প্রথম কবিতার বই লিখেছি, নির্বাচিত কলাম লিখেছি, যে বাড়িটির মাঠে প্রথম গোল্লাছুট খেলেছি, যে বাড়িটির ছাদে প্রথম পুতুল খেলেছি, যে বাড়িটির ভেতর প্রথম রবীন্দ্রনাথ আওড়েছি, উঠোনজুড়ে নেচে চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ করেছি, যে বাড়িটিতে দাদা বেহালা বাজাতো, ছোটদা গিটার বাজাতো, বোন গান গাইতো, মা আবৃত্তি করতো, বাবা মানুষের মতো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখাতো, যে বাড়িটিতে বসে প্রথম প্রেমের চিঠি লিখেছি, যে বাড়িটিতে আমি একই সঙ্গে সংবেদনশীল এবং সচেতন মানুষ হয়ে উঠেছি, সে বাড়িটি রইলো আমার মনে। কোনো হাতুড়ি-শাবল-কুড়োলের শক্তি নেই সে বাড়িটি ভাঙে।'

বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন ইউরোপের পর্যটক দল ওই বহরে ছিল প্রাচীন

১০ পৃষ্ঠার পর

ভিনটেজ মডেলের ১৬টি কার ও দুটি ডাবল ইঞ্জিন বিএমডব্লিউ মোটরসাইকেল। ৩৪ জন পর্যটক ও ৯ জন সহকারী ছিলেন সে দলে। যাদের প্রত্যেকের বয়স ৬০ বছরের বেশি।

গত রোববার সকালে ভারতের ডাউকি সীমান্ত হয়ে সিলেটের তামাবিল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে বাংলাদেশ প্রবেশ করেন ৪৩ জনের ওই পর্যটক দল। পরে মঙ্গলবার বিকেলে তারা গাজীপুরের সারাহ রিসোর্টে পৌঁছান।

সারাহ রিসোর্টে রাতযাপন শেষে বুধবার সকালে তারা পাবনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পাবনায় একরাত থেকে যশোর পৌঁছায় এই পর্যটক দল।

কয়েকটি জেলা ঘুরে চারদিন পর বৃহস্পতিবার তারা যশোরে এসে পৌঁছান। যশোরের জাবির হোটেল ইন্টারন্যাশনালে একরাত অবস্থান করে শুক্রবার সকালে তারা বেনাপোল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন।

ভ্রমণের সময় বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি, শিল্প, সংস্কৃতি, খাবারের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন বিদেশি এই পর্যটকরা। যশোরে মানুষের আচার-আচরণপ্রাকৃতিক রূপ, রস আর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তারা।

গত ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক ইস্ট ইন্ডিয়া হিমালয় ভিনটেজ কার র‍্যালিতে অংশ নেওয়া দলটি এ বছর বাংলাদেশসহ তিনটি দেশ ভ্রমণ করবেন। ২৪ দিনের ভ্রমণে তিন হাজার ২৪৪ কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিয়ে র‍্যালিটি ১২ নভেম্বর কলকাতায় গিয়ে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

শত বছরের পুরোনো নামিদামি মডেলের গাড়ি দেখে উচ্ছ্বসিত যশোরের মানুষ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ির র‍্যালি দেখেছেন স্থানীয়রা।

বেনাপোলে একজন দর্শনার্থী ৫৮ বছর বয়সী মশিয়ার রহমান বলেন, 'আমার বয়সে এমন ডিজাইনের গাড়ি দেখিনি। প্রথমবারের মতো দেখলাম। অনেক ভালো লাগলো।'

বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্যসহ অন্তত ৯টি দেশের নাগরিক নিজেদের খরচে এই ভ্রমণে বের হয়েছেন। প্রতি বছর তারা এই ভ্রমণে বের হন বলে জানান।

বাংলাদেশ অংশের ব্যবস্থাপনা করছেন 'দ্যা জার্নি ওয়ালেট' নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

দ্য জার্নি ওয়ালেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউর রহমান বলেন, 'পর্যটক দলটি বাংলাদেশে এসে অনেক খুশি হয়েছে। এ দেশের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ তাদের পছন্দ হয়েছে। এদের অনেক গাড়ি ৮০ ও ১০০ বছরের পুরোনো।

এবার ‘ডোলমা খাং’ চূড়ায় বাংলাদেশি নারী

১০ পৃষ্ঠার পর

কালবেলার কলাপাড়া প্রতিনিধিকে বলেন, ‘পর্যটকদের তো সবার ব্যক্তিগত গাড়ি থাকে না। গণপরিবহনেই মূলত পর্যটকরা যাতায়াত করেন। সেই পরিবহন ধর্মঘট চলার কারণে পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছে কুয়াকাটা।’

জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি; ভোলা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও যশোরে পাঁচ নেতাকর্মী নিহত এবং সারা দেশে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল শনিবার বরিশালে বিভাগীয় গণসমাবেশ ডাকে বিএনপি।

এরপর ২৫ অক্টোবর বরিশাল থেকে দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ সব রুটে দুদিন বাস চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয় জেলা বাস মালিক গ্রুপ। ঘোষণা অনুযায়ী আজ শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে বাস বন্ধ রয়েছে।

এই ধর্মঘট বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে বলে মনে করেন শরীফ। তিনি বলেন, ‘এমন পরিস্থিতি পর্যটন কেন্দ্রগুলোর জন্য অশনিসংকেত। পর্যটন-সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী ও কর্মচারীরা এর ভুক্তভোগী।’

ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব কুয়াকাটার সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার বলেন, ‘সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যেখানে ১০ কোটি আয় হওয়ার কথা, সেখানে ব্যবসায়ীদের এবার লোকসান হবে।’

কুয়াকাটা ট্যুরিস্ট বোট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কে এম বাচ্চু বলেন, ‘সপ্তাহের মাত্র দুই দিন কুয়াকাটায় পর্যটক আসেন। এই দুই দিনের দিকে সবাই তাকিয়ে থাকেন। আর ছুটির দিনেই ধর্মঘট দিয়ে মাঠে মারল সবাইকে।’-সূত্র কালবেলা

গণি মিয়ার মন খারাপ

১৮ পৃষ্ঠার পর

মস্তিষ্কের সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। আবার অন্য দিকে যখন দেখি আওয়ামী লীগের জনসভায় ভাড়া করা লোকজন আহাজারি করে বলছেন যে, তাদের দুপুরে রাতে বিরিয়ানি, যাতায়াত এবং নগদ টাকা ও গেঞ্জি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনা হয়েছিল; কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী দালাল তাদেরকে অভুক্ত রেখে, তাদের টাকা মেরে দিয়ে লাপাত্তা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা জনসভা শেষে অভুক্ত অবস্থায় শত মাইল পাড়ি দিয়ে গভীর রজনীতে বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় দলবেঁধে আহাজারি করতে করতে যে অভিসম্পাত দিচ্ছেন তা শুনলে অবোধ বোবা প্রাণীর মনও খারাপ হয়ে যাবে।

উল্লিখিত হাজারো বৈসাদৃশ্য বৈপরীত্য এবং পরস্পরবিরোধী ঘটনা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে একধরনের বোবাকান্না সৃষ্টি করে চলেছে। শোষণ-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, অপশাসন এবং অবিচারের বড় বড় হাতিয়ার যেভাবে সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্কে এবং শরীরে ত্রিমাত্রিক আঘাত হানছে তাতে করে আমাদের জাতিসত্তা অনাগত দিনে কোন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় তা কল্পনা করলে ভয় আতঙ্ক, লজ্জা এবং ঘৃণায় দেহের পেশিগুলো শক্তি হারিয়ে মানুষকে নির্জীব বস্তুতে পরিণত করে ফেলে। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য । দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

বাইডেনের ভাই-বোনসহ ২০০ মার্কিনির বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা

এর জবাবে রাশিয়াও পশ্চিমা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন সময় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ইউক্রেনের অধিকৃত চার অঞ্চল রাশিয়ার সঙ্গে একীভূত করার পর মস্কোর ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা দেয় ওয়াশিংটন। নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয় রুশ আইনসভার ২৭৮ জন সদস্যকে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিমদের ব্যাপক সাফল্য

৭ পৃষ্ঠার পর

মেইনেও ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে দুজন সোমালি আমেরিকান জয়ী হয়েছেন। মানা আবদির জয়টি ছিল দারুণ ব্যাপার। একসময় তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছিলেন, কোনো মুসলিমকে সরকারি কোনো পদে রাখা হবে না। অথচ তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যাহার করলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

মিনেসোটায় প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে জয়ী জয়েছেন জয়নাব মোহাম্মদ। রাজ্যের সিনেটে তিনি একইসাথে প্রথম সোমালি নারী এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী। ওহাইয়োতে আরেক সোমালি আমেরিকান জয়ী হয়েছেন। ২৬ বছর বয়স্কা মুনিরা আবদুল্লাহি হচ্ছেন রাজ্য আইনসভায় প্রথম মুসলিম নারী। সূত্র : দি ন্যাশনাল নিউজ

বালিতে বৈঠকে বসবেন সি-বাইডেন, মূল অ্যাজেন্ডা ‘তাইওয়ান’

৬ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলনে যোগ দেবেন জো বাইডেন ও সি চিন পিং এবং সেখানেই তাঁরা মুখোমুখি বৈঠক করবেন। ধারণা করা হচ্ছে, এ দুই বিশ্বনেতার বৈঠকটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এশিয়ার মার্কিন মিত্র দেশ ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। বিবিসি জানিয়েছে, মহামারি করোনার সময় সি চিন পিং বেশির ভাগ সময় চীনেই কাটিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি আবার বিদেশ সফর শুরু করেছেন।

স্থানীয় সময় ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জো বাইডেন বলেছেন, ‘তাইওয়ান ইস্যু নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হবেএ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাইওয়ান ঘিরে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধান কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করি।’ তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির কোনো বিষয়ে মৌলিক ছাড় দিতে তিনি ইচ্ছুক নন বলেও জানিয়েছে বাইডেন।

স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে বেইজিং এবং দেশটি মনে করে, তাইওয়ানকে অবশ্যই চীনের ভূখণ্ডের সঙ্গে একীভূত হতে হবে। কিন্তু তাইওয়ান নিজেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলে দাবি করে। এমন পরিস্থিতিতে চীন যদি তাইওয়ানে আক্রমণ করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে রক্ষা করবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এদিকে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং সম্প্রতি দেশটির পিপলস লিবারেশন আর্মিকে (পিএলএ) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সপ্তাহের শুরুতে চীনা গণমাধ্যমগুলোতে এ-সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। সি বলেছেন, চীনা সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে। কারণ চীন বর্তমানে একটি অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেছেন, ‘বাইডেন-সির বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই দেশের সম্পর্ক নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করা।’ এ ব্যাপারে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ভুল-বোঝাবুঝি এড়াতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের একসঙ্গে কাজ করা উচিত। চীন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক চায়। তবে তাইওয়ান ইস্যুটি তাদের স্বার্থের কেন্দ্রে রয়েছে বলেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

ভোট গণনায় দেরির কারণে ঝুলে আছে

৬ পৃষ্ঠার পর

আসনে জয় প্রয়োজন। এরমধ্যে অ্যারিজোনাতে এগিয়ে আছে ডেমোক্রেটরা এবং নেভাডাতে এগিয়ে আছে রিপাবলিকানরা। ভোট গণনা বাকি থাকলেও এই অবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। ফলে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ কোন দল নেবে তা বুঝতে তাকিয়ে থাকতে হবে আগামী ৬ই ডিসেম্বরের দিকে। এদিন জর্জিয়াতে দ্বিতীয় দফা নির্বাচন হবে। তাতে যে দলের প্রার্থী জয় পাবেন, সে দলই সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পাবে। এদিকে বিবিসি জানিয়েছে, নির্বাচনের ফলাফল দেরি হওয়ার আরও কারণ হলো- যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কেন্দ্রীয় না। বিভিন্ন রাজ্য ভিন্ন নিয়ম-নীতি মেনে নির্বাচন আয়োজন করে। যার মধ্যে রয়েছে পোস্টাল ভোটের নিয়ম। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে পোস্টাল ভোট গণনার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নিয়ম রয়েছে। পোস্টাল ভোট হলো সেই ভোট যেখানে ভোটারদের কাছে ব্যালট পেপার পাঠানো হয় এবং পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সেগুলো আবার ফেরত আনা হয়।

পোস্টাল ভোটের কার্যক্রম মূল নির্বাচনের আগেই শুরু হয়ে যায়। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৪ কোটি ২০ লাখ আমেরিকান পোস্টাল ভোট সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন। তারা ৮ নভেম্বরের আগেই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। আর এত সংখ্যক মানুষ পোস্টাল ভোট দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত ফলাফল পেতে বিলম্ব করছে। কারণ মূল নির্বাচনের দিনের আগে এ ভোটগুলো গণনা করা হয় না। কিছু কিছু রাজ্যে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পোস্টাল ভোট গণনা করার নিয়ম আছে। আবার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে নির্বাচন দিনের পরের সাতদিন পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এ বছর মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রায় ১২ কোটি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। যা মোট ভোটারের প্রায় ৪৭ ভাগ। ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যে সংখ্যক ভোটার অংশ নিয়েছিলেন সেবারের তুলনায় এবার ভোটার উপস্থিত কম। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণায় দেরি হওয়ার আরেকটি কারণ হলো ভোট পুনর্গণনা করা। প্রতিদ্বন্দ্বিদের আপত্তি বা কারিগরি ত্রুটির কারণে আবারও ভোট গণনা করা হতে পারে। তাছাড়া রানঅফ নির্বাচনের বিষয়টিও ফলাফলে বিলম্ব হওয়ার অন্যতম কারণ।

আমেরিকায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুবর্ণ সুযোগ

STUDY IN USA

SCHOOL / COLLEGE / UNIVERSITY

দ্রুত i-20 / দ্রুত এপয়েনমেন্ট আর সহজে ভিসা !

এয়ার টিকেট অফার

১লা নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এয়ার টিকেট অফার। যাদের IELTS নুন্যতম 6.5 অথবা Dulingo স্কোর 110 তারা এই অফারের জন্য প্রযোজ্য হবেন। সর্বোচ্চ ১০ জন ভিসা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এয়ার টিকেট দিবে EC Global. এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ইসি গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকা আসতে আগ্রহীদের জন্য আমাদের অফার

প্যাকেজ/নন প্যাকেজ

- ❑ Language Course (Without IELTS)
- ❑ Associate/Bachelor Course IELTS/Dulingo/English Medium
- ❑ Masters Course : IELTS/Dulingo/Moi/Letter of intent / Recomendation
- ❑ Funding and Scholership Need GRE and More...

CONTACT US
www.ecgloballink.com

Global Link LLC

ইসি গ্লোবাল অনুমোদিত এজেন্ট

International American University | WESTCLIFF UNIVERSITY Educate. Inspire. Empower. | Washington University of Science and Technology

7804-32nd Avenue
East Elmhurst NY 11370
Tel: 929-586-6559
ecgloballinkllc@gmail.com

New York
37-55 72nd St
NY-11372

Michigan
Farid Uddin Shiblu
586-272-3900

California
Abu Zafar Siddiqi
213-804-0306

Contact Bangladesh:

In Dhaka
- Mesbah Shemul
  Country Coordinator
  Cell: 01912-912-866
  shemulsust@gmail.com
- Geoplus Consultency
  51/51 A Resourcedful Psltan City
  Purana Paltan, Dhaka
  01789-194861

In Sylhet
- Global Immigation Watch
  01711 922122
- J. Square Consultency
  01973-413258
- Geoplus Consultency
  01842-718024
- Green Consultency
  001964193969

In Chattogram
- B27 Haheymoon Tower #1
  D.T Road, Pahartali,CTG
  01846-404161

In Rajshahi
- Shbbir
  01782-370-181

In Khulna (Jashore)
Baizid , 01911 579210

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান সংকটের নেপথ্যে দুর্নীতি

৫ পৃষ্ঠার পর

(জিএফআই)। তারা বলছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৭-৯ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমদানি বাণিজ্যে ব্যাপক ওভার ইনভয়েসিং, রফতানি বাণিজ্যে ব্যাপক আন্ডার ইনভয়েসিং, হুন্ডি প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান পুঁজি পাচার এবং রফতানি আয়ের একটি বিরাট অংশ দেশে ফেরত না আনা পুঁজি পাচারের সবচেয়ে চালু চারটি পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ২০২০ সালে করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হওয়ার পর চাহিদা এবং সরবরাহ উভয় দিক থেকে হুন্ডি ব্যবসা অনেকখানি গুটিয়ে গিয়েছিল, যার সুফল হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এ প্রবৃদ্ধির কারণেই ওই দুই অর্থবছরে বাংলাদেশের ব্যালান্স অব পেমেন্টসের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে বড়সড় উদ্বৃত্ত হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত বেড়ে গিয়ে ২০২১ সালের আগস্টে ৪৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছিল। ২০২১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে যখন করোনাভাইরাস মহামারীর তাণ্ডব কমে আসে তখন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে হুন্ডি ব্যবসা।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ সরকারের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের (সিআইডি) বরাত দিয়ে দেশের পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে শুধু হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বর্তমানে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। (মানে, সিআইডির দাবি ৭৫ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা দেশেই আসছে না। অথচ এ পরিমাণ টাকা হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে জমা হয়ে যাচ্ছে)। এর সঙ্গে আমদানির ওভার ইনভয়েসিং, রফতানির আন্ডার ইনভয়েসিং এবং রফতানি আয় দেশে ফেরত না আনার মতো মূল সমস্যাগুলো যোগ করলে দেখা যাবে প্রতি বছর এখন কমপক্ষে দেড় লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এর মানে বাংলাদেশ থেকে বছরে কমপক্ষে ১৫-১৬ বিলিয়ন ডলার পুঁজি এখন বিদেশে পাচার হয়ে চলেছে, যার অর্ধেকের মতো পাচার হচ্ছে হুন্ডি প্রক্রিয়ার বেলাগাম বিস্তারের মাধ্যমে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিট্যান্স গত ২০২০-২১ অর্থবছরের ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৫ শতাংশ কমে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যার প্রধান কারণ ওই বছর হুন্ডি প্রক্রিয়ায় রেমিট্যান্স প্রেরণ আবার চাঙ্গা হওয়া। এর ফলে ২০২১ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতনের ধারা। ২০২২ সালের অক্টোবরে রিজার্ভ কমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষণা মোতাবেক ৩৫ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ এ ঘোষণা গ্রহণযোগ্য মনে করে না। কারণ রফতানি উন্নয়ন তহবিল বা এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) নাম দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে সরকারের আদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক যে সাড়ে ৭ বিলিয়ন ডলারের 'রিফাইন্যান্সিং স্কিমের' অধীনে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের প্রভাবশালী রফতানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ দিয়েছে সেটাকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে অন্তর্ভুক্ত না করতে বলেছে আইএমএফ। সাম্প্রতিক সফরকালে আরো কয়েকটি ব্যাপারে আইএমএফের পক্ষ থেকে আপত্তি জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ টিম। তার মানে, বাংলাদেশের প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অক্টোবরের শেষে ২৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের পাওনা পরিশোধের পর রিজার্ভ ২৬ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে আসবে। এ ধরনের পতনের ধারা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

বাংলাদেশ ব্যাংক এখন ডলারের দাম নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থাকে মেনে নিলেও কার্ব মার্কেটের ডলারের দামের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত হারের ব্যবধান এখনো ৮-১০ টাকা রয়ে গিয়েছে। এ দুই দামের এত বড় পার্থক্য শুধু হুন্ডি ব্যবস্থাকেই চাঙ্গা করছে, যার ফলে ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবৃদ্ধি শ্লথ হতে বাধ্য। (অর্থমন্ত্রীর মতে, দেশের রেমিট্যান্সের ৪৯ শতাংশ এখন হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশে আসছে। আমার মতে, অধিকাংশ রেমিট্যান্স হুন্ডি ব্যবস্থায় দেশে আসছে)! আমি আবারো বলছি, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যে টালমাটাল অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে সেটার জন্য দায়ী পাঁচটি প্রধান পুঁজি পাচার প্রক্রিয়া: ১. আমদানিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধির আড়ালে ওভার ইনভয়েসিং পদ্ধতিতে জোরেশোরে বিদেশে পুঁজি পাচার, ২. রফতানিতে ব্যাপক আন্ডার ইনভয়েসিং পদ্ধতিতে পুঁজি পাচার, ৩. রফতানি আয় দেশে ফেরত না এনে বিদেশে রেখে দিয়ে ওই অর্থ দিয়ে বিদেশে ঘরবাড়ি-ব্যবসাপাতি কেনার হিড়িক, ৪. দেশের ব্যাংকঋণ নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক হুন্ডিওয়ালাদের ঋণের টাকা প্রদানের মাধ্যমে এর সমপরিমাণ ডলার হুন্ডি প্রক্রিয়ায় বিদেশে পাচার এবং ৫. সাম্প্রতিক কালে চালু করা এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের সাড়ে ৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ বিদেশে পাচার। (উদাহরণ দেখুন: গত ২০২১-২২ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাতের রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ, অথচ একই সময়ে পোশাক খাতের কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে ৫৮ শতাংশেরও বেশি। অতএব এ খাতের আমদানিতে ব্যাপক ওভার ইনভয়েসিং হয়েছে ধরে নেয়াই যায়)। তাই পুঁজি পাচারকে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকারে নিয়ে আসতেই হবে। সরকারকে মেনে নিতেই হবে, পুঁজি পাচার বর্তমান পর্যায়ে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আমাদের বর্তমান সরকারকে অনেকে 'ব্যবসায়ীদের সরকার' আখ্যায়িত করে। বর্তমান সংসদের ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ সদস্য ব্যবসায়ী। অতএব সরকারে থাকা অনেক মন্ত্রী-সংসদ সদস্য-নেতাকর্মী পুঁজি পাচারকারী হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তাদের আত্মীয়স্বজন অনেকেও পুঁজি পাচারকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাটাই স্বাভাবিক। সমস্যার সত্যিকার সমাধান চাইলে প্রথমে সরকারকে আন্তরিকভাবে সমস্যাটিকে স্বীকার করে নিতে হবে।

অর্থমন্ত্রী কি আদৌ তা করছেন? এবারের বাজেটে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনতে চাইলে মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ কর দিয়ে বিনা প্রশ্নে তা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, কিন্তু খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে গত চার মাসে কেউ এ সুবিধা গ্রহণ করেনি। (বর্তমান বাজেটে অর্থমন্ত্রী পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার জন্য যে 'টোটকা দাওয়াই'য়ের প্রস্তাব করেছেন সেগুলোকে আমি দেশের জনগণের সঙ্গে 'মশকরা' আখ্যায়িত করেছি। আমি বলেছি, তিনি পুরো ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য এ প্রহসনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন।

বছরের শেষে দেখা যাবে ফল শূন্য)। আমদানিতে ওভার ইনভয়েসিং মনিটর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল তার কোনো হদিস মিলছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দুবাই ও ইতালিতে আটটি তদন্ত টিম প্রেরণ কিংবা গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে পুঁজি পাচারকারীদের নাম-ঠিকানা খুঁজে বের করার যে পরামর্শ দিয়েছিলাম সে ব্যাপারেও কোনো নড়াচড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না! এমনকি রফতানি আয় রফতানিকারকদের নিজের কাছে রেখে দেয়ার পরিমাণকে (অনুপাতকে) আগামী কিছুদিনের জন্য কঠোরভাবে সীমিত এবং একই সঙ্গে কতদিনের মধ্যে রফতানি আয় বাংলাদেশ ব্যাংকে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হবে সে সময়সীমাকে কঠোরভাবে নামিয়ে আনা সম্পর্কিত পরামর্শকেও বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না। অথচ সরকার স্বীকার না করলেও ওয়াকিবহাল মহল ঠিকই বুঝতে পেরেছে গত এক বছরে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার বৈদেশিক মান প্রায় ২৫ শতাংশ অবচয়নের শিকার হয়েছে। এশিয়ার বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর তুলনায় এ অবচয়ন সর্বোচ্চ। (ভিয়েতনামের মুদ্রার তেমন কোনো অবচয়নই হয়নি)। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতনের ধারাকে থামাতে না পারলে ডলারের কার্ব মার্কেটের দামের উল্লম্ফন এবং টাকার বৈদেশিক মানের এ দ্রুত অবচয়নকে থামানো যাবে না। এজন্য প্রয়োজন পুঁজি পাচারের বিরুদ্ধে সরকারের বিশ্বাসযোগ্য কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আহসান মনসুর বর্তমান অর্থমন্ত্রীকে 'অ্যাবসেন্ট ফাইন্যান্স মিনিস্টার' আখ্যায়িত করেছেন। এবারই প্রথম বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগদান করেননি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে কয়েকজন আমলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ একনেকে অর্থমন্ত্রী প্রায়ই অংশগ্রহণ করছেন না। অর্থনীতির বর্তমান সংকট সম্পর্কেও অর্থমন্ত্রী তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন না।

কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম আন্তঃব্যাংক লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ডলারের দামের চেয়ে ৮-১০ টাকা বেশি হওয়ার প্রধান কারণ হুন্ডি প্রক্রিয়ায় বিদেশে পুঁজি পাচারের চাহিদার ক্রমবর্ধমান ব্যাপক উল্লম্ফন। অতএব এ ক্রমবর্ধমান চাহিদা কমিয়ে আনতে না পারলে এ দুটি দামের পার্থক্যকে কমিয়ে আনা যাবে না। শুধু আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের দামকে বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে না। হুন্ডি-ডলারের চাহিদা শক্তিশালী থাকলে কার্ব মার্কেটেও ডলারের দাম ক্রমেই বাড়িয়ে পার্থক্যটা ৮-১০ টাকায় রেখে দেবে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা, হুন্ডি ব্যবসাকে চাঙ্গা রাখার জন্য। সেজন্যই বলছি, হুন্ডি ডলারের চাহিদাকে দমন করতে চাইলে প্রয়োজন হবে দুর্নীতি দমনকে আবার সত্যিকারভাবে শক্তিশালী করা। হুন্ডি প্রক্রিয়ায় যে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়ার দাবি করছে সরকারের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) তার সিংহভাগ চাহিদাকারী ওপরে উল্লিখিত গোষ্ঠী। অতএব দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে 'বাৎ কা বাৎ' বানিয়ে রেখে পুঁজি পাচার সমস্যার সত্যিকার সমাধান পাওয়া অসম্ভব। - ড. মইনুল ইসলাম: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।- বণিকবার্তা-র সৌজন্যে

ইউরোপে অবৈধভাবে ঢুকলেই ফেরত

৫ পৃষ্ঠার পর

কমিশনারের আলাপকালে ঢাকাস্থ ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি উপস্থিত ছিলেন। সুইডেনের কর্মসংস্থান ও একত্রীকরণ বিষয়ক প্রাক্তন মন্ত্রী জোহানসন আরও বলেন, বাংলাদেশসহ যেসব দেশ থেকে ইউরোপে অবৈধ বা অনিয়মিত অভিবাসন হয় সেই সব দেশের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে ইইউ'র প্রত্যাবাসন বিষয়ক সহযোগিতা সত্যিই জোরদার হয়েছে। তাৎক্ষণিক সাড়া দানও বেড়েছে, কারণ ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলো বৈধ অভিবাসনে উৎসাহ দিচ্ছে। তারা দক্ষ শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে গ্রহণে প্রস্তুত। তবে কমিশনার এটাও স্বীকার করেন যে, আইনি বা বৈধ পথে অভিবাসনের ভালো সুযোগ তেরি না করে অনিয়মিত বা অবৈধ অভিবাসন পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ প্রতিবছর শীত মৌসুমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপে যাত্রা করেন উন্নত জীবিকার আশায়। তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারলেও অনেকে পথে জীবন হারান। কারও সলিল সমাধি ঘটে সাগরে। কেউবা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে দেশে ফেরত আসাদের সংখ্যাও কম নয়। জীবনের ঝুঁকি থাকা এই অবৈধ অভিবাসন বন্ধে ইউরোপের দেশগুলো যেমন তৎপর তেমনি তৎপর বাংলাদেশ সরকার। এ নিয়ে বহুমুখী উদ্যোগ চলমান রয়েছে। - মানবজমিন

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের একটা অর্থও অপচয় করে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ পৃষ্ঠার পর

আমাদের দেশে এসে পড়েছে। আজকে রিজার্ভের টাকা থেকে আমাদের যেমন আমদানি ব্যয় মেটাতে হচ্ছে, পাশাপাশি আমরা বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিয়েছি। করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থাও বিনা পয়সায় করেছি। পৃথিবীর উন্নত কোনো দেশ বিনা পয়সার টেস্টের ব্যবস্থা করেনি, ভ্যাকসিনও দেয়নি। আমরা নগদ টাকা দিয়ে প্রথমে ভ্যাকসিন কিনি। এরপরে আমরা অনুদান পেয়েছি। আমরা কিন্তু নগদ টাকা দিয়ে কিনি।

খাদ্যপণ্যের দাম কিন্তু সারা বিশ্বে বেড়ে গেছে। পরিবহন ব্যয় বেড়ে গেছে। জ্বালানি-ভোজ্য তেল, গম, ভুট্টা, ডালডা্য়া কিছু আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে। আমরা চাল উৎপাদন করছি, খাদ্য উৎপাদন করছি। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তারপরও আমাদের আমদানি করতে হয়। যখন বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ে ফসল নষ্ট হলো তখন আমাদের ফসল আমদানি করতে হয়েছে। আমরা যেটুকু খরচ করেছি সেটা জনগণের স্বার্থে, জনগণের কল্যাণে। জনগণের খাদ্য, ক্যানসারের ওষুধ কেনা...জনগণের মঙ্গলের জন্য আমাদের করতে হয়েছে। সার, জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ আমাদের কিন্তু কিনতে হচ্ছে। নগদ টাকা দিয়ে আমরা কিনছি। তা ছাড়া, আমাদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে আমরা কিন্তু বিমান কিনেছি। নদী ড্রেজিং, সেটাও আমরা নিজেদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে করছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু কিছু আমরা বিনিয়োগ করছি এই কারণে সেটা হলো, আমরা যদি অন্য দেশ থেকে লোন নিই আমাকে সুদসহ সেই ডলার পরিশোধ করতে হয়। আমাদের ডলার যদি আমরা খরচ করি, আমরা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দিচ্ছি, তাতে করে সুদসহ টাকাটা...আমাদের দেশের টাকা দেশেই থেকে যায়। সেটাকে লক্ষ করে ৮ বিলিয়নের মতো আমরা খরচ করেছি। যখন শ্রীলঙ্কা খুব অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়ে তাদেরকেও কিছু টাকা আমরা ধার দিয়েছি।

এখানে কিন্তু পয়সা কেউ তুলে নিয়ে চলে যায়নি। তাদের মনে সব সময় ও রকম ভয় থাকে, এ কথা তারা বলে। বিএনপি বিশেষ করে বলবে। বলার কারণটা হচ্ছে, তাদের নেতা তারেক জিয়া মানি লন্ডারিং কেসে ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ কোটি টাকা অর্থদণ্ড পেয়েছে এবং সে পলাতক আসামি। মানি লন্ডারিং যাদের অভ্যাস তারা শুধু ওইটাই জানে টাকা বোধ হয় সব নিয়ে যেতে হয়।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমেদ কায়কাউস। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চীনা এক্সিম ব্যাংক এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের জন্য ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বা ১০ হাজার ২২৬ দশমিক ৫৩ কোটি টাকার ঋণের অনুমোদন দিয়েছে। মোট ১৬ হাজার ৯০১ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয়ের ৬৫ শতাংশ দেবে চীন। ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সঙ্গে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর, আশুলিয়া, বাইপাইল এবং ইপিজেডকে যুক্ত করবে।

তবে এ এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যানবাহনগুলোকে টোল দিতে হবে। প্রকল্পের নথি অনুযায়ী, এই এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে দেশের ৩০ জেলার মানুষ দ্রুত ও সহজে রাজধানীতে প্রবেশ ও বের হতে পারবে। এর মাধ্যমে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি ০ দশমিক ২১ শতাংশ বাড়বে বলেও আশা করা হচ্ছে।

অপরদিকে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজও চলমান আছে। এই এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পয়েন্টে যুক্ত হবে।- মানবজমিন

প্রযোজনা ও বিশ্বপরিবেশনা
ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড
INSPIRED BY TRUE EVENTS
Bioskope Films
USA & Canada
Distributions
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
শুক্রবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২২
Jamaica Multiplex Cinemas
159-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY-11432
FRIDAY 11/18/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
SATURDAY 11/19/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
SUNDAY 11/20/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
MONDAY 11/21/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
TUESDAY 11/22/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
WEDNESDAY 11/23/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
THURSDAY 11/24/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
টিকিট: অনলাইন
https://www.showcasecinemas.com
/showtimes/jamaica-multiplex-cinemas
এবং হলের টিকিট কাউন্টারে
T SPORTS
PRESENTS
ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এর ছবি
দামাল
একটি রায়হান রাফী চলচ্চিত্র
POWERED BY Kings
HAVAS MEDIA

রিপাবলিকান দলে ট্রাম্প-ডি'স্যান্তিস বিরোধ চরমে

৭ পৃষ্ঠার পর

এর জন্য দলের অনেকেই দায় চাপিয়েছেন ট্রাম্পের ওপর। তিনি ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জালিয়াতির যেসব অভিযোগ করেছিলেন, সেই অভিযোগে অকাট্য সমর্থন দিয়েছিলেন কিছু রিপাবলিকান। ট্রাম্প তাদের জন্য জানপ্রাণ দিয়ে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু তার সেইসব প্রার্থীদের বেশির ভাগকেই ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাইপ্রোফাইল অনেক প্রার্থীকে পদ ধরে রাখতে লড়াই করতে হয়েছে অথবা পরাজিত হয়েছেন।

এ অবস্থায় ১৫ই নভেম্বর বড় ঘোষণার আগে ট্রাম্পকে নতুন করে বুদ্ধিবিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন ঘনিষ্ঠ মিত্ররা। ট্রাম্পের সাবেক একজন উপদেষ্টা ডেভিড আরবান নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, রিপাবলিকানরা ট্রাম্পকে অনুসরণ করে একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছেন। এর অর্থ হলো যেকোনো সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে পা পিছলে খাদে পড়ে যেতে পারে রিপাবলিকানরা। অন্যদিকে ট্রাম্পের সাবেক প্রেস সেক্রেটারি কিলি ম্যাকইনানি ফক্স নিউজকে বলেছেন, আমি মনে করি তার নির্বাচনী ঘোষণা দেয়া স্থগিত রাখা উচিত।

অন্যদিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলের চারলি ক্রিস্টকে ২০ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন রন ডি'স্যান্তিস। এর মধ্য দিয়ে দলে তিনি একজন বড় নেতা হিসেবে নিজের অবস্থানকে সিমেন্টের মতো দৃঢ় করেছেন। ফ্লোরিডার সবচেয়ে বড় কাউন্টির মধ্যে তাদের মিয়ামি-ডেডে কাউন্টি অন্যতম। এই কাউন্টি হলো ডেমোক্রেটদের শক্ত ঘাঁটি। চার দশকের মধ্যে সেখানে ডি'স্যান্তিস সবচেয়ে বড় বিজয় অর্জন করেছেন। একে বিরাট কৃতীত্ব হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই কাউন্টিতে ডেমোক্রেট হিলারি ক্লিনটন শতকরা ২৯ ভাগ পয়েন্ট বেশি পেয়েছিলেন। সেই আসনে মঙ্গলবার শতকরা ৫৫ ভাগ ভোট পেয়ে জিতেছেন ডি'স্যান্তিস।

অক্টোবরে ইসপোস জরিপের তথ্য অনুযায়ী, নিবন্ধিত শতকরা ৭২ ভাগ রিপাবলিকান বলেছেন, ভবিষ্যতে দলে প্রভাব বিস্তারের জন্য খুব ভাল অবস্থানে আছেন ডি'স্যান্তিস। পক্ষান্তরে ট্রাম্পের পক্ষে এ মত দিয়েছেন শতকরা ৬৪ ভাগ। তবে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প যে তীর ছুড়ে মেরেছেন তার তাৎক্ষণিক জবাব দেননি গভর্নর রন ডি'স্যান্তিস।

শেষ হলো যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৪ সপ্তাহের যৌথ প্রশিক্ষণ

৫ পৃষ্ঠার পর

গুলোর মধ্যে চিকিৎসা প্রদান ও যুদ্ধজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণ, সমুদ্রে অভিযান পরিকল্পনা, নৌযানে তল্লাশি চালানো ও জব্দ করার কৌশল এবং সামুদ্রিক যোগাযোগের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এসডব্লিউএডিএসের ৪২ জন অংশগ্রহণকারী আমেরিকার তৈরি ডিফেন্ডার এবং মেটালশার্ক টহল বোটগুলো কর্নফুলি নদী ও বঙ্গোপসাগরে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা এবং সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার ব্যাপারে পেশাগত দক্ষতা ও প্রস্তুতি প্রদর্শন করেছে।

২০০৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল স্পেশাল ওয়ারফেয়ার এর নাবিক এবং স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরা জয়েন্ট কম্বাইন্ড অ্যাক্সচেঞ্জ ট্রেনিং (জেসিইটি)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড সালভেজ (এসডব্লিউএডিএস) এর ৪০০ এর বেশি সদস্যকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি, শান্তিপূর্ণ উন্নয়নকে উৎসাহিত করা ও সঙ্কটময় পরিস্থিতি মোকাবেলার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশে প্রবেশে আর 'হেলথ ডিক্লারেশন' লাগবে না

৫২ পৃষ্ঠার পর

সার্কুলারে বলা হয়, বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে অনলাইনে হেলথ ডিক্লারেশন ফরম পূরণ করার বিধান বাতিল করা হয়েছে। তবে অন্যান্য শর্ত আগের মতো বহাল থাকবে।

এয়ার কমোডর শাহ কাওছার আহমদ চৌধুরী বলেন, 'স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিত হেলথ ডিক্লারেশন ফরম পূরণ করার নিয়ম বাতিলের বিধান জারি করে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। তবে ভ্যাকসিন সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তগুলো আগের মতো বহাল থাকবে।'

শর্তের মধ্যে রয়েছে- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত যেকোনো টিকার পূর্ণ ডোজ যারা নিয়েছেন, বাংলাদেশ আসতে তাদের করোনা পরীক্ষা করাতে হবে না। যাত্রীদের ভ্যাকসিন গ্রহণের প্রমাণ সঙ্গে রাখতে হবে। যেসব যাত্রী এক ডোজ কিংবা কোনো ভ্যাকসিন নেননি, তাদের বাংলাদেশ আসতে হলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে করোনা পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট থাকতে হবে।

১২ বছরের নিচে শিশুদের কোনো করোনা টেস্ট করাতে হবে না। তবে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনাগুলো মানতে হবে। টিকা নেওয়া বা না নেওয়া কোনো যাত্রীর মধ্যে করোনার লক্ষণ বা উপসর্গ যদি দেখা যায়, তাহলে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য বিভাগ যাত্রীর করোনা টেস্ট করাবে। টেস্টে তার রিপোর্ট করোনা পজিটিভ আসলে, তাকে নিজ খরচে সরকার নির্ধারিত হোটেলে ৭ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। এরপর পুনরায় ৭ দিন পর আবারও তার করোনা পরীক্ষা করা হবে।

অ্যারিজোনায় সিনেটের দৌড়ে ডেমোক্রেটদের জয়

৫২ পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছে। এখনও নেভাডার ভোট গ্রহণ চলছে। সেখানে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন রিপাবলিকান প্রার্থী। অপরদিকে আরেক রাজ্য জর্জিয়ায় ৬ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সিনেটের নিয়ন্ত্রণের জন্য ডেমোক্রেটদের দরকার আর এক আসন। অপরদিকে রিপাবলিকানদের এখন বাকি থাকা উভয় আসনেই জয় নিশ্চিত করতে হবে।

জয় নিশ্চিতের পর ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন মার্ক কেলি। এতে তিনি বলেন, আমাকে নির্বাচিত করার জন্য অ্যারিজোনার মানুষকে ধন্যবাদ। যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি তার জন্য ডেমোক্রেট, ইন্ডিপেন্ডেন্টস এবং রিপাবলিকানদের এক হয়ে কাজ করতে হবে। অ্যারিজোনার মানুষ তাই বিশ্বাস করে। আমি যতদিন দায়িত্বে আছি, আমি সেটাই করে যাব। অ্যারিজোনার সিনেটর হিসেবে কাজ করা আমার জীবনের সবথেকে বড় সম্মানগুলোর একটি। এই রাজ্য আমার উপরে ভরসা ধরে রেখেছে দেখে আমি কৃতজ্ঞ।

এদিকে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষেও দুই দলের ব্যবধান কমে এসেছে। প্রথম দিকে রিপাবলিকান দল ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকলেও অ্যারিজোনার ফল আসার পর রিপাবলিকানদের অনেকটাই ধরে ফেলেছে ডেমোক্রেটরা। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রিপাবলিকানদের আসন নিশ্চিত হয়েছে ২১১টি। অপরদিকে ডেমোক্রেটদের আসন নিশ্চিত হয়েছে ২০৩টি। অর্থাৎ দুই দলের মধ্যেকার ব্যবধান ১০-এর নিচে নেমে এসেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের একটা অর্থও অপচয় করে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪২ পৃষ্ঠার পর

আমাদের দেশে এসে পড়েছে। আজকে রিজার্ভের টাকা থেকে আমাদের যেমন আমদানি ব্যয় মেটাতে হচ্ছে, পাশাপাশি আমরা বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিয়েছি। করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থাও বিনা পয়সায় করেছি। পৃথিবীর উন্নত কোনো দেশ বিনা পয়সার টেস্টের ব্যবস্থা করেনি, ভ্যাকসিনও দেয়নি। আমরা নগদ টাকা দিয়ে প্রথমে ভ্যাকসিন কিনি। এরপরে আমরা অনুদান পেয়েছি। আমরা কিন্তু নগদ টাকা দিয়ে কিনি।

খাদ্যপণ্যের দাম কিন্তু সারা বিশ্বে বেড়ে গেছে। পরিবহন ব্যয় বেড়ে গেছে। জ্বালানি-ভোজ্য তেল, গম, ভুট্টা, ডালডা্সহ কিছু আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে। আমরা চাল উৎপাদন করছি, খাদ্য উৎপাদন করছি। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তারপরও আমাদের আমদানি করতে হয়। যখন বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ে ফসল নষ্ট হলো তখন আমাদের ফসল আমদানি করতে হয়েছে। আমরা যেটুকু খরচ করেছি সেটা জনগণের স্বার্থে, জনগণের কল্যাণে। জনগণের খাদ্য, ক্যানসারের ওষুধ কেনা...জনগণের মঙ্গলের জন্য আমাদের করতে হয়েছে। সার, জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ আমাদের কিন্তু কিনতে হচ্ছে। নগদ টাকা দিয়ে আমরা কিনছি। তা ছাড়া, আমাদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে আমরা কিন্তু বিমান কিনেছি। নদী ড্রেজিং, সেটাও আমরা নিজেদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে করছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু কিছু আমরা বিনিয়োগ করছি এই কারণে সেটা হলো, আমরা যদি অন্য দেশ থেকে লোন নিই আমাকে সুদসহ সেই ডলার পরিশোধ করতে হয়।

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

সিলেট সিটিকে সর্বাধুনিক একটি নগরীতে পরিণত করার মহাপরিকল্পনা সরকারের কাছে সাবমিট করেছি - নিউ ইয়র্কে সংবর্ধনা সভায় মেয়র আরিফুল হক

৫২ পৃষ্ঠার পর

কর্পোরেশনকে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। পানি নিষ্কাশনসহ রাস্তা, পরিবেশ সুরক্ষার্থে সবুজায়ন, ভবনগুলো সুবিন্যস্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে। সেটির অনুমোদনের পর বাস্তবায়িত হলে আশা করছি সিলেটের চেহারায় অনেক পরিবর্তন আসবে।

গত রোববার ৬ নভম্বের উডসাইডের গুলশান টেরেসে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হক খানের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিএনপি নেতা ও সিলেট সিটি মেয়র আরিফ আরো বলেন, সিলেটের প্রতিটি মেডিক্যাল সেন্টার তথা হাসপাতালকে কনভিন্স করতে সক্ষম হয়েছি ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি নালা-নর্দমায় না ফেলে সেগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করা হবে। এর ফলে পানি দূষণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে এই পরিকল্পনাকে সকলে সমর্থন দিয়েছেন।

দলমত-নির্বিশেষে সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বকারি প্রবাসীগণের এ সমাবেশে বিপুল করতালির মধ্যে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী আরো বলেন, নগরবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে এশিয়ার মধ্যে সেরা বলে বিবেচিত সিলেটে যে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল নির্মাণ করেছি, তার উদ্বোধন হবে ৫ ডিসেম্বর। এর আগে চমৎকার একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করেছি।

সিলেটের চলমান উন্নয়নের আলোকে মেয়র আরিফ উল্লেখ করেন, আগামী জানুয়ারিতে যারা দেশে যাবেন তারা দক্ষিণ সুরমাকেও সহজে চিনতে পারবেন না। সেভাবেই সাজানো হচ্ছে পুরো এলাকা। রাস্তা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতার কবল থেকেও সিলেটকে রক্ষার চেষ্টা করেছি। অনেকটা সফলও হয়েছিলাম। তবে সাম্প্রতিক বন্যার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটো হাওর পুরোপুরি বেদখল হয়ে গেছে। এরফলে পানি নিষ্কাষনের চ্যানেল ঠিকমত কাজ করেনি। ৫ থেকে ৬ ফুট উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হতে পারেনি। হাওরগুলো হচ্ছে সিটির বাইরে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, সিলেট থেকে কোম্পানীগঞ্জের মধ্যে যে সড়ক, সে রোডের একটি অংশ বঙ্গবন্ধু হাইড পার্ক হয়ে ওদিকে যাচ্ছে। সেখানে পানি নিষ্কাষণের চ্যানেলগুলো যেভাবে থাকার কথা সেভাবে আমরা রাখতে পারিনি। যার জন্য, আসাম ও চেরাপুঞ্জের বৃষ্টির পানির ঢল সিলেট শহরে এসেছে। এ অবস্থার অবসানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে একটি বিবরণী সাবমিট করেছি তার হাতে। সেখানে আমি উল্লেখ করেছি যে, সিটি কর্পোরেশনের অর্থে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা দরকার। গত একশত বছরের মধ্যে সুরমা নদী খনন করা হয়নি, সে অনুরোধও রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সমীপে।

মেয়র আরিফ আরো বলেন, আমি নির্বাচিত হবার ১০/১৫ বছর আগে উপশহরগুলো গড়ে উঠেছে। সেগুলোর পানি নিষ্কাশন বা জলাবদ্ধতা দূর করার কোন সুযোগই নেই। সেগুলো পার্শ্ববর্তী নদীর পানির উচ্চতা থেকে ৪/৫ ফুট নীচুতে। ফলে বন্যার প্রারম্ভেই সয়লাব হয়ে যাচ্ছে সেগুলো। সে ব্যর্থতার দায়ও আমাকে নিতে হচ্ছে।

আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের পরিচালনায় এ সংবর্ধনা সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, নিউজার্সির প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা মোজাহিদুল ইসলাম, এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এডভোকেট নাসির উদ্দিন ও তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঞ্জুর চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেন, জাসদ নেতা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম, আওয়ামী লীগ নেতা শাহীন আজমল, বিএনপি নেতা খলকুর রহমান, মিজানুর রহমান, আতিকুল হক আহাদ, সাইফুল খান হারুন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক এবাদ চোধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, আহবাব চৌধুরী খোকন, হাজী লেইছ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক উপদেষ্টা আব্দুস শহিদ, , আব্দুল মালেক খান লায়েক প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সুবিধা পান বাংলাদেশিরা

বাংলাদেশের দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অনেকের। এটা যদি যুক্তরাষ্ট্রে হয় তাহলে তো কথাই নেই।কিন্তু সেই স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য কজনেরই বা ভাগ্যে জোটে। তবে বাংলাদেশিশিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে আশার কথা।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ একটি বিশ্ববিদ্যালয়। যার নাম'ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'। তবে অবাক করার বিষয় হলোএই বিশ্ববিদ্যালয়টির মালিক একজন বাংলাদেশি। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটিতেগর্ব করার মতো এই উদ্যোগ নিয়েছেন প্রকৌশলী আবুবকর হানিপ।

এই বাংলাদেশি মার্কিন নাগরিক জানান, এরইমধ্যে তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়েবাংলাদেশিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। বছরে তাদের কারও কারও বেতনএক থেকে দেড় লাখ ডলারের মতো।

তথ্যপ্রযুক্তি, সাইবার সিকিউরিটি ও এমবিএ কোর্সে ১২১টি দেশের হাজারের বেশি শিক্ষার্থীলেখাপড়া করছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। যার অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। কারণএখানে তাদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্যবিশেষ শিক্ষাবৃত্তিও রয়েছে। গত এক বছরে ৫০০ এর বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এখানেপড়তে এসেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জানা যায়, ২০০৮ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রতিষ্ঠিত হয়'আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি'। পরে বিশ্ববিদ্যালয়টি ১০০ কোটি টাকায় কিনে নেন আবুবকরহানিপ। এরপর এর নাম হয় 'ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।' আবুবকর হানিপ বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর।

২০২১ সালে যখন এর যাত্রা শুরু হয় তখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০০। দুই বছরের কমসময়ে সেই সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক হাজার। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই গেছেন ৫শ'র বেশিশিক্ষার্থী।

আবুবকর হানিপ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখানে ক্লাসনিচ্ছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলভিত্তি হলো কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় পাঠদান। এখানেপড়ালেখা শেষ করে ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চাকরিপাচ্ছেন।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'তে পড়াশোনা করছেন মাহমুদমেনন খান। বাংলাদেশি এই শিক্ষার্থী জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের যারা শিক্ষকরয়েছেন তারা তাদের ইন্ডাস্ট্রিতে খুব অভিজ্ঞ। একই সঙ্গে তারা আবার স্কলার। ফলে তাদেরইন্ডাস্ট্রি জ্ঞান ক্লাসরুমে শেয়ার করেন। এতে আমরা আরও সমৃদ্ধ হই।

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে অনেকে কর্মক্ষেত্রে সফল হলেও এর যাত্রারপেছনের গল্পটা সহজ ছিল না। কারণ আবুবকর হানিপ শিক্ষার্থী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রেগিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) থেকে স্নাতক করে তিনি যানযুক্তরাষ্ট্রে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপীঠের সনদ থাকার পরও কেবল দক্ষতার অভাবে ঘণ্টায় মাত্র পাঁচডলার মজুরিতে কাজ করেছেন ভিনদেশে। এই কষ্টের অভিজ্ঞতা হানিপকে অনুপ্রাণিত করে।এরপর তিনি পিপলএনটেক নামে একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সবশেষচালু করেন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ডটেকনোলজি'।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সুবিধা দেওয়াই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানানআবুবকর হানিপ।

তিনি বলেন, আমাদের টিউশন ফি খুবই সহনীয়। যেমন মাস্টার্স করলে দুই বছরে ২২ হাজার৬০০ ডলার লাগে। তবে যদি বৃত্তি পায় এই খরচ কমে আসে। সেক্ষেত্রে দুই বছরে ১৫ হাজারডলার প্রয়োজন হয়।

পড়াশোনার পাশাপাশি যেন চাকরি করা যায় সেই সুযোগও শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে বলেজানান বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর আবুবকর হানিপ। তিনি জানান, ওয়াশিংটনে নিজস্ব ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়টি নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।এজন্য ব্যয় হবে ৩শ কোটি টাকা। - মফিজুল সাদিক । ভার্জিনিয়া (যুক্তরাষ্ট্র) থেকে ফিরে।

অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র সভায় বক্তারা

হাসিনা সরকার পতনে ৭ নভেম্বরের চেতনায় আরেকটি বিপ্লব দরকার

'যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ভার্চুয়াল নয়, একচ্যুয়াল কমিটি দাবী'

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভায় বক্তারা বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার পতনে পচাত্তরের ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের চেতনায় আরেকটি বিপ্লব দরকার। এজন্য দেশ ও প্রবাসে স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের সকল নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বক্তারা বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রাহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ জেগে উঠেছে। রাতের ভোটের হাসিনা সরকারের বাধাবিপত্তি রোধ করে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে মানুষের জনস্রোতই প্রমাণ করছে দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়, শেখ হাসিনা সরকারের বিদায় চায়। বক্তারা বলেন, সরকার পতনে দেশ ও প্রবাসে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন প্রসঙ্গে 'যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ভার্চুয়াল নয়, একচ্যুয়াল কমিটি দাবী' করে বলেন, দলের দায়িত্বশীলদের বাস্তবতা বুঝে, মাঠের কর্মীদের মতামত নিয়ে কমিটি করতে হবে। বিদেশে বসে ভার্চুয়াল সভা করে বা পকেট কমিটি ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীরা মেনে নেবে না।

বিএনপি'র ভাষায় 'ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' পালন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। রোববার সন্ধ্যায় সিটির ব্রুকলীলের রাধুনী রেষ্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভার আগে স্থানীয় 'লিটল বাংলাদেশ' (চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড ইন্টারসেকশন)-এ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, প্রধান বক্তা ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক, বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল, বিশেষ অতিথি ছিলেন গেটার ওয়াশিংটন জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ড. ইঞ্জিনিয়ার জিয়া উদ্দিন আহমেদ, গেষ্ট অব অনার ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক এবং আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ঘোষিত নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র আহ্বায়ক সালেহ আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয় করেন তৈমুর রহমান। এরপর বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীত 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরন বাংলাদেশ' পরিবেশ করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। আলোচনা সভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন ষ্টেট বিবিএনপি'র সদস্য সচিব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন শিপন ও নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বরো ছাড়াও নিউজার্সী থেকে বিএনপি'র বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। বক্তব্যের মাঝে মাঝে তাদের শ্লোগানে অনুষ্ঠান স্থল মুখরিত হয়ে উঠে।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন কচি, ব্রঙ্কস মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার আব্দস সালাম, নোয়াখালী জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র জাগপা'র সভাপতি মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নোমান সিদ্দিকী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ বাচ্চু, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদ হেসেন ও জেদ্দা বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি মোহাম্মদ মীর হোসেন, নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি'র যুগ্ম সম্পাদক নাবীর হোসেন সহ বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মুকুল, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ রিন্টু আলম, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ মনির হোসেন, আশরাফুল হাসান, মোহাম্মদ সম্রাট, মোহাম্মদ মহিন উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ১৯৭৫ পূর্ববর্তী বাংলাদেশ আর আজকের ২০২২ সালের বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র একই অবস্থা। তাই ৭৫এর সাতই নভেম্বরের ঘটনায় জিয়ার নেতৃত্বে দেশ যেভাবে রক্ষা পেয়েছিলো, আজকের দিণে খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশকে রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, আগামী ১০ ডিসেম্বর নয়, তার আগেই আওয়ামী সরকারের পতন হবে ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, সরকার নয়, দেশ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই দেশ চলছে বলে বিএনপি সমাবেশ সরকার বন্ধ করতে পারছে না এবং এসব সমাবেশে লাখো জনতা পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে। আগামী দিনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি নতুন করে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি করি। আমাদের নেতা আপোষহীন নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর বাইরে আমাদের কোন নেতা নেই, আমরা সবাই বিএনপি কর্মী। দেশ আজ আওয়ামী দু:শাসনের কবলে। তাই দেশ, দেশের মানুষ বাঁচতে, দেশে গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া সামনে কোন পথ নেই। এজন্য দেশ ও প্রবাসে 'হাসিনা সরকার হঠাও' এক দফা আন্দোলন চাই। সেই সাথে দলের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল নয়, যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে চাই। কোন ভার্চ্যাল বা পকেট কমিটি নয়। আমরা একচ্যুয়াল কমিটি চাই, মাঠের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে যোগ্য নেতৃত্ব ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি চাই। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি আর বীরের বেশে তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। বলেন, বিএনপির রাজনীতিই আমার জীবনের শুরু ও শেষ রাজনীতি।

সভায় আখতার হোসেন বাদল তার মূল বক্তব্যের আগে নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র কমিটি ঘোষণা করেন। উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীরা হাত তুলে এই কমিটির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, যে স্বপ্ন দিয়ে দেশের জনগণ বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে তা আজো পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্রকারী, দূর্নীতিবাজ, ফাসিস্ট। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। আমাদের পাসপোর্টে পরিচয় আমরা 'বাংলাদেশী', 'বাঙলী' নই। আর আওয়ামী লীগ দাবী করে জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনি, থখন তো জিয়া ক্ষমতায় ছিলেন না। আর ৭৫ জিয়া ছিলেন অবিসংবাদিক একজন মেজর। যিনি সিপাহী-বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করেন।

বক্তারা বলেন, সময় আসছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান সহ বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর যেসকল নিপীড়ন-নির্যাতন, লাঞ্ছনা চালানো হয়েছে দেশের মানুষ তার পাই পাই হিসাব নেবে। বিএনপির নেতৃত্বে দেশে যে জন জাগরণ উঠেছে তা আওয়ামী লীগ চোখেও দেখছে, জাগরণের শব্দ কানেও শোনছে না। তাই আওয়ামী লীগের পতন ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু চাওয়ার নেই।

বক্তারা বলেন, ৭৫-এর সাতই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লব না ঘটলে বাংলাদেশ অন্যরকম হতো। তিনি বলেন, আজ আমরা স্বাধীন দেশে বাসবাস করলেও মনে হয় আমরা স্বাধীন নই। তাই অগামী ১০ ডিসেম্বর আমাদের দেশটা নতুন করে স্বাধীণ করতে হবে। এজন্য প্রবাসীদের যার যার অবস্থান থেকে বিএনপি'র চলমান আন্দোলনকে সফল করতে সহযোগিতা করতে হবে। বক্তারা দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদলের হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সভায় ঘোষিত নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- সালেহ আহমদ মানিক, সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মুকুল, সহ সভাপতি- শামসুল হক, শরিফুল আলম, প্রফেসর আহসান উল্লাহ মিন্টু, মোহাম্মদ মনির হোসেন, মোহাম্মদ মুরাদ রহমান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বাহার, মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজুল আলম, আবু নাছের ও মোহাম্মদ খায়রুল বাশার, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন শিপন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- হোসাইন মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ রিন্টু আলম, মোহাম্মদ সম্রাট, মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ মীর হোসেন, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ফরহাদ, মোহাম্মদ মোহন পাটোয়ারী, ফয়সাল আহমদ পাটোয়ারী, সাংগঠনিক সম্পাদক- আশরাফুল আলম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- কামরুজ্জামান লাবলু, মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, মোহাম্মদ রিপন ও মাসুদ মিয়া, প্রচার সম্পাদক- তৈমুর রহমান এবং সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জাকির হোসেন, মোক্তার হোসেন, মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ মোতায়ের হোসেন জয়, আব্দুল জলিল, আবুল খায়ের, মোহাম্মদ রিংকু, মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ শাহেন শাহ, মোহাম্মদ ইমাম আলী, মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন, মোহাম্মদ হায়দার আলী, মোহাম্মদ রাজু আহমদ ও মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান শিপন। উল্লেখ্য, আলোচনার ভিত্তিতে কোষাধ্যক্ষ পদ পরবর্তীতে পূরণ করা হবে। এদিকে বিএনপি নেতা আখতার হোসেন বাদল জানান, গত ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা আব্দুস সালামের সাথে দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়ে পর তিনি (আব্দুস সালাম) আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। যার শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে। জানা গেছে, আব্দুস সালামের সাথে অনিষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক দেলেঅয়ার হোসেন, আখতার হোসেন বাদল, সালেহ আহমদ মানিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

ব্রঙ্কসে শেফ টমি মিয়া এবং শেফ খলিলুর রহমান এর মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গত ৭ নভেম্বর সোমবার খলিল'স ফুডের আয়োজনে ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে বাংলাদেশী-ব্রিটিশ সেলিব্রিটি শেফ টমি মিয়া এবং বাংলাদেশী-আমেরিকান সেলিব্রিটি শেফ মো. খলিলুর রহমান এর মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংবাদিক শামীম আল আমিনের সঞ্চালনায় শেফ টমি মিয়া এবং শেফ মো. খলিলুর রহমান বক্তব্য রাখেন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভার শুরুতে শামীম আল আমিন শেফ টমি মিয়া ও শেফ খলিলুর রহমানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। পরিচয় পর্বে জানানো হয়, টমি মিয়া মৌলভীবাজারের জন্মগ্রহণ করেন এবং দশ বছর বয়সে পরিবারের সাথে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান।

পরবর্তীতে রেস্টুরেন্টে কাজ শুরু করেন। এক সময় কাজ শিখে সেলিব্রিটি শেফ হয়ে নিজেই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করেন। আজ তিনি যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীখ্যাত হয়েছেন। পেয়েছেন নানান পুরস্কার। অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে মাস্টার্স যশোরের সন্তান খলিলুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রে এসে রেস্টুরেন্টে কাজ করতে করতে হয়ে যান শেফ। নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসে স্ট্রার্লিং-বাংলাবাজারে গড়ে তোলেন নিজ নামে খলিল বিরিয়ানি হাউস, যা ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রাসী বাংলাদেশিদের কাছে সুখ্যাতি লাভ করেছে।

শেফ টমি মিয়া এবং শেফ মো. খলিলুর রহমান বলেন, শিক্ষিত লোকজন এ পেশায় এগিয়ে এলে এর মাধ্যমে বাংলাদেশী খাবার বিশ্বব্যাপি পরিচিতি লাভ করবে।

গোল্ডেন প্যালেসের সিইও মো. বিলাল ইসলামের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানে টমি মিয়া ও খলিলুর রহমানকে ব্রঙ্কসবাসীর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা সহ ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব ও কৃষ্ণা তিথি।সুত্র ইউএসএ নিউজ

জেবিবিএ'র উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন

নিউইয়র্ক: পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল এবং তবারক বিতরণ করেছে 'গিয়াস-তারেক' নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই (জেবিবিএ)। শনিবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান সহ অন্যান্য নিজ হাতে তবারক হিসেবে ভাত, গরুর মাংস ও ডাল বিতরণ করেন। সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী লাইনে দাঁড়িয়ে তবারক গ্রহণ করেন।

মাগরেবের নামাজের পর নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব এবং সভা পরিচালনা করেন জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ। এতে মহানবীর (সা:) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা ড. সাইয়্যিদ এরশাদ আহম্মেদ আল বোখারী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুফতি ড. সাঈয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী বদরপুরী ও মুফতি আব্দুল মালেক এবং প্রধান আলোচক ছিলেন সৈয়দ মুফতি আনসারুল করিম আল আজহারী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সবশেষে ধন্যবাদ জ্যাপন করেন জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান। এরপর অতিথি ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন জ্যামাইকার হাজী ক্যাম্প মসজিদের ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, এস্টোরিয়ার আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, মেয়র এরিক অ্যাডামসের অন্যতম উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম হারুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, ডা. মাসুদুর রহমান, জেবিবিএ'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর নূর বড় ভূইয়া, সাবেক সভাপতি শাহ নেওয়াজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কিউ জামান, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের সভাপতি শাহ শহীদুল হক সাঈদ, শোটাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম সহ জেবিবিএ'র কর্মকর্তা মোল্লা এম এ মাসুদ, হাসান জিলানী ও জাকির হোসেন সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। ছবি: নিহার সিদ্দিকী,খবর ইউএনএ'র।

ওজন পার্কে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত,বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা গত তিন নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটায় বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া। সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পরিচলনায় সভায় অন্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি- মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডাঃ শাহনাজ আলম লিপি, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক- ফয়সল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য- ফারহানা চৌধুরী, মোঃ আখতার বাবুল, আবুল বাশার ভূঁইয়া, মোঃ

সাদী মিন্টু, শাহ মিজানুর রহমান।

নতুন কমিটির প্রথম এই কার্যকরী সভায় শুরুতেই দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া। তিনি বলেন শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নানান সংকট মোকাবেলা করে আজকের এই কার্যকরী কমিটির সভায় আমরা সকলে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আর এই সুযোগটি সোসাইটির সম্মানিত ভোটার প্রবাসী বাংলাদেশীরা আমাদের কেন দিয়েছেন তা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। নিরঙ্কুশ এই বিজয়ে আমাদের সকলের দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা অনেক অনেক গুন বেড়েছে তাও মনে রাখতে হবে। এ সময় তিনি উপস্থিত কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ববোধের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তা পালন করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতির বক্তব্যের পর একে একে কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে একে অন্যের সাথে পরিচিত হন এবং সংক্ষিপ্তভাবে সংগঠন নিয়ে নিজেদের ভাবনা ও মতামত তুলে ধরেন।

এ সময় সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ওজন পার্কের দেশী সিনিয়র সেন্টারে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফারুক চৌধুরীকে আহবায়ক আবুল কালাম ভূঁইয়াকে সদস্য সচিব এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, যুগ্ম সদস্য সচিব টিপু খান প্রধান সমন্বয়কারী আবুল বাশার ভূঁইয়া ও সমন্বয়কারী প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং শাহ মিজান কে দিয়ে উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠান সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয় ।

এদিকে সভায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বৃহৎ পরিসরে উদযাপনের লক্ষ্যে মহিউদ্দিন উদ্দিন দেওয়ান কে আহবায়ক আমিনুল ইসলাম চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব ফারহানা চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী মাইনুল উদ্দিন মাহবুব ও সমন্বয়কারী সাদী মিন্টু এবং আক্তার বাবুল।

কার্যকরী কমিটির প্রথম এই সভা সমাপ্তির পূর্বে সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন যারা এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের সোসাইটির আজীবন সদস্য হননি তারা আগামী কার্যকরী মিটিং এর আগেই তা সম্পূর্ণ করবেন। একই সাথে কমিউনিটির অন্যান্য মানুষদেরও আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সোনালী এক্সচেঞ্জ দেশে টাকা পাঠাতে ফি নিচ্ছে না

৫২ পৃষ্ঠার পর

রেট দিয়ে সোনালী এক্সচেঞ্জ গ্রাহক আকৃষ্ট করে না। সবসময় শাখা অফিস নিয়ে নিজস্ব স্বকীয়তায় সর্বোচ্চ গ্রাহকসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে। দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা অর্থাৎ সকলস্তরের প্রবাসী ভাই-বোনদের ভালোবাসা আর বিশ্বাসের ওপর ভর করেই সোনালী এক্সচেঞ্জ এগিয়ে চলছে । কেননা বিশ্বস্ততা আর নিরাপত্তাই সোনালী এক্সচেঞ্জের মূল সত্তা। আর এই বিশ্বস্ততার জায়গায় প্রবাসীদের নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে অতীতের মতো আগামীতেও সোনালী একচেঞ্জের পাশে থাকবেন এবং কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠাতে সোনালী এক্সচেঞ্জকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন – প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রাহক সুবিধার কথা চিন্তা করে টাকা পাঠানো কার্যক্রম কীভাবে আরও সহজ এবং গ্রাহকবান্ধব করা যায় এবং এপস্ ব্যবহার আরও ব্যপক ও সুবিধাজনক করা যায়- সে বিষয়ে অতি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাগ্রহন করার চেষ্ঠা করছে প্রতিষ্ঠানটি ।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

উত্তর কোরিয়া কি ঐক্য চায় নাকি যুদ্ধ?

মো. আবুসালেহ সেকেন্দার: এশিয়া মহাদেশের দুটি রাষ্ট্র উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি সর্বদা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের নজর থাকে। এর মধ্যে উত্তর কোরিয়া তার একগুঁয়েমি ও বিশ্বনেতাদের উপেক্ষা করার জন্য বিশেষ পরিচিত। দক্ষিণ কোরিয়া তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য। সাম্প্রতিক উত্তর কোরিয়ার অনিয়ন্ত্রিত সামরিক উসকানিকে কেন্দ্র করে কোরিয়া উপদ্বীপ আবারও সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে।

উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তে যুদ্ধ বিমানের মহড়া দিচ্ছে। প্রতি উত্তরে দক্ষিণ কোরিয়াও তার সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। সীমান্তে যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে। ওই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোরিয়া উপদ্বীপ কি আবারও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে কিনা ওই প্রশ্ন সামনে আসছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া উপদ্বীপ বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া ও পুঁজিবাদী দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে রাজনীতির পাশাপাশি মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিচালিত দক্ষিণ কোরিয়ায় বার বার ক্ষমতার পালা বদল ঘটলেও উত্তর কোরিয়া ছিল ব্যতিক্রম। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর হতে এই পর্যন্ত মাত্র তিনজন ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। এখন ক্ষমতায় আছেন, কিম জং উন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর বিশ্ববাসী আশা করেছিল নতুন নেতার অধীনে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করবে।

কোরিয়া উপদ্বীপ জার্মানির পথ অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধ হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং কিম জং উনের শাসনামলে দুই কোরিয়ার দূরুত্ব বাড়ছে। সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনা তার বড় প্রমাণ।

ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া উপদ্বীপ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বড় বাধা বলে অনেকে মনে করেন। তাদের মতে উত্তর কোরিয়া যেখানে সমাজতন্ত্রের অনুসারী সেখানে দক্ষিণ কোরিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। ওই মতাদর্শগত পার্থক্য প্রধানত দেশ দুটির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল অন্তরায়। ওই মতের অনুসারীদের কথা কিছুটা সত্য। তবে পুরোপুরি সঠিক এমন ধরে নেওয়ার কারণ নেই। কারণ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হবে দুই দেশের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা শক্তি। দুই দেশের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কতটুকু ইচ্ছা আছে তার ওপর পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে।

এছাড়া দুই দেশের মাথার ওপর যে 'বড় ভাই' রাষ্ট্রগুলো বসে আছে তারা আদৌ ঐক্য চায় কিনা সেই বিষয়টিও ভেবে দেখতে হবে। উত্তর কোরিয়াকে সমর্থনকারী চীন-রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে সমর্থনকারী যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ায় কতটুকু সহযোগিতা করবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দুই কোরিয়ার মধ্যে বিভাজন সুপার পাওয়ার খ্যাত সবপক্ষই লাভবান হচ্ছে। ফলে তারা কতটা দুই কোরিয়ার ঐক্য চায় তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার মিত্র গোষ্ঠী বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার ওপরও ঐক্য প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মতো চীন ও রাশিয়ার দুই কোরিয়ার ঐক্যে আন্তরিক হলে কোরিয়া উপদ্বীপের রাজনৈতিক বিভেদের সীমারেখা অচিরেই মুছে ফেলা সম্ভব। চীন ও রাশিয়া যদি মনে করে দুই কোরিয়া ঐক্যবদ্ধ হলে ওই অঞ্চলে তাদের আঞ্চলিক স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে তাহলেই কেবলমাত্র তারা ঐক্য প্রক্রিয়ার বাস্তব রূপায়ন চাইবে। বর্তমান দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রভাব থাকলেও পুরো কোরিয়া উপদ্বীপের ওপর তাদের কোনও প্রভাব নেই। উত্তর অঞ্চলে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আর চীনের প্রভাব। অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে চীন ও রাশিয়া চাইবে না দুই কোরিয়া ঐক্যবদ্ধ হোক। কারণ কোরিয়া উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ে চলে যাবে। জার্মানি এক্ষেত্রে বড় প্রমাণ।

বার্লিন দেয়ালের পতনের পর জার্মানিতে রাশিয়ার প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বেড়ে যায়। এখন জার্মানি ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র। কোরিয়া উপদ্বীপের এক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঐক্যবদ্ধ হলে কোরিয়া উপদ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাড়বে। ফলে চীন-রাশিয়া কখনও চাইবে না কোরিয়া উপদ্বীপের পুরো অঞ্চলের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা প্রথমে নিশ্চিত হতে চাইবে যে কোরিয়া উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হলে পুরো অঞ্চলের ওপর তাদের প্রভাব কতটা থাকবে। ওই কারণে বৃহৎ শক্তিবর্গের তথা চীন রাশিয়ার সহায়তায় কখনই কোরিয়া উপদ্বীপের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বরং উভয় রাষ্ট্র কোরিয়া উপদ্বীপের সংঘাতকে জিইয়ে রাখলে তা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করবে।

তবে ওই বৃহৎ শক্তি বলয়ের বাইরে গিয়েও দুই কোরিয়ার ঐক্য সম্ভব। যদি দুই কোরিয়ার নেতারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, তারা যে কোনও প্রক্রিয়াতে হোক না কেন ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া উপদ্বীপ প্রতিষ্ঠা করবে। এই ক্ষেত্রে কোরিয়ান নেতাদের পাশাপাশি জনগণকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণকেই প্রথম দুই কোরিয়ান নেতাদের চাপ প্রয়োগ করতে হবে যে তারা আর দুই কোরিয়ার মধ্যে বিভাজন চায় না। বরং তারা ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া উপদ্বীপ দেখতে চায়। জনগণের প্রবল ইচ্ছা এবং উত্তর ও দক্ষিণের নেতাদের আন্তরিকতা ছাড়া কোনোভাবেই কোরিয়া উপদ্বীপের ঐক্য সম্ভব নয়।

অবশ্যই সাম্প্রতিক সময়ে দুই কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্কের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বলা যায় দুই কোরিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখনও স্বপ্নের পর্যায়ে আছে। বরং কোরিয়া উপদ্বীপের আকাশে এখন কালো মেঘ ঘুরাফেরা করছে। দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধের প্রবল সম্ভবনা দেখা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, চীন রাশিয়া ব্লকের সংকেত পেলে উত্তর কোরিয়ার অস্থির নেতা কিম জং উন কোরিয়া উপদ্বীপে যুদ্ধের সাইরেন বাজাবেন। ওই যুদ্ধে উত্তর কোরিয়া শুধু দক্ষিণ কোরিয়া নয়, জাপানকেও যুদ্ধে টানতে চাইবে। সাম্প্রতিক জাপানের ওপর দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ তার অন্যতম প্রমাণ।

ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ব নানা সংকটে জর্জরিত। নতুন আর এক ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু হলে খাদ্য সংকটসহ নানা বিপর্যয় আরও বাড়বে। তাই বিশ্ব নেতারদের উচিত উত্তর কোরিয়ার কোনও ফাঁদে পা না দেওয়া। যতক্ষণ সম্ভব কোরিয়া উপদ্বীপকে শান্ত রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। রাশিয়া ও চীন এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তারা উত্তর কোরিয়ার লাগাম টেনে ধরলে কোরিয়া উপদ্বীপে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হবে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি নুর ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল

৫২ পৃষ্ঠার পর

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া। সঞ্চালনায় ছিলেন জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব আসেফ বারী টুটুল। মঞ্চে নের্তৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য, বিশিষ্ট কলামিস্ট সাঈদ তারেক জাফর মিতা, আলতাফ হোসেন, মাহাবুবুর রহমান অনিক, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, সবির লস্কর ও আব্দুন নূর।

সম্মেলনে আগামী ২০২৩-২০২৪ সালের নেতা নির্বাচন করা হয়। সভাপতি পদে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ব্যাতিত অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সভাপতি হিসেবে মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়াকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রথমে চার জন

প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও মো: আলতাফ হোসেন তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ছিলেন আসেফ বারী টুটুল, জাফর মিতা, মাহাবুবুর রহমান অনিক। তিন জন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর মধ্যে সরাসরি ভোট হয়। এবং মোট ৪৬জন

কাস্সিলর ভোট প্রদান করেন। নির্বাচনী ফলাফলে ৩৩ ভোট পেয়ে আসেফ বারী টুটুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জাফর মিতা পেয়েছেন ৭ ভোট এবং মাহাবুবুর রহমান অনিক পেয়েছেন ৬ ভোট। ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নির্বাচন পরিচালনা করেন। জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম ফয়সল চিশতি ৩ সদস্যের এই কমিটিতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। বাকী দুজনের মধ্যে ছিলেন জাতীয় পার্টির সাবেক সাংসদ সহিদুর রহমান ও যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী। কাউন্সিলররা সরাসরি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে পেনসিলভ্যানিয়ার, নিউজার্সি, বাফেলো, ফ্লোরিডা, কানেকটিকাটসহ বিভিন্ন স্টেট থেকে নের্তৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বিএপি স্থানীয় নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্ত বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের পরের দিন জ্যাকসন হাইটসে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মী সমর্থকরা বিজয় বেনার, প্লেকার্ড নিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে বিজয় উৎসব করেন। এ সময় দলের নের্তৃবৃন্দ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করেন।

সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নের্তৃবৃন্দর মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন আবেদ চৌধুরী, শাহাজাহান সাজু, আব্দুল কাদির লিপু, আ ন ম খায়রুল আলম, হাবিবুর রহমান হাবিব, হাবিবা বেগম, কান্তা হোসেন, রোজি ফাহিমা, শামীম আহমেদ, ওয়াসিম খোন্দকার, রবিউল আলম, রুবেল আহমেদ, এন রুবেল, মমিন উদ্দিন, মেহেরুজ্জামান জেবলিন, মনিরুল ইসলাম, নূর ইসলাম বর্ষণ, গোলাম সরোয়ার চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মনির প্রমুখ। মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া বলেন, এ মাসেই যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। আসেফ বারী প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহত সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া জরুরি প্রয়োজনে গত সোমবার ৭ নভেম্বর দেশের বাইরে যাওয়ায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া নিউইয়র্কে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সভাপতির অবর্তমানে এই দায়িত্ব পালনে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির নবনির্বাচিত কমিটি ঘোষনা, ডাঃ এনামুল হক সভাপতি ও ছিদ্দিক পাটোয়ারী সাধারন সম্পাদক

নিউ ইয়র্ক: গত ৭ নভেম্বর ২০২২ সোমবার বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির নির্বাচন কমিশন জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজার হলরুমেআনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৩-২৪ সালের ২১সদস্য বিশিস্ট কার্যকরি কমিটির নাম ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারশামছুদ্দিন আহমেদ শামীম,উপস্থিত ছিলেন অপর দুই কমিশনার মোঃ আক্তার হোসেন মোল্লা ও মোঃ শাহনেওয়াজসরকার,সমিতির পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ মোঃ এনামুল হক এমডি এবংপরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর সরকার। মঞ্চে উপবিস্ট ছিলেন সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ও রুপসী চাঁদপুরফাউন্ডেশনের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ জামান তপন, রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা মাসুম,কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি আবুল খায়ের আখন্দ, রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মামুন মিয়াজি,ইউনুছ সরকার ও নির্বাচন কমিশন সদস্যরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।২১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিম্নরুপঃ-১. সভাপতি ডাঃ মোঃ এনামুল হকএমডি ২.সিনিয়র সহ সভাপতি

মোঃইউনুছ সরকার ৩.সহ সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর সরকার ৪.সহ সভাপতি মোঃ দলিলুর রহমান ৫.সাধারন সম্পাদক মোঃ এছিদ্দিক পাটোয়ারী ৬. সহ সাধারন সম্পাদক সোহেল গাজী ৭.অর্থ সম্পাদক মোঃ বাসেদ ভূঁইয়া ৮.সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃহান্নান ভূঁইয়া ৯.প্রচার সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম ১০. দপ্তর সম্পাদক নাদিম ইকবাল ১১. ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃজাকির হোসেন ১২. সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ নাজমুল হোসেন মামুন ১৩.মহিলা সম্পাদিকা ফারহানা আক্তার ১৪.সদস্যআলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী ১৫. সদস্য মিয়া মোঃ দুলাল ১৬. সদস্য হাজী মোঃ ইসমাঈল মিয়া ১৭. সদস্য মোঃনুরুল ইসলাম ১৮. সদস্য সদস্য মোঃ আবুল খায়ের আখন্দ ১৯. সদস্য নূর মোহাম্মদ ২০. সদস্য আলমগীর হোসেন ২১. সদস্যমোঃ মনির হোসেন। -মো জাহাঙ্গীর সরকার প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রন ডিস্যান্টিসকে নিয়ে কেন এত আলোচনা?

৫২ পৃষ্ঠার পর

ক্যারিয়ার ও প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে বিশ্ব গণমাধ্যমে।

অভিবাসনের বিষয়ে তাঁর কঠোর অবস্থান, গর্ভপাতের অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'যুদ্ধ সংস্কৃতি' নিয়ে খোঁচাখুঁচি না করার ডানপন্থী নীতির জন্য বেশ ভালো অবস্থানেই থাকবেন ডিস্যান্টিস। ফ্লোরিডার গভর্নরকে তাই দারুণ সম্ভাবনাময় হিসেবে ভাবা হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, কট্টর ডানপন্থী নীতিই ডিস্যান্টিসকে ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্টের পদের দৌড়ে নিয়ে যেতে পারে।

৪৪ বছর বয়সী এই উদীয়মান রাজনীতিক তাঁর গত মেয়াদের চার বছরে মার্কিন রাজনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। করোনা মহামারির বিধিনিষেধ, স্কুলের পাঠ্যসূচিতে লিঙ্গ পরিচয়, যৌনশিক্ষা ও সমালোচনামূলক জাতি তত্ত্বের শিক্ষার মতো রক্ষণশীলদের উসকে দেওয়ার মতো বিষয় নিয়েও বেশ সরব ছিলেন ডিস্যান্টিস।

রন ডিস্যান্টিসের জন্ম ১৯৭৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলে ইতালীয় বংশোদ্ভূত পরিবারে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার আগে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ডিস্যান্টিস ২০১০ সালে সাবেক টেলিভিশন সঞ্চালক ক্যাসি ব্ল্যাককে বিয়ে করেন। তাঁদের তিন সন্তান আছে। ক্যারিয়ারের শুরুতে ডিস্যান্টিস কাজ করতেন নৌবাহিনীতে। পরে নেভি সিলের আইন উপদেষ্টা ছিলেন। গুয়ানতানামো বে নৌ ঘাঁটি ও ইরাকে মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে কাজেরও অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

এরপর ডিস্যান্টিস যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কৌঁসুলি হিসেবে কাজ করেন। সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্মৃতিকথা 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার' এর ওপর ভিত্তি করে তিনি ২০১১ সালে তিনি 'ড্রিমস ফ্রম আওয়ার ফাউন্ডিং ফাদারস' নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে ওবামার বিরুদ্ধে 'প্রগতিশীল এজেন্ডা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ আনে ডিস্যান্টিস। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এর মধ্য দিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও তার দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এরই এক বছর পরই ডিস্যান্টিস ২০১২ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে একটি আসনে জয়ও পান। ট্রাম্পের সমর্থন নিয়ে ২০১৮ সালে ফ্লোরিডার গভর্নর হিসাবে নির্বাচনে জয়ী হন তিনি। এর পর ক্রমশ তারকা হয়ে উঠছেন ডিস্যান্টিস। বিশেষ করে তাঁর রক্ষণশীল অবস্থানের কারণে।

২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় বাধ্যতামূলক টিকা এবং মাস্কের তীব্র বিরোধিতা করে নজরে আসেন এই রিপাবলিকান। এমনকি দেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের আগেই ফ্লোরিডায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলগুলো পুনরায় খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি।

এ বছরের শুরুর দিকে ডিস্যান্টিস কথিত 'সমকামী বলবেন না' বিলে স্বাক্ষর করেন, যা শ্রেণিকক্ষে সমকামী শিক্ষা বিষয় নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে। এ ছাড়া রন ডিস্যান্টিস সম্প্রতি ডেমোক্রেটিক নেতৃত্বাধীন ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের মার্থার ভিনইয়ার্ড আইল্যান্ডে বেশ কিছুসংখ্যক অভিবাসীকে পাঠিয়ে অনেক রিপাবলিকানদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনা এমনকি বয়স নিয়ে উপহাস করতেও ছাড়েননি ফ্লোরিডার এই গভর্নর। যদিও পরবর্তীতে হারিকেন ইয়ানের ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়ে অনেকটা রাজনৈতিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। প্রেসিডেন্টও গভর্নরের পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। সবশেষ ৮ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট চার্লি ক্রিস্টের বিরুদ্ধে রন ডিস্যান্টিসের বিপুল ভোটে জয় তাঁকে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়নের দৌড়ের সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এদিকে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও রিপাবলিকান পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তাই মনোনয়নের দৌড়ে যেন শামিল না হন, সে জন্য সম্ভাব্য প্রার্থী রন ডিস্যান্টিসকে রীতিমতো হুমকি

দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'স্যান্টিস যদি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করেন, তবে নিজের বড় ক্ষতি ডেকে আনবেন। আমি মনে করি না এটা দলের জন্য ভালো কিছু হবে।' ট্রাম্প আরও বলেন, ফ্লোরিডার গভর্নর সম্পর্কে তাঁর কাছে এমন কিছু তথ্য আছে, যা খুব একটা আশাব্যঞ্জক হবে না।

যদিও রন ডিস্যান্টিসের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা হয়নি। দ্বিতীয় মেয়াদে গভর্নর নির্বাচিত হয়ে দেওয়া বিজয়ী বক্তৃতায় ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে কোনো আভাস দেননি তিনি।

মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, রন ডিস্যান্টিসের কোনো ক্যারিশমাটিক ক্ষমতা না থাকলেও কর্মদক্ষতা ও দৃঢ়তা তাঁকে অনেক দূর নেবে। কে জানে, হয়তো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটির প্রেসিডেন্টও হতে পারেন এই রাজনীতিক। তথ্যসূত্র: এএফপি, বিবিসি, সিএনএন, নিউ ইয়র্ক টাইমস, দ্য গার্ডিয়ান

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশী খাদ্য উৎসব

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী খাদ্যের উৎসব। তাও নিউইয়র্কে। গত ৬ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত আয়োজিত এধরনের ইভেন্টে শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীর পাশাপাশি আমেরিকার রাজনীতিবিদ এবং আমেরিকায় জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীরা অংশগ্রহন করেন। ফ্রেস ফুড এন্ড বেভারেজ এর আয়োজনে খাদ্য উৎসবের মূল আকর্ষন ছিলেন প্রখ্যাত বাংলাদেশী সেফ টমি মিয়া। যুক্তরাজ্য প্রবাসী এ সেফ দু'দিন আগেই লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছান। রোববার নিউইয়র্কের ওয়াল্ড ফেয়ার মেরিনায় আয়োজিত এ খাদ্য উৎসবে টমি মিয়া উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে সরাসরি 'চিকেন টিক্কা মশলা' তৈরি এবং পরিবেশন করেন। এতে অভিভূত হন উপস্থিতিরা। খাদ্য উৎসবে টমি মিয়া'র আরেক পরিবেশনায় ছিল কাটাবিহীন ইলিশ মাছের আইটেম। এটা খেয়ে উপস্থিত আমেরিকানরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। টমি মিয়াকে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিউইয়র্কের আলোচিত সেফ খলিল বিরিয়ানীর স্বত্বাধিকারি মো:খলিলুর রহমান। অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পন্সর ছিল উৎসব গ্রপ। এর আগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশী ফ্রেস এবং হালাল খাদ্য সারা বিশ্বে জনপ্রিয় করার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ দূতাবাসের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম,সিনেটর জন লু, উৎসব গ্রপের সিইও রায়হান জামান,নির্বাচিত জজ সোমা সাঈদ, টমি মিয়া, হোসাইন ইস্তিয়াক, আলী আহসান ছোটন মো: খলিলুর রহমান, এমরান ভূঁইয়া, জন ফাহিম, ইসমাইল আহমেদ, মিসবাহ আবেদীন,মোহাম্মদ চৌধুরী,টাইম টেলিভিশনের

সিইও আবু তাহের। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাদ্যের ওপর একটি প্রামান্য চিত্র উপস্থাপন করেন ডা. প্রফেসর জিয়াউদ্দিন আহমেদ। টমি মিয়ার জীবনী'র উপর প্রদর্শীত হয় একটি প্রামান্যচিত্র। অনুষ্ঠানের মাঝখানে কবিতা ও নৃত্য পরিবেশন করে এ প্রজন্মের শিশু কাব্য।এছাড়া অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রবাসী বাংলাদেশী শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই আয়োজক ফ্রেস ফুড এন্ড বেভারেজ এর স্বত্বাধিকারি আল আমিন রাসেল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী খাদ্যের পরিচিতি তুলে ধরার জন্যই তিনি এ আয়োজন করেছেন। আর এটাই এ অঞ্চলে প্রথমবারের মত আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশী খাদ্যকে বিদেশীদের কাছে পরিচিতি করতে আগামী বছর বেশ কয়েকটি ইভেন্ট করার পরিকল্পণা নেয়া হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশী খাদ্য পরিচিতি তুলে ধরার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশী খাদ্যকে বিশ্বে তুলে ধরাতে টমি মিয়া যে প্রয়াস চালাচ্ছেন তা জানলাম। টমি মিয়ার মত এখানে (যুক্তরাষ্ট্র)ও অনেকে আছেন। বাংলাদেশী খাদ্য ও কালচারের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় করতে পারি। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদযাপন চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজন এতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

আগামী বছর নিউইয়র্কে পহেলা বৈশাখের আয়োজন করা হবে উল্লেখ করে টমি মিয়া জানান, তিন দিন ব্যাপি এ অনুষ্ঠানে পান্তা-ইলিশ সহ বাংলাদেশী বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হবে। তিনি জানান, তার অন্যতম আইটেম ফ্রাইড চিকেন বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শুধু লন্ডন নয়, বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেট সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে এ ফ্রাইড চিকেন। যুক্তরাষ্ট্রেও এ আইটেমের চাহিদা রয়েছে উলেখ করে তিনি বিনিয়োগকারিদের প্রতি আহব্বান জানিয়ে বলেন, ব্যবসায় রিটার্ন এর হারও অনেক ভাল। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহব্বান জানান টমি মিয়া।

মো: খলিলুর রহমান জানান, বিরিয়ানী সহ বাংলাদেশী বিভিন্ন খাদ্য প্রমোট করতে তিনি নিউইয়র্কে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যের ওপর ডিপ্লোমা করা খলিল বলেন, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোন ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারকে এগিয়ে আসার আহব্বান জানান।

অনুষ্ঠানটির কো-অরগানাইজার ছিল এসেনশিয়াল হোম কেয়ার ও রিভারসাইড কটেজ।-আল আমিন রাসেল প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৭ নভেম্বর জাতীয় ঐক্যের প্রতীক - যুক্তরাষ্ট্রের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব

৫২ পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্বে এবং মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন ভূইয়া, জসীম উদ্দীন ভূইয়া এবং কাজী আজম এর যৌথ সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক সহ-সম্পাদক কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন এবং বর্ণাঢ্য এই সমাবেশে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু। বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে দেশের টার্নিং পয়েন্ট উল্লেখ করে মির্জা আলমগীর বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী সেনা অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে যখন চরম নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, তখন সিপাহি-জনতা মিলিত ঐক্যের এই বিপ্লব দেশ ও জাতিকে অনাকাঙ্ক্ষিক্ষত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। অভূতপূর্ব সেই বিপ্লব-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাময়িক বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

সরকারের দুঃশাসন থেকে দেশকে রক্ষা করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে সবাইকে যোগ দেবার আহবান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশে মানবাধিকার নেই, গণতন্ত্র নেই। শুধু বিএনপি নয় দেশের আপামর জনতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরাচার শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতারা দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার পতনের আন্দোলনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন ডাঃ মজিবুর রহমান মজুমদার, কামাল সাঈদ মোহন, শরাফত হোসেন বাবু, আবদুস সবুর, এডভোকেট জামাল হোসেন জনি, আনোয়ার হোসেন, মনজুর চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, নিয়াজ আহম্মেদ জুয়েল, সিনিয়র ডিস্টিক্ট জাজ নুর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকার, আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, ফারুখ হোসেন মজুমদার, জহির মোল্লা, মোশারফ সবুজ, আবু সাঈদ আহমেদ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, এম এ বাতেন, পারভেজ সাজ্জাদ, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, আতিকুল আহাদ, সাইফুর খান হারুন এবং মাজহারুল ইসলাম জনি প্রমুখ। সুত্র জাষ্ট নিউজ

১৮ নভেম্বরযুক্তরাষ্ট্রের ১৫ শহরে মুক্তি পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা দামাল

৫২ পৃষ্ঠার পর

গল্প নিয়ে এ সিনেমা। দলটি খেলার অর্থ সংগ্রহ করে তা তুলে দিয়েছিল মুক্তিবাহিনীর হাতে। বহুল আলোচিত এ সিনেমা যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তির জন্য প্রস্তুত। বায়োস্কোপ ফিল্মসের পরিবেশনায় সিনেমাটি ১৮ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ১৫টি শহরে মুক্তি পাবে।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স, ক্যালফোর্নিয়ার নর্থ হলিউড, সান ফ্রান্সিসকো, টেক্সাসের ডালাস, হিউস্টোন, বাল্টিমোর, শিকাগো, ওরল্যান্ডো, মিয়ামি, ডেট্রয়েট, রেনো, পোর্টল্যান্ড, বোস্টনসহ ১৫টি শহরে মুক্তি পেতে যাচ্ছে দামাল। এরপর আগামী ২ ডিসেম্বর রিগ্যাল, হারকিনস, সিনেমার্কের ৫০টি থিয়েটারে মুক্তি পাবে 'দামাল'। এরই মধ্যে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ বলেন, 'আমরা নিউইয়র্ক থেকে দামাল ছবিটি মুক্তি দিচ্ছি। এরপর ২ ডিসেম্বর থেকে ৫০টি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি দেখানো হবে। তিনি আরও বলেন,"রাফীর পরাণ ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে চলাকালীন সময়ে আমরা 'দামাল' ছবিরপ্রচারণা চালিয়েছি। দর্শকরা সিনেমাটি দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। আশা করছি, এইছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।সিনেমাটি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সিয়াম আহমেদ, শরীফুল রাজ, বিদ্যা সিনহা মিম।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি. ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের গল্প অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন রায়হান রাফী। দামালের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা সিনহা মিম, সিয়াম আহমেদ, শরিফুল রাজ, সুমিত, রাশেদ অপু, সাঈদ বাবু, শাহনাজ সুমি, সৈয়দ নাজমুস সাকিব প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রে হ্রাস পাচ্ছে বাংলাদেশী আসবাবপত্রের বাজার

৫২ পৃষ্ঠার পর

কমতে শুরু করেছে। এ শিল্পের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রেও রফতানির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। অর্থনীতি বিশ্লেষক ও সংশ্লিষ্টরা বলছেন উচ্চ শুল্ক, কাঁচামালের স্বল্পতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব থাকায় সম্ভাবনাময়ী এ শিল্পের রফতানি বাজার কমে যাচ্ছে। তথ্য বলছে, ২০১৬ সালে আসবাবপত্র রফতানি খাতকে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, নেপাল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফার্নিচার রফতানি হচ্ছে। সম্প্রতি বছরগুলোতে বিদেশে ফার্নিচার রফতানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১০ দশমিক ৩৬ মিলিয়ন ডলার ফার্নিচার রফতানি করা হয়েছে, যা তার আগের অর্থবছর থেকে ৩৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের টার্গেট ধরা হয়েছে ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই থেকে অক্টোবর এ চার মাসের টার্গেট ধরা হয়েছে ৩৯ দশমিক শূন্য ৪ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু অর্জিত হয়েছে ২৩ দশমিক ৬৫ মিলিয়ন ডলার। সম্ভাবনাময়ী এ শিল্পের চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর প্রান্তিকের রফতানি তুলনামূলকভাবে কমেছে। গত বছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আয় হয়েছিল ২৯ দশমিক ১৫ ডলার। কিন্তু গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের এ প্রান্তিকে ৩৯ দশমিক ৪২ শতাংশ ফার্নিচার কম রফতানি হয়েছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন দেশের ফার্নিচার রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে সারা বিশ্বের ৬১টি দেশে ফার্নিচার রফতানি হয়েছে। আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতের মোট রফতানি আয়ের ৫০ শতাংশেরও অধিক এসেছে এ দেশ থেকে। এছাড়া জাপান ১৬, ফ্রান্স ৯, ভারত ৪, দক্ষিণ কোরিয়া ৩, কানাডা ২, সৌদি আরব ২, স্পেন ১ ও অন্যান্য দেশ ৯ শতাংশ আসবাবপত্র বাংলাদেশ থেকে আমদানি করেছে।

বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প মালিক সমিতি বলছে, বিশ্ববাজারে আসবাবপত্র বাণিজ্যের পরিমাণ ৬৫০ বিলিয়ন ডলারের অধিক। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে এ শিল্পের রফতানির অনেক সুযোগ রয়েছে। যথাযথ সহায়তা পেলে এ বাণিজ্য ১ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন শিল্প মালিকরা। এ খাতে এরই মধ্যে ২৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর পরিধি বাড়লে দেশে বড় কর্মক্ষেত্রেরও ব্যবস্থা হবে।

আসবাবপত্র রফতানির যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাজারে হ্রাস পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সেলিম এইচ রহমান বলেন, আসবাবপত্র শিল্পের একটি বড় সম্ভাবনা থাকলেও বর্তমানে বাণিজ্যিক পরিধিটা কমে যাচ্ছে। এর মূল কারণ স্বল্প মজুরির শ্রমিক পর্যাপ্ত থাকলেও আমাদের কাঁচামাল অধিকাংশ বাইরে থেকে আসে। কিন্তু তা উচ্চ শুল্ক দিয়ে আমদানি করতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ও মানের সমন্বয় ঘটাতে হয়। অধিক শুল্কের কারণে বাজারের চাহিদা পূরণ করা কঠিন হচ্ছে। ফলে এর প্রভাব পড়ছে শিল্পের মোট রফতানিতে। সরকার উদ্যোগী হলে আমাদের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বে এ পণ্যের আধিপত্য বিস্তার করতে পারব।

এদিকে ফার্নিচার শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি দেশের বাইরেও রফতানি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৬ বছর ধরে ফার্নিচার মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বছর ১৭তম মেলার আয়োজিত করা হয়েছে। মেলায় দেশের নামকরা ৩৪টি ফার্নিচার প্রতিষ্ঠানের ১৮২টি স্টল বসে। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার গুলনকশা হলে ৬-১০ অক্টোবর পর্যন্ত এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।-সুত্র বণিকবার্তা

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে চার বাংলাদেশী-বংশোদ্ভুত প্রার্থীর বিজয়

রন ডিস্যান্টিসকে নিয়ে কেন এত আলোচনা?

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকানদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের খবরের মধ্যে দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে একটি নাম। তিনি রন ডিস্যান্টিস, দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত ফ্লোরিডার গভর্নর।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, ডিস্যান্টিস ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান শিবিরের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মনোনয়নের দৌড়ে শামিল হতে পারেন। এরই মধ্যে তার রাজনৈতিক *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে প্রবেশে আর 'হেলথ ডিক্লারেশন' লাগবে না

ঢাকা: গত ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে অনলাইনে 'হেলথ ডিক্লারেশন ফরম' পূরণের নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিধান জারি করে সার্কুলার দিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।

বেবিচকের সদস্য (ফ্লাইট স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড রেগুলেশন্স) এয়ার কমোডর শাহ কাওছার আহমদ চৌধুরীর স্বাক্ষর করা সার্কুলারটি গত ৩০ অক্টোবর জারি করা হয়। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

অ্যারিজোনায় সিনেটের দৌড়ে ডেমোক্রেটদের জয়

পরিচয় ডেস্ক : সিনেট নিয়ন্ত্রণের দৌড়ে রিপাবলিকানদের ধরে ফেললো ডেমোক্রেট দল। অবশেষে অ্যারিজোনায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। এতে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ব্লেক মাস্টার্সকে পরাজিত করে জয় পেয়েছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী মার্ক কেলি। এরফলে সিনেটে এখন দুই দলের আসন সংখ্যা ৪৯-এ গিয়ে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয় ডেস্ক : সদ্য সমাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে চারজন বাংলাদেশী-বংশোদ্ভুত প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। গত মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে বহুল আলোচিত মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন জর্জিয়া স্টেট সিনেটর শেখ রহমান ও নাবিলা ইসলাম, কানেক্টিকাট স্টেট সিনেটর মো. রহমান এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভিস এর সদস্য আবুল খান।

এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি আমেরিকান ভোট দিয়েছেন। নিউইয়র্কসহ বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিভিন্ন স্টেটের ভোট কেন্দ্রগুলোতে অন্য ভাষার সাথে বাংলায়ও নির্দেশনা দেওয়া হয়। নিউইয়র্কে ব্যালট পেপারও ছিল বাংলায়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের ১০০টি আসনের ৩৫টি ও নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সবকটিতে ভোট হয়। এছাড়াও ৩৬টি স্টেটে গভর্নর পদ ও সবকটি অঙ্গরাজ্যের আইন সভায়ও নির্বাচন হয়।

এতে জর্জিয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হন বাংলাদেশি আমেরিকান শেখ রহমান। জর্জিয়া স্টেট সিনেটে প্রথমবারের মতো নির্বাচন করে জয়ী হন নাবিলা ইসলাম। এছাড়া কানেকটিকাট স্টেট সিনেটে বিজয়ী হন আরেক বাংলাদেশি আমেরিকান মো. রহমান। তারা সবাই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এদিকে নিউ হ্যাম্পশায়ার হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস পদে টানা পঞ্চমবারের মতো বিজয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আবুল খান।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে চার বাংলাদেশি-আমেরিকানের বিজয়ে উল্লসিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিরা। নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ ও মুজিব উর রহমান, কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, তরুণ রাজনীতিক আহনাফ আলম, ফ্লোরিডার ডেসক্রেট নেতা আতিকুর রহমান, লস এঞ্জেলেস এর রিপাবলিকান নেতা জয়নাল আবেদীন ও জর্জিয়ার তানজিনা ইসলামসহ আরো অনেকেই চার বাংলাদেশি আমেরিকানের বিজয়ে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সিলেট সিটিকে সর্বাধুনিক একটি নগরীতে পরিণত করার মহাপরিকল্পনা সরকারের কাছে সাবমিট করেছি - নিউ ইয়র্কে সংবর্ধনা সভায় মেয়র আরিফুল হক

নিউ ইয়র্ক; জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নাগরিক সংবর্ধনা সমাবেশে সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেটের উন্নয়ন-অভিযাত্রা প্রসঙ্গে বললেন, সিলেট সিটিকে সর্বাধুনিক একটি নগরীতে পরিণত করার অভিপ্রায়ে বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা করে আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে একটি মহাপরিকল্পনা সরকারের কাছে সাবমিট করেছি। যেখানে সিটি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে হ্রাস পাচ্ছে বাংলাদেশী আসবাবপত্রের বাজার

তানভীর সাবিক : আন্তর্জাতিক বাজারে সম্ভাবনাময় রফতানিজাত পণ্য হিসেবে বাংলাদেশের আসবাবপত্র বা ফার্নিচার শিল্প ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। দেশের জিডিপিতে পণ্যটির অবদান প্রায় ১ দশমিক ২ শতাংশ। বর্তমানে বিশ্বের ৬১টি দেশে বাংলাদেশের ফার্নিচার রফতানি হচ্ছে। গার্মেন্টস ও টেক্সটাইলসের পর এ খাতেই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ পণ্যের রফতানি বাজার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

৭ নভেম্বর জাতীয় ঐক্যের প্রতীক - যুক্তরাষ্ট্রের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব

নিউ ইয়র্ক : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহি-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেছিল, যা দেশের তৎকালীন রাজনীতির গতিধারা পাল্টে দিয়ে দেশ ও জাতিকে নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত করেছিল।

গত ৮ নভেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। বিভাজন এবং অভ্যন্তরীন মতপার্থক্য ভুলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক শীর্ষ নেতারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করেন। সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন বিএনপি মহাসচিব।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

সোনালী এক্সচেঞ্জ দেশে টাকা পাঠাতে ফি নিচ্ছে না

নিউ ইয়র্ক: সোনালী ব্যাংকের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'সোনালী এক্সচেঞ্জ' বাংলাদেশে টাকা পাঠাচ্ছে বিনা ফি তে। অর্থাৎ প্রবাসীরা বিনা খরচেই সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবেন । এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানান, বৈধ ভাবে অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা প্রেরণে প্রেরকগনকে আরও উৎসাহিত করার জন্য সোনালী ব্যাংক এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে, প্রবাসীরা যাতে ছুটির দিনেও তাঁদের অন্যান্য কাজের সাথে দেশে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে অনায়াসেই টাকা পাঠাতে পারেন, সে জন্য শাখাগুলো ছুটির দিনসহ সপ্তাহে সাত দিনই খোলা রাখার ব্যবস্থা করছে। এর ফলে সোনালীর মাধ্যমে টাকা প্রেরণে গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। 'সোনালী এক্সচেঞ্জ' অনেক ভালো ভালো রেটও দিচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সোনালী এক্সচেঞ্জ কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকে। অর্থাৎ একাউন্ট ডিপোজিট, ক্যাশ পিকআপ বা বিকাশ পেমেন্ট সবক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানটির রেট একই। নীতিগত কারনে নির্দিষ্ট কোন ব্যাংক বা একাধিক ব্যাংকে একটু বেশী *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি নুর ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল

নিউইয়র্ক: দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৬ নভেম্বর, রবিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম ফয়সল চিশতি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য সহিদুর রহমান, জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

১৮ নভেম্বরযুক্তরাষ্ট্রের ১৫ শহরে মুক্তি পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা দামাল

পরিচয় ডেস্ক: রায়হান রাফী পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা 'দামাল' গত ২৮ অক্টোবর মুক্তির পর থেকেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯